শ্রী রামজয়

নাটোরে গাঙ্গ'ল গ্রাম, আত্রেয়ীর কূলে,
জন্মভূমি জন্মদাতা দ্বিজ মহামতি—
মৃত্যুঞ্জয় নামে, মাতা জয়দুর্গা দেবী।
দশ মাস বয়ঃক্রম যবে অভাগার,
তেয়াগী তনয়ে মাতা গেলা পরলোকে
অকালে, জনক ত্যজে দ্বাদশ বৎসরে।

অসহায় রামজয় সেই দিন হ'তে,
দুঃখময় এ জীবন যাপিল জগতে।
শুন হে পাঠকবর! তিলেক দাঁড়া'য়ে,
নহে দিন দূরে যেতে যাতনা এড়ায়ে।
চিতার উপর ইহা কাঠের ফলকে,
র'বে যবে; নিরখিবে দুখে বা পুলকে।

"সর্ব্বেষামেব পুণ্যানামস্তি সংখ্যা বশম্বিনি।
যন্নামাগ্রে স্মীয়তে যেন তস্য সংখ্যা ন বিদ্যতে।" শিবসর্ব্বস্ব।

সঙ্গীত-কুসুম।

[দেব-স্তুতি ও প্রার্থনা, রূপ, পৌরাণিক, তীর্থ, প্রাকৃতিক, সামাজিক, মনের প্রতি উপদেশ, অনুতাপ ও প্রার্থনা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক সপ্ততি সঙ্গীত

দোহাবলীর পদ্যানুবাদ ও নানা-বিষয়ক কবিতা।]

তৃতীয় খণ্ড।
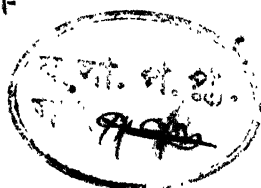
শ্রীরামজয় কবিরত্ন প্রণীত।

"স্বর্ণ অলঙ্কার যারা পরে শিরোদেশে,
কণ্ঠে, হস্তে, পরে নাকি রজত চরণে?" মাইকেল।
বিবিধ-কুসুমরাজি পূর্ণ সাজি করে,
করে যারা, করে নাকি করে শতমুখী?

শ্রীদুর্গানন্দ সান্ন্যাল, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা;

২৫ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্, জয়ন্তী প্রেসে
শ্রীকালীপদ চক্রবর্ত্তী দ্বারা
মুদ্রিত।

সন ১৩০৯ সাল।

উৎসর্গ।

যে বিশ্বব্যাপী মহাশক্তি শক্তিমান্

অবিনাভাবসম্বন্ধ সচ্চিদ্ঘনানন্দ পূর্ণব্রহ্ম

আবার

স্বেচ্ছায় যিনি গোলোক ও ভূগোলোকে নিত্যলীলাকারী

ভক্তজনহৃদয়নিকুঞ্জবিহারী ভুবনমনোমোহনরূপধারী দয়ায়

দাসগৃহে দারুব্রহ্মরূপে বিরাজিত

সেই

সুতপ্তহেমগৌরাঙ্গী ত্রিভঙ্গভঙ্গিনী শ্রীরাধা-

নবজলধরশ্যামসুন্দর ত্রিভঙ্গভঙ্গিম রাধারমণ শ্রীকৃষ্ণের

শ্রীচরণারবিন্দে

তদ্দাসহৃদয়-কুঞ্জকানন-জাত

এই

সঙ্গীত-কুসুম

সভক্তিচন্দন সমর্পিত

হইল।

প্রণেতা।
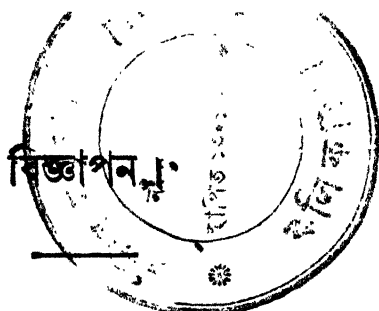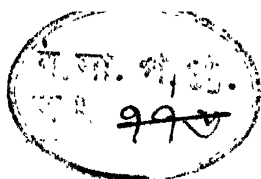
বিজ্ঞাপন।

পরম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মাতুল মহাশয় প্রণীত সঙ্গীত-কুসুম আমার কর্তৃক প্রকাশের কারণ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বিজ্ঞাপনেই উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং তদ্বিষয় পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে তৃতীয় খণ্ড বিতরণার্থ প্রকাশিত হইল। আমার বিশ্বাস এই খণ্ডের গানগুলিও প্রথম দুই খণ্ডের গানের ন্যায় আস্থাবান্ পাঠক গায়ক ও শ্রোতার সমভাবে প্রীতিপ্রদ হইয়াছে। গানগুলির অধিকাংশই ভগবদ্বিষয়ক; অন্যান্যবিষয়ক গানও ভগবন্নাম-বিবর্জ্জিত নহে, বরং ভগবানের প্রতি চিত্তাকর্ষণ এবম্বিধ গান গুলিরও পরিণাম উদ্দেশ্য।

রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, দেওয়ান মহাশয়, দাশুরায়; মধুকাণ প্রভৃতি কবিগণের রচিত ভগবদ্বিষয়ক যথেষ্ট সঙ্গীত সত্ত্বেও সঙ্গীত-কুসুম প্রণেতার আবার এ উদ্যম কেন?—পল্লীবাসী এ প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছেন তাহাই পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। আমার বক্তব্য এই যে ভগবন্নাম শ্রবণ মনন কীর্ত্তন প্রভৃতি বিষয়ে সকলেরই সমান অধিকার। শক্তি অনুসারে সেই অধিকারের কার্য্য করা প্রত্যেক মানবেরই নিত্য কর্ত্তব্য। সুতরাং কবির এ উদ্যমে কিছুই অন্যায় দেখা যায় না। বরং জগতের প্রত্যেক ব্যক্তি যদি এই সকল ভাগবতের ন্যায় অকৃত্রিম হৃদয়াবেগে ভগবন্নাম কীর্ত্তন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে পাপপঙ্কিল এই ভূলোকই আনন্দময় গোলোকরূপে পরিণত হইত। কাহাকেও নিরানন্দরূপ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না।

উত্তরোত্তর সঙ্গীত-কুসুম তিন খণ্ডের উৎসর্গ পত্র কবির হৃদ্বৃত্তির ক্রমোন্নতি প্রকাশক। প্রথম খণ্ড কবির এক স্নেহাস্পদ ভক্ত বৈষ্ণব গায়কের নামে, দ্বিতীয় খণ্ড পরলোকগত প্রত্যক্ষ দেবতা মাতা পিতার চরণোদ্দেশে এবং এই তৃতীয় খণ্ড তাঁহার গৃহাধিষ্ঠিত ভগবন্মূর্ত্তির চরণোপান্তে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। ভগবদ্বিষয়ের আলোচনায় কিরূপে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি জন্মে, ইহা তাহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাই এ বিষয়ের এখানে উল্লেখ করিলাম।

বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার ১৮২১ শকাব্দের বাৎসরিক উৎসবে সমাগত পূজ্যপাদ পণ্ডিতমণ্ডলী সঙ্গীত-কুসুমের সঙ্গীত শ্রবণে রচয়িতার কবিত্ব শক্তিতে প্রীত হইয়া তাঁহাকে "কবিরত্ন" উপাধি প্রদান করেন। উপাধিপ্রদানপত্রের প্রতিলিপি এই বিজ্ঞাপনের অব্যবহিত পরে সংযোজিত হইল।

স্বর্গীয় সাধক তুলশীদাস এবং মহাত্মা কবিরের অমূল্য-উপদেশাত্মক দোঁহা-বলীর পদ্যানুবাদ ও নানাবিষয়ক কবিতাবলী ১ম পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইল।

২য় খণ্ড প্রকাশের পরও কতিপয় সম্বাদপত্র ও অনেক মহাত্মার সঙ্গীতকুসুম সম্বন্ধে অভিমত প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কবির চরিত্রও সঙ্গীতের উৎকর্ষ-ব্যঞ্জক বিধায়, এই সকল অভিমতও ২য় পরিশিষ্টে প্রকাশ করিলাম।

গীতসংস্পৃষ্ট ফুটনোটগুলি রচয়িতার নিজের।

গায়কের সুবিধার্থে গানগুলির বর্ণমালানুযায়ী সূচী এ খণ্ডেও প্রদত্ত হইল।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে মদীয় পরমারাধ্য অধ্যাপক গুরু শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় অন্যান্য বারের ন্যায় এবারেও সঙ্গীত-কুসুম মুদ্রাঙ্কনের তত্ত্বাবধান এবং আমূল প্রুফ সংশোধন করিয়াছেন। ঋণ সাধারণতঃ দুঃখের হইলেও তাঁহার শ্রীচরণোপান্তে সানন্দে চিরঋণে আবদ্ধ রহিলাম। ইতি।

নাটোর।
তারিখ ১০ই আষাঢ়। ১৩০৯।

প্রকাশক
শ্রীদুর্গানন্দ সান্ন্যাল।
(হেডমাষ্টার, নাটোর মহারাজ হাইস্কুল।)

শ্রীশ্রীশঃ।

শকাব্দাঃ ১৮২১।

এতচ্ছকাব্দীয়সৌরচৈত্রস্য ষষ্ঠদিবসীয়-
মেতদুপাধিপ্রদানপত্রং॥

অদ্য খলু বোয়ালিয়াধর্ম্মসভায়ামুপস্থিতৈর্নানা দিদ্দেগশেভ্যঃ সমাগতৈঃ ব্রাহ্মণপণ্ডিতৈঃ স্বধর্ম্মানুরাগিণঃ সুপ্রতিষ্ঠিতস্য বাগছি-বংশাবতংসস্য শ্রীমতোরামজয়দেবশর্ম্মণোঽশেষকবিত্ববিকাশক-সঙ্গীত নিচয়শ্রবণেন নিরতিশয়মাপ্যায়িতৈরস্মাভিঃ সসন্তোষচেতসাতস্মৈ "কবিরত্ন" ইত্যুপাধিঃ প্রদত্তঃ॥

শ্রীদেবীদাস চূড়ামণিভিঃ
ইছাপুরা ঢাকা।
শ্রীশিবচন্দ্র সার্ব্বভৌমৈঃ
ভাটপাড়া।
শ্রীবীরেশ্বর শর্ম্মতর্করত্নৈঃ
পাংশা।
শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মন্যায়রত্নৈঃ
কলিকাতা।
শ্রীতারকচন্দ্র শর্ম্ম সাংখ্যসাগরৈঃ
ধলছত্র ঢাকা।
শ্রীঅঘোরনাথ শিরোরত্নৈঃ
ভাগলপুর।
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র শর্ম্ম তর্করত্নৈঃ
পুঠিয়া।
শ্রীগিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যৈঃ
স্মৃতিতীর্থোপাধিক-
শ্রীকৃষ্ণকুমার দেবশর্ম্মভিঃ।
কাশীমপুর।
শ্রীকেশবচন্দ্র;দেবশর্ম্মভিঃ
বোয়ালিয়া।

শ্রীহরিশচন্দ্র শিরোমণিভিঃ
বোয়ালিয়া।
তর্করত্নোপাধিকৈঃ
শ্রীরামতনুদেবশর্ম্মভিঃ ঐ
শ্রীনীলকণ্ঠ স্মৃতিরত্নৈঃ
অগ্রদ্বীপ।
শ্রীরাজকৃষ্ণ চূড়ামণিভিঃ ঐ
স্মৃতিকণ্ঠোপাধিকৈঃ
শ্রীঅভয়াকান্ত দেবশর্ম্মভিঃ
মথুরা পাবনা।
শ্রীহরনাথ বিদ্যারত্নৈঃ
কলম।
শ্রীঅম্বিকাচরণ কাব্যতীর্থৈঃ
ফরিদপুর।
বেদান্তবাগীশোপনামক
শ্রীকৃষ্ণদাস শর্ম্মভিঃ
কালীঘাট।
৺কাশীস্থৈঃ
শ্রীতারকব্রহ্মানন্দ বেদান্তসাগরৈঃ
শ্রীহরিদাস শর্ম্ম বিদ্যারত্নৈঃ।
বোয়ালিয়া।

সূচীপত্র।

বিষয়।	গীত নং।	পৃষ্ঠা।

দয়া।

সামাজিক। নগর।

বিবিধ। কুঠির পুণ্যাহ।

শেষ আশা।

বাটীর কর্ত্তার মৃত্যু দর্শনে।

শঙ্করাচার্য্য-কৃত শঙ্করস্তোত্রের পদ্যানুবাদ।

নূতন ও পুরাতনের গুণাগুণ।

জীবের কর্ম্মফল।

হরিভক্ত।

বিদায়।

(বর্ণমালানুসারে)

ক্রোড়পত্রের সূচী।

শুদ্ধিপত্র।

নং	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	১	ভবানী	বৈষ্ণবী
ঐ	১১	বক্ষ	কণ্ঠ
১১	৫	নির্দয়	নিদয়া
২০	২০	আছে	ধরে
৩৬	৬	পুত্রেও	কলত্রে
৫৮ ৩য় অন্তরার শেষ		কাটা	ফাটা
ঐ চর্থ অন্তরার শেষ		মোখ্‌স	মোক্ষ
২য় পরিশিষ্ট ২৩ পৃষ্ঠা।		জানে না	জাগে না
শুচিপত্র ।৶০ 'দ'র		দয়া ছিল যে,	দয়া দিল যে

ব. সা. প. পু.
সং ৭৭৬
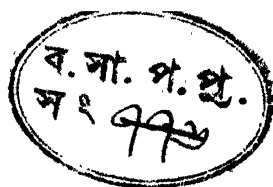
সঙ্গীত-কুসুম।

১নং।

রাগিণী ললিত।—তাল ঝাপতাল।

("অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলা ক্রিয়া") দাশরথি।

গণেশ ! দিনেশ-সুত-দূত-ভয়ে রক্ষা কর,
(ওহে) খর্ব্ব অঙ্গ স্থূল তনু গজানন লম্বোদর ! ॥ ১
তুমি প্রণব স্বরূপ, বিধি-বিষ্ণু-হররূপ,
চতুর্ভুজে বিশ্বরূপ, বর্ণে বিধি, শিরে হর ॥ ২
স্মরহর হরসুত, বিঘ্নহর হর, সুত—
ভীতি দিনকর-সুত-কৃতান্ত-কিঙ্কর-কর ॥ ৩
হেরম্ব হর-নন্দন, বিধি-বাসব-বন্দন,
কাতরে করে ক্রন্দন, রামের ত্রিতাপ হর ॥ ৪
(কিম্বা) তার রামে বিঘ্নহর ! ॥ ৪

২নং।

রাগিণী ললিত ঝিঁঝিট।—তাল ঝাপতাল।

("বলে গেলিনা বলে রে ভাই") দাশরথি।

সারদা সাবিত্রী সতী ব্রহ্মাণী ভবানী বাণী।
ভবরাণী বেদের বাণী তত্ত্ব তব নাহি জানি ॥ ১
তনুকান্তি সিতা তব শ্বেতহংস-সংস্থিতা,
পুরাণে কেহ কহে ব্রাহ্মী কেহবা বিষ্ণুবনিতা,
শ্বেতপদ্মাসীনা স্মিতাননা বীণাপাণি। ২
ও মা! তব স্তনদ্বয়, সঙ্গীতসাহিত্যময়,
পানে রত যারা, তারা বিদিত ধরণী ॥
সঙ্গীত-স্তনের রস যে জন করে মা! পান,
প্রথমে সে তৃপ্ত তার হরে মা! মানস প্রাণ,
সাহিত্য-স্তন-পানে সুধা ক্ষরে আপনি ॥ ৩
(তব) বাস বিষ্ণু-বক্ষস্থলে, তবু হরিপ্রিয়া বলে,
সপত্নী রমারে, তাই কি হয়ে দুখিনী ॥
তব সুত রমাসুতে সেবিছে জীবিকা তরে,
সে দুঃখ বারিতে কি মা! বীণা লয়ে নিজ করে,
কর বাদ্য; কেন রামে বাম জননি! ॥ ৪

৩নং।

রাগিণী বিভাস।—তাল একতালা বা আড়াখেম্‌টা।

("বলি তোরে ধন নিতে আসি নাই এ দ্বারকাপুরে") মধুকাণ।

হরি মোরে কৃপা করে এ সংসারে করো তারণ।
আজন্ম অধর্ম্ম-পথে করেছি সদা বিচরণ ॥

পরীক্ষিতে বাঁচাইলে, অজামিলে উদ্ধারিলে,
গোপকুলে নিস্তারিলে,
ক’রে গিরি করে ধারণ ॥ ১
মীনরূপ ধরি তুমি বেদ উদ্ধারিলে, (হরি)
কূর্ম্মরূপ ক’রে ধারণ ধরারে ধরিলে, (হরি)
দশনে তুলিলে ধরা বরাহের রূপে, (হরি)
বধিলে বাসবরিপু হিরণ্যাক্ষ ভূপে, (হরি)
দলিলে অনুজে তারি, নরসিংহ-রূপ ধরি,
বামন-রূপেতে হরি! বলিরে করেছ ছলন। ২
ভৃগুরাম-রূপে বধ ক্ষত্র নরপতি, (হরি)
রঘুরাম অবতারে নাশ রক্ষপতি, (হরি)
হলধারী রাম-রূপে প্রলম্বে সংহার, (হরি)
হয়েছ বেদ-বিরোধী বুদ্ধ-অবতার, (হরি)
ভবিষ্যৎ অবতারে, জন্মি সম্ভল নগরে,
কল্কিনামে অসি করে, ম্লেচ্ছকুল করিবে নিধন। ৩
পরব্রহ্ম নির্ব্বিকার তুমি নিরাকার, (হরি)
জীব-হিত হেতু কর আকার স্বীকার, (হরি)
বর্ণিতে মহিমা তব ব্যাসের রসনা (হরি)
অক্ষম, ত্রিদোষ * ক্ষমা করেছেন প্রার্থনা, (হরি)

---

* রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতং
স্তুত্যানির্ব্বচনিয়তাঽখিলগুরোর্দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্ ॥

ব্যাসদেব কহিলেন—

১। রূপ নাহি আছে তব তুমি নিরাকার,
ধ্যানে কিন্তু বর্ণিয়াছি আকার তোমার;

সর্ব্বব্যাপী বট আছ দশাঙ্গুল হৃদে, (হরি)
আগম কি কবে অন্ত নাহি পায় বেদে, (হরি)
দ্বিজবন্ধু রামজয় পামর পাষণ্ডে, (হরি)
দীনবন্ধু! মুক্ত করো অন্তে যমদণ্ডে, (হরি)
বাড়াতে ধর্ম্মের মান, সাধুরে করিতে ত্রাণ,
বধি দুরাচার প্রাণ, ভূভার করিছ হরণ ॥ ৪

৪নং।

রাগিণী ঝিঝিট।—তাল তেওট।

("লম্পট নিরদয় হরি দয়াময় বলে তোমায় কোন গুণে") গোবিন্দ অধিকারী।

হরি দয়াময়! হবে দয়া কি আমায় শঙ্কা হয় মনে।
জানি যখন হে নির্গুণ! হয়েছ স্বগুণ,
তোমার গুণ শুনে প্রবোধ পাই হে কেমনে॥

২। বাক্যের অতীত তুমি নাহি তব সীমা,
স্তবে কিন্তু বর্ণিয়াছি তোমার মহিমা;
৩। সর্ব্বত্র সর্ব্বদা তুমি আছ সমভাবে,
অমান্য করেছি তাহা তীর্থের প্রস্তাবে;
করেছি এ তিন দোষ আমি মূঢ়মতি,
ক্ষমা কর জগদীশ অখিলের পতি!
(পঞ্চামৃত)

অদিতি তপস্থায়, পেয়ে পুত্র তোমায়,
পালিল অতি যতনে।
কিবা অপরূপ ধরি বামনরূপ,
ত্যজি মায় বিশ্বরূপ! শুন কই স্বরূপ,
ফিরে না এলে, গেলে বলি দমনে ॥ ১
ভৃগুরাম-অবতারে, বধিলে স্বমাতারে,
কুঠারে কঠোর প্রাণে।
রাম-অবতারে, সতী সীতারে,
শ্রীরূপিণী বনিতারে; বল কোন বিচারে,
আহা! কি দোষে ত্যজ অনুজ লক্ষ্মণে ॥ ২
(আরো) দেখ হে দ্বাপরে জন্মিলে মধুপুরে,
জনক জননী বন্ধনে—
রয় হে কারায়, পাষাণ চাপা কায়,
হায় দুখ বলিব কায়, হে নীরদ-কায়!
তুমি সুখী কায়, করেছ কোন জননে ॥ ৩
ওহে শ্রীরাধার প্রাণাধার, দুখানলে রাধার,
নন্দ-যশোদার জীবনে—
করিয়া দাহন, গেলে মধুবন,
বলি তাই জীবের জীবন, রাম ত্যজিলে জীবন,
নিদয় না হ'য়ে, স্থান দিও শ্রীচরণে ॥ ৪

৫নং।

রাগিণী জঙ্গলা।—তাল একতালা।

(" হরি যদি ভয়হারী তবে আর কারে ভয় করি মা ") বক্রেশ্বর পাইনের যাত্রার দলে।

জঠর-যাতনা হরিও হর আর সহেনা ॥

কৃমি (১) জলজ (২) স্থাবর (৩) পশু (৪)
বিহঙ্গ (৫) বানর হয়েছি কুনর।
চৌরাশীতি লক্ষ পরে, জনমি দ্বিজের ঘরে।
করি কত পাপ প্রতারণা। তাই গতি দেখি না।
না তারিলে পাপাত্মারে পুন পাব যাতনা।
তার হরি! কৃপা করি নৈলে ত্রাণ পাব না।১

উদ্ধার বিপন্ন জনে, পুড়ি সংসার-কাননে, পাপ-আগুনে।
তনু-তরু দাবানলে, গুমরি মরম জ্বলে,
পতিতের পূরাও পার্থনা।
যেন করি ভজনা, ত্যজে বিষয়-বাসনা,
যেন করি ভজনা। হর হরি! আনাগোনা
রামের শেষ বাসনা ॥

---

(১) কৃমিজ এগার লক্ষ। (২) জলজ নব লক্ষ। (৩) স্থাবর বিংশ লক্ষ। (৪) পশুজ নব লক্ষ। (৫) বিহঙ্গজ ত্রিংশ লক্ষ। (৬) বানরজ পঞ্চ লক্ষ।

৬নং।

রাগিণী বেহাগ।—তাল যৎ।

স্থাপিত বিগ্রহদিগের নবগৃহ প্রবেশোপলক্ষে।

কামনা কর হে পূর্ণ পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্!
দীনের কুটীরে হও কৃপা করি অধিষ্ঠান॥ ১
বহু যত্নে বহু দিনে করিলাম নিরমাণ,
এ বিষ্ণুমন্দিরে বিভো! রও চির-বিরাজমান॥ ২
গণপতি নারায়ণ, রাধাকৃষ্ণ শ্রীগোপাল,
মঙ্গলচণ্ডিকা মাতা, লিঙ্গরূপী মহাকাল॥ ৩
পুত্রেরে সুমতি দিয়া সপুত্র রাখ জীবিত,
রবে সেবা পূজা ভোগ চিরস্থির সুনিশ্চিত। ৪
দেবীপক্ষ দ্বিতীয়ায় তেরশত আটসনে,
নবগৃহে আগমন স্মৃতি যেন জাগে মনে॥ ৫
তোমার রচিত বিশ্ব বিশ্বাগার! বিশ্বরূপ!
মাটির কুটীরে রাখি ভ্রান্তি মম অপরূপ।৬
বৈকুণ্ঠ গোলোক আদি যুত আছে বিদ্যমান,
তাহ'তে ভক্তের হৃদি শুনি তব প্রিয়স্থান। ৭
সেবায় নিঃশেষ হয় জীবনের শেষ ভাগ।
শ্রীপদে অভক্ত রাম চায় চির অনুরাগ। ৮

৭নং।

রাগিণী ললিত বিভাস।—তাল ঠুংরি।

মনহরশাহী স্থরে।

("নব-জলধর-তনু, স্থির-বিজলী-ভানু, পীত বসনাবলি তায়") অনন্তদাস।
বৈষ্ণব কবি।

তোমারি সৃজিত বিশ্ব, (রজোগুণে বিধিরূপে)
পালন করিছ তুমি, সত্ত্বগুণে বিভু বিশ্বাধার ! । (হরি হে)
পুনঃ সে প্রলয়জলে, (এই কল্পান্তর কালে)
তমোগুণে এ সকলে, কালরূপে করিবে সংহার ॥১ (হরি হে)
(এই বিশ্ব চরাচর')
কিন্তু তুমি নির্ব্বিকার, প্রমাণ কি কব তার,
ব্রজ ছেড়ে গেলে মথুরায়। (হরি হে)
(অক্রুরের সাথে রথে)
কাঁদিল গোপিকা দলে, (তাদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া হায়)
রথ অগ্রে ধরাতলে, (সে রোদনে গিরি গলে)
ফিরে না চাহিলে যদুরায় ॥ ২ (হরি হে)
আবার প্রভাসকূলে, (ভূভার হরণ হেতু)
বিনাশিলে স্বীয় কুলে,
মায়া করি ব্রহ্মশাপচ্ছলে। (হরি হে)
আপনা কলহে ধ্বংস, (শরবন শরাঘাতে) (হরি হে)
হইল বিপুল বংশ,
নেত্র তব না তিতিল জলে ॥ ৩ (হরি হে)
(যা দেখি পাষাণ গলে)

খেলা'তে নিপুণ দড় (কত খেলা খেল হরি)
কভু ভাঙ কভু গড়, (তুমি কত খেলা জান হরি,)
কত কাল কালান্তর ধরি। (হরি হে)
চৌরাশীতি লক্ষবার,* (স্থাবরাদি নররূপে)
খেলা দেখিলে আমার,
ক্লান্ত রামে করহে প্রহরী॥ ৪ (হরি হে)
(আর পারি না খেলাতে হরি)
(তুমি ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু)
(পতিতপাবন বট)

---

* স্থাবরা বিংশলক্ষঞ্চ জলজা নবলক্ষকাঃ।
কৃমিজা রুদ্রলক্ষঞ্চ পঞ্চলক্ষঞ্চ বানরাঃ।
পশুজা নবলক্ষঞ্চ ত্রিংশল্লক্ষঞ্চ পক্ষিণঃ।
তত্রৈব মানবং জন্ম কুৎসিতাদৌ দ্বিলক্ষকে।
শূদ্রাদীনাং শতং প্রাপ্য ব্রাহ্মণস্তদনন্তরং।
উত্তমং চোত্তমং প্রাপ্য চাত্মানং যো ন তারয়েৎ।
স এব আত্মঘাতী স্যাৎ পুনর্যাস্যতি যাতনাং॥
সলিলজ নব লক্ষ বিংশতি লক্ষ স্থাবর।
কৃমিজ এগার লক্ষ পঞ্চ লক্ষ সে বানর।
পশুযোনি নবলক্ষ ত্রিংশ লক্ষ বিহঙ্গম।
তৎপরে মানব জন্ম দ্বিলক্ষ আদি অধম।
শূদ্রাদি শতেক জন্ম ব্রাহ্মণ তদনন্তর।
পাইয়া মানব জন্ম উত্তম উত্তমতর
না করে যে জন যত্নে তারণ স্বীয় আত্মায়।
আত্মঘাতী সেই জন পায় পুনঃ যাতনায়॥

৮নং।

রাগিণী পরজ বাহার।—তাল তেতালা (ঠেশ কাওয়ালি)

("গঙ্গাতে কি পায়") মধুকাণ।

(ভজে) পাঁচ ভাবে তোমায়,
গোস্বামীর শাস্ত্রেতে কয়,
শান্ত, দাস্য, সখ্য, আর বাৎসল্য মধুময়।
নাহি সে তপস্যাবল, কেমনে শান্তি-বৎসল,
ভাবেতে ভজিব বল, হরি হে আমায় ॥ ১
শুনেছি ব্রজমণ্ডলে, রাখাল সকলে,
খেতে খেতে মিঠে পেলে দেয় এঁটো ফলে,
দাস কি তা পারে দিতে, স্মরণে ভয় হয় চিতে,
সখ্য ভাবেতে ভজিতে, না দেখি উপায় ॥ ২
প্রাণনাথ প্রাণবন্ধু বলে গোপিনী,
আত্মদান করেছেন সবে পুরাণে শুনি,
রাম সে পুরুষ হয়ে, কেমনে হইবে মেয়ে,
সেবিবে সে দাস হ'য়ে, হরি! তব পায় ॥ ১

৯নং ।

স্থাপিত বিগ্রহদিগের নবগৃহ প্রবেশোপলক্ষে।

রাগিণী ললিত বিভাস।—তাল ঠুংরি।

মনোহরশাহী সুরে।

("নব-জলধর-তনু, স্থির-বিজলী-ভানু, পীতি বসনাবলি তায়") অনন্তদাস বৈষ্ণব কবি।

আমিই তোমার দেব, কি দিব তোমায় আমি,
তোমার রচিত বিশ্বাগার। হরি হে!
(তুমি! এ বিশ্বের স্বামী)
বেদে বলে বিশ্বরূপ, বিশ্ব তব লোমকূপ,
(অন্ত পায় না, আগম নিগম, বিধি হর পুরন্দর)
চতুর্দ্দশ ভুবন তোমার ॥ হরি হে! ১
পিতাসনে পুত্র রণ, পুত্রের যে উপার্জ্জন,
সে সকল হয় ত পিতার। হরি হে!
যাহা কিছু প্রয়োজন, গেহ বিত্ত ধন জন,
দিয়াছ এ সকলি তোমার ॥ হরি হে! ২
(করুণা করিয়া মোরে,)
আমি অতি মূঢ়মতি, মাটির মণ্ডপে স্থিতি,
করি, মনে করি অহঙ্কার। হরি হে!
জানি এ মেদিনীময়, গেহ তব যোগ্য নয়,
(বৈকুণ্ঠ গোলোক বিনা)
নাশ মম মনের বিকার ॥ হরি হে! ৩

(তুমি পতিতপাবন বট)
(আমিত পতিত অতি)
আমি ভক্তি-হীন দীন, শুনি তুমি ভক্তাধীন,
ভক্তি বলে দিলে খাও বিষ। হরি হে!
(আমি পুরাণ প্রসঙ্গে শুনি)
এই ক্ষুদ্র নিকেতন, পদে করি অরপণ,
ইথে বাস কর জগদীশ ॥ হরি হে! ৪
(শ্রদ্ধায় সঁপিনু পদে)
বাঞ্ছা এক বিনিময়, দিতে হবে দয়াময়,
(যেমন দিতিসুতে দিয়াছিলে)
শমনে জীবন যবে লবে। হরি হে!
(দিন গেলে অন্তকালে)
বিষম যাতনাময়, নিরয়ে করিয়া ত্রাণ,
(কুম্ভীপাক রৌরবাদি)
পদাম্বুজে স্থান দিতে হবে ॥ হরি হে! ৫
(দান লয়ে পদ যেমন দৈত্যরাজে দিয়াছিলে)
(রাম কাতরে কাঁদিয়া কয়)

১০নং।

রাগিণী বেহাগ বা ললিত গেয়।

শ্রী—বাস শ্রীবৎস, শ্রীশ শ্রীধর শ্রীকান্ত,
রা—খ রৌরবের ত্রাসে, নিবার কৃতান্ত ॥ ১
ম—ন্দ মতি আমি অতি শ্রীপদে জানাই।
জ—ঠর যাতনা মম সম্বর কানাই ॥ ২
য—যাতির সম কেন বাসনা বাড়িছে।
বা—র বার কৃতান্তের কিঙ্কর হাঁকিছে ॥ ৩
গ—তি-হীন জনে গতি দেও গদাধর।
ছি—ন্ন করি পাশ তার সংসার-সাগর ॥ ৪
র—মাপতি এ মিনতি চরণে তোমার।
জ—ন্ম হর যেন আর না আসি সংসার ॥ ৫
ঠ—কিলাম, এ দুর্ল্লভ জনমে এবার।
র—হিলাম ভুলে তোমা পাইয়ে সংসার ॥ ৬
যা—হবার হইয়াছে চারা নাই আর।
ত—রাও ক্ষমিয়া মোরে ভব-পারাবার ॥ ৭
না—করি প্রসঙ্গ তব শ্রবণে শ্রবণ।
হ—র ভীতি-কর গতি শমনদমন! ॥ ৮
র—মেশ! রাখিও পদে রাম পাপাশয়ে।
হে—রি না ভুগি না যেন ভীষণ নিরয়ে ॥
না—না মত নরকের যাতনা শুনিয়া।
থ—র থর কলেবর ভয়াকুল হিয়া ॥ ১০

১১নং।

কাশীতে স্বপূজিত দেবী সন্নিধানে।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ।—তাল কাওয়ালি।

("ভাল পাগলিনী সেজেছ গিরিবালা") অহিভূষণ।

(পুন) দীন-বাসে এস ত্রিনয়নি,
ত্রিজগতপালিনি!
সকলি ত দিয়াছিলে,
শেষে সব ফিরে নিলে
দেখাতে নিদয় হলে,
পদ দুখানি।
(মম) গেহ অন্ধকার, ধ্বনি হাহাকার,
করে শিবা শুনগণে সঘনে চিৎকার,
হৃদয়ের জ্বালা মান্সা,
নিভাও মা গিরিবালা,
দিও না মত্র আর জ্বালা,
জ্বালাবারিণি ॥১
(ওমা) ও পদকমলে, জবা-গঙ্গাজলে,
বিল্বদল ফলে কি মা পূজি বিফলে,
এবার মানসে পূজে,
সিদ্ধি লব দশভুজে,
বলি দিব কাম অজে,
সাধ জননি ॥২
(তব) রাতুল চরণ, পেলাম দরশন,
বিশ্বেশ অন্নদা আর আনন্দ-কানন,

দয়া করি আরবার,
এস মা! অধমাগার,
অসীম দয়া তোমার,
তনয়ে জানি ॥৩
(শুনি) স্মরিলে তোমায়, সবে শান্তি পায়,
দাসের দুর্গতি কেন নিবেদি ও পায়,
হর রমা হর উমা,
রামের ত্রিতাপ ও মা,
ত্রিতাপনাশিনী শ্যামা,
গতি-দায়িনি ॥৪

শিব রূপ।

১২নং।

রাগিণী বেহাগ।—তাল কাওয়ালী।

("আশা-বাসা ঘোর তুমনাশা বামা কেরে") ৺কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

হের মন হররূপ মনোহর রে ॥
কান্তি কুমদ-কুন্দ-রজত-ভূধর রে ॥
সাধক-সাধন-সম্পদ, ভক্ত-জন-মুক্তিপ্রদ,
রক্ত কোকনদ পদ, নখে শশধর রে ॥ ১
বেদে বলে দিগম্বর, পরিধান বাঘাম্বর,
ত্রিশূল ডমরু বর, আর, অভয় কর রে। ২
শোভে স্থকণ্ঠে গরল, ললাটে ইন্দু অনল,
শিরে ফণী, ঢল ঢল নয়ন সুন্দর রে ॥ ৩
জটামাঝে সুরধুনী, করে কুলু কুলু ধ্বনি,
আসন্ন মরণ গণি রাম হরে স্মর রে ॥ ৪

হরিহর রূপ।

১৩নং।

রাগিণী বিভাস।—তাল ঝাপতাল।

("যে কোকিলে, বসে তমালে"—র

অথবা—"হের হে কুঞ্জে, কি সুখ ভুঞ্জে"—র সুরে)মধুকাণ।

হের হরিহর-রূপ মনোহর, হৃদয়-কন্দর-মাঝে একবার।
মূর্ত্তিমাত্র ভেদ; উভয়ে অভেদ, গুণ-ভেদে করে পালন সংহার॥
রক্ত কোকনদ জিনি এক পদ, ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাঙ্কিত পদ আর;—
(যুগল পদ জীবের সুখমোক্ষপ্রদ),—
অর্দ্ধ রজতাভ, অর্দ্ধ নীরদনিভ, অঙ্গদ্যুতি অতি চারু সুষমার;—
আধ অস্থিমালা দোলে, বনমালা আধ গলে, শ্রীবৎসাঙ্ক হৃদিমূলে,
ভৃগুপদ আধ হৃদি অলঙ্কার॥ ১ ॥
শ্বেত ভুজদ্বয়ে, ত্রিশূল ডমরু, কৃষ্ণ-করে, শঙ্খ চক্র ক্ষুরধার,—
(ভীতি-প্রীতি একাধারে বিরাজ করে),—
আধকণ্ঠে বিষ, জ্বলে অহর্নিশ, আধকণ্ঠে মণি উজল বিভার,—
শ্রবণে ধুতূরা ফুল, কুণ্ডল কান্তি অতুল, শোভে আন শ্রুতিমূল,
মুখ অর্দ্ধ মুক্ত শশাঙ্ক আকার॥ ২ ॥
অর্দ্ধভালে শোভে আঁখি আধ ইন্দু,
চন্দনের বিন্দু আধ ভালে আর;—
(রাম রে! রূপ হের জ্ঞান-নেত্রে নিত্য নিরন্তর)
দক্ষ বিরূপাক্ষ, বাম কমলাক্ষ,
জীবের জন্ম মোক্ষ কটাক্ষে যাহার,—
আধ শিরে জটাজূট, আধে কুন্তলকূট, করে তায় অস্ফুট
ধ্বনি সুরধুনী ফণী অনিবার॥ ৩ ॥

১৪নং।

রাস।

রাগিণী ললিত বিভাস—তাল ঠুংরী। মনোহরসাহী।

(নবজলধর তনু, স্থির বিজলী তনু—সুরে) বৈষ্ণবকবি অনন্তদাস।

শ্রীরাস-মণ্ডল-মাঝে, (সহ রাধা রাসেশ্বরী)
নাচ হে রাসবিহারী!
রঙ্গিণী সঙ্গিনীগণ সনে। (কৃষ্ণ হে) (ললিতা বিশাখা আদি)
বন উপবন যত, (মধুময় বৃন্দাবনে)
কৌমুদী কৌমুদী-পাতে,
উজলিত রজত কিরণে॥ ১ (মরিরে), (হাসিছে প্রকৃতি সতী)
(রজত বসন পরি), (গোপাঙ্গনা-নৃত্য হেরে) ॥ ১
নাচ দেখি একবার, (ওহে শ্যাম নটবর রসিকেন্দ্রচূড়ামণি !)
নাচা'তেছ বার বার,
চৌরাশীতি লক্ষবার জীবে। (হরি হে) (স্থাবরাদি নররূপে)—
(আর কত নাচাইবে) ;—
নাচিলে ত্রিযুগ ভরি,(নাচা'লেও নানাজনে, বলি-গয়-ধ্রুব-আদি),
বামনাদি-রূপ ধরি,
কৃষ্ণরূপে কত বা নাচিবে॥ ২ (হরি হে), (ত্রিপুর ব্যাপিয়া হায়),
(ব্রজ মধু দ্বারাবতী) ॥ ২
(আজ) নাচিছে গোপিনীদলে,— (তোমার প্রীতির তরে),
(শুধু তব প্রীতি হেতু)
বেড়ি তোমা কুতূহলে,
ঠমকি ঠমকি পাদচালে;—(মরিরে), (ব্রজগোপী-মণ্ডলে),
(নিতম্ব দোলাইয়া) (পীন পয়োধর) ;—

কটিতে কিঙ্কিণী সাজে, (গুরু নিতম্ব বেড়ি')
চরণে নূপুর বাজে—
রুণু রুণু ঝুমু ঝুমু তালে ॥ ৩ (মরি রে), (বাজে নূপুর কিঙ্কিণী),
(কিবা ঘুঙ্গুরের শিঞ্জিনী) ॥ ৩

নাচিলেন নটবর, (শ্রীগোপী-মণ্ডল-মাঝে)—
বিধি হর পুরন্দর, (রাসেশ্বরী-অংস ধরি)
দেখিতে এলেন বৃন্দাবনে ;—(মরি রে), (নটবর-নর্ত্তন),
(স্বীয় স্বীয় শক্তি সহ) ;—
নৃত্য হেরি মনোহর, নাচে ইন্দ্র বিধি হর,
প্রেমানন্দে নটবর সনে ॥ ৪ (মরি রে), (বলে ধন্য হইলাম),
(বলে ইন্দ্র বিধি হর ধন্য হইলাম),
(নাচে আর বলে মোরা ধন্য হইলাম),
(নটবর-নৃত্য হেরে ধন্য হইলাম) ॥ ৪

যুগল মিলন হেরি, (শ্রীরাধাগোবিন্দের)
সখীগণ নাচে বেড়ী,
মনানন্দে মগ্ন মধু-রসে।

বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস,
দাস রামজয় আশ,—
দাসী হয়ে হেরে নিত্য রাসে ॥ ৫

(প্রিয়সখী অনুগা)
(শ্রীরাধিকার প্রিয়সখী অনুগা)
(নিত্য লীলাধাম ব্রজে)—
(হৃদি-বৃন্দাবন-মাঝে)—

(ডুবে প্রেমানন্দ-রসে)—
(জ্ঞান-নেত্রে হেরে নিত্য রাসে ॥ ৫

(আশু) বেড়েছে বড় বাতিক, (জনকত ভাবুকের)—
ব্যাখ্যা করে আধ্যাত্মিক,
শ্রীরাস-মধুর-লীলারসে ;—(হায় রে) ;—
(দেয়) ব্যাসের কলমে হাত ; করি সবে প্রণিপাত,
হের রাস রসিকের রাসে ॥ ৬ (রাম রে),

১৫নং।

যমের প্রতি সাবিত্রী।

রাগিণী বিভাস—তাল তেওট।

("বড় সুমঙ্গল শুন কমলিনী") গোবিন্দ অধিকারী।

ক্ষান্ত হও হে কৃতান্ত ! নিতে প্রাণকান্ত।
(হায় হে) কর না চির-দুখিনীর সর্ব্বস্বান্ত ॥
পতির অন্ধ বাপ মায়ে, আকুল ক্ষুধা তৃষায়ে,
আছে আশাপথ চেয়ে, হবে তাদের প্রাণান্ত
(অনশনে) ॥ ১

পক্ষিশিশু বদ্ধনয়ন,
বাপ মা না দিলে ভোজন,
ঘটে তার মরণ যেমন,
সেই দশা বিনে কান্ত.
(হবে তাদের) ॥ ২

ধন্য রে সাবিত্রী সতী,
খণ্ডিল বিধি-নিয়তি,
ধর্ম্মপথে কর গতি,
ভ্রান্ত রাম তোর দিনান্ত
(চেয়ে দেখ) ॥ ৩

১৬নং।

আগমনী।

রাগিণী মঙ্গল বিভাস।—তাল তেওট।

("দাঁড়াও হরি এল প্যারী") মধুকান।

জাগ জননি! আন আমায়।
ডাকিছে শিয়রে বসি তনয়া তোমায় ॥
শুন মা নিবেদন, বিল্বমূলে বোধন,
করি গজবদন, পূজ মা ত্বরায় ॥ ২
হলেও পতি-সঙ্গ সতী-সুখজনক,
তবু সাধ হেরে জননী জনক,
জানায়ে জনকে, আন মা মেনকে!
দুখিনী কন্যাকে, ভুলে কি মা যায় ॥ ২
শারদ উৎসবে, মাতিছে সবে,
যারা না উৎসবে, গণি তায় শবে,
উঠ মা সত্বরে, পাঠাও পিতারে,
রাম বলে তারে, রেখো রাঙ্গা পায় ॥ ৩

১৭নং।

আগমনী।

রাগিণী ললিত ঝিঝিট।—তাল ঝাঁপতাল।

("বসিলেন মা হেমবরণী হেরম্বে লয়ে কোলে") ৺ দাশরথি।

বিঘ্নহর, স্মরি হর, ধামে যাও হে গিরিবর!
আনিতে প্রাণের উমা সহ গুহ লম্বোদর ॥
বিগত নিশার শেষে শিয়রে বসিয়া উমা,
বলে বৎসরান্তে কেন আন না আমায় ও মা,
হেরি সাধ জননী জনক জনক-নগর ॥ ১
(আমায়) কেঁদে বলিল ঈশানী,
একে মা তুমি পাষাণী, তায় শ্মশানবাসিনী বলে
আমায় অনাদর।
দেখিতে কি হয় না সাধ দুখিনী তনয়া তোর,
গুহ গণপতি নাতি রূপে নেত্রমনচোর,
ব'লে নয়নপুতলী মা হ'ল অন্তর ॥ ২
(উমা)পাদপদ্ম-মকরন্দ-পানে
রামের নাই আনন্দ, কিবা তার
ভাগ্য মন্দ, সে ত পামর।
বৃথায় শ্রবণ মন নয়ন রসনা তার,
দিনান্তেও দুর্গা বলে ডাকে না সে একবার,
শুনে না নাম, হেরে না রূপ, বৎসরান্তর ॥ ৩

১৮নং।

তীর্থ-সঙ্গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল কাওয়ালী।

("ও মা তুমি কার প্রাণপ্রতিমা") মতিলাল রায় কাব্যকণ্ঠ।

পদে প্রণাম করি হে বিশ্বেশ্বর!
গৌরী কেদার ঈশ্বর ॥

আহা অশক্ত বর্ণিতে মম এ পাপ আনন,
মরি যে দৃশ্য নেহারি এই আনন্দ-কানন,
ঢুণ্ডিরাজ বিঘ্নহর, সাক্ষী বড় গণেশ্বর, দণ্ডপাণি
অবিমুক্তেশ্বর রূপ মনোহর। অদূরে নন্দীরে,—
রাখি, হেম-মন্দিরে, তুমি রাজিছ বিশ্বেশ!
আন গেহে শনৈশ্চর ॥ ১

(হেরি) হেমধ্বজ উচ্চ চূড় গৃহে অন্নদায়,
উভে অগণন যাত্রিগণ দেখেন সদায়,
বিরাজেন অদ্যাপি শিব সে জ্ঞানবাপী,
যার পরশে পবিত্র নীর নাশে যম-ডর।
পূত মণিকর্ণিকায়, হেরে শিহরে হে কায়,
যথা জ্বলে চিতানলে শব যামিনী বাসর ॥ ২

(ওই) ধূতপাপা, সরস্বতী, গঙ্গা যমুনা,
আছে পঞ্চ গঙ্গা খ্যাতি সহকারে কিরণা,
হেথা পঞ্চ তীর্থ কয়, অসি, পঞ্চ গঙ্গায়,
দশ অশ্বমেধ, মণিকর্ণি আর বরুণা,—

আদি কেশব সুন্দর, বিন্দুমাধব মনোহর,
অসি-তীরে চারু জগন্নাথ নৃসিংহ সুন্দর,
কেদারঘাট আখ্যা, আদি মণিকর্ণিকা,
যথা শবদাহ করেন হরিশ্চন্দ্র নরেশ্বর ॥ ৩

আহা নিশিতে নেহারে যে জন নৃত্য আরতি।
হলেও পাষণ্ড পামর তব পদে হয় রতি,
হর হর ববম্ বম্, ধ্বনি শ্রুতি-মনোরম,
জয় গিরিজা-অধীশ শম্ভো শশাঙ্কশেখর।
জয় গঙ্গাধর হর, জয় শিব স্মরহর,
জয় দেব আদিদেব মহাদেব শঙ্কর ॥ ৪

হের পুষ্পদন্ত পাতালেশ চৌষট্টী যোগিনী,
বটুক বিশালাক্ষী মহাকাল-ভৈরব অগ্রণী,
সঙ্কটা বীরেশ্বর, দুর্গা তিল-ভাণ্ডেশ্বর,
কত দর্শনীয় দেব দেবী অসংখ্য গণি।
দাসের পূর মনস্কাম, পাই এই মোক্ষধাম,
দিও তারকব্রহ্ম নাম, যবে হবে দেহান্তর।
ভব! তব করুণায়, অন্তে মণিকর্ণিকায়,
যেন জ্বলে চিতানলে রামের পাপ কলেবর ॥ ৫

(১৩০৭ সাল। কার্ত্তিক।)

১৯নং।

তীর্থ-সঙ্গীত।

অযোধ্যা।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ।—তাল কাওয়ালি।

("ভাল পাগলিনী সেজেছ গিরিবালা") অহিভূষণ।

মরি কি মাধুরী হেরি অযোধ্যায়॥
অপরূপ রাম-কায়, দক্ষে লক্ষ্মণ ধানুকী,
বামে শোভে মা জানকী, মারুতি অরুণ-আঁখি,
প্রান্তে শোভা পায়॥ ১
জন্ম-নিকেতন, কনক-ভবন, দর্শনে বিষাদ-হর্ষ,
হৃদে হয় উদয়।
অযোধ্যার স্বর্গদ্বার, হেরে বহে অশ্রুধার,
আরংজেব-অত্যাচার, মসজিদমালায়॥ ২
চারি যুগ ধরি সরযূ! তোমারি,
অযোধ্যার পাদমূলে বহে পূত বারি,
তব কূলে বীর্য্যবান্, সূর্য্যকুল অবসান,
কাঁদে মা রামের প্রাণ, হেরিতে তোমায়॥ ৩

(১৩০৭ সাল। কার্ত্তিক।)

২০নং।

তীর্থ-সঙ্গীত।

নৈমিষারণ্য।

রাগিণী ললিত বিভাস।—তাল একতালা।

("শ্রীচরণে ভার একবার গা তোল হে অনন্ত") দাশরথি।

এত দিনে পাপ নয়নে, নিরখি নৈমিষারণ্য॥
চৌরাশীতি ক্রোশ বিস্তৃতি, পুণ্যময় ক্ষেত্র ধন্য॥
ললিতা দেবী খ্যাতা, পঞ্চ প্রাগে অগ্রগণ্য,
ললিতেশ্বর, নাগেশ্বর, মহাদেবের প্রাধান্য॥ ১
পুরাণে করিল্যাম শ্রবণ, চক্রতীর্থ-বিবরণ,
পশি পাতাল ভুবন, সুদর্শন চক্র মান্য।
সপ্ততল ভেদি জল, উঠি করে কুণ্ড পূর্ণ,
তার তীরে, সুমন্দিরে, ভূতেশ্বর আদিশূন্য॥ ২
দেব-হিতে ঋষিবর, দধীচি স্বকলেবর,
ত্যজে যথা সরোবর, দধীচি-কুণ্ড গণ্য।
সার্দ্ধত্রয় কোটি হয়, তীর্থ তায়, সমাকীর্ণ,
তার তীর, দধীচির সমাধির আছে চিহ্ন॥ ৩
গোমতী গঙ্গার মাঝে, ব্রহ্মারুদ্রাবর্ত্ত সাজে,
শঙ্কর তাহে বিরাজে, লিঙ্গরূপে অবতীর্ণ।
গঙ্গাজলে, শিব বলে, যত্নে দিলে, বিল্বপর্ণ,
হর-মাথে, পরশিতে, পত্র হয়, জলমগ্ন॥ ৪
আহা কি আনন্দবাজার, ঋষি অষ্টাশীতি হাজার,
সারস, হরিণ, কৃষ্ণসার, আম্রবণ কুশে পূর্ণ॥

তপোনিধি, ব্যাস-গদী, সূত-সমাধি, পলাশ অরণ্য।
হত্যা-হরণ, হের নয়ন, যাবে রাম রে মালিন্য ॥ ৫

(১৩০৭ সাল। কার্ত্তিক।)

২১নং।

তীর্থ-সঙ্গীত।

বিন্ধ্যাচল।

রাগিণী বিভাস।—তাল ঝাঁপতাল।

("তমাল পাশে কনকলতা হেরে নয়ন জুড়াল রে")

হের রে বিন্ধ্যবাসিনী বিন্ধ্যাচলে যোগমায়া।
হের বিন্ধ্যেশ্বর, সরস্বতী, কালী, কাল-জায়া ॥ ১
(হের) অচল-মূলে অচল-সুতা।
কালভৈরব-যুতা, শুন শিখরে, গিরিগহ্বরে,
সাধু-মুখে রামসীতা, সীতারাম শব্দ অবিরাম,
শুনে পূত কর কায়া ॥ ২
(হের) বিন্ধ্যপাদবিচারিণী,
গঙ্গা পতিতপাবনী,
অচলে কালী রামেশ্বর
হর, গিরিনির্ঝরিণী।
কর ত্রিকোণ, পরিক্রমণ,
ঘুচিবে রাম! ভব-মায়া ॥ ৩

সন ১৩০৭ সাল। কার্ত্তিক।

২২নং।

তীর্থ-সঙ্গীত।

চিত্রকূট।

রাগিণী বিভাস।—তাল কাওয়ালী।

("কিসে চলে বল হিমাচলে চল") দাশরথি।

হের চিত্রকূট গিরি মনোহর ॥
বিহরে লক্ষ্মণ সীতা সহ যথা রঘুবর ॥
মন্দাকিনী পূতভোয়া, পরশে পবিত্র হিয়া,
পর্ব্বত-পাদ ধুইয়া, প্রবাহিত নিরন্তর ॥ ১
চিত্রকূট-গিরি-গায়, "পর্ণাশ্রমে" রাম সীতায়,
যজ্ঞ-বেদি বিধাতায়, হেরে ধন্য হয় নর ॥ ২
আন কূটে অনসূয়া, গোদাবরী পুণ্যতোয়া,
হনূমান্-ধারা হেরিয়া, জুড়াও তাপিত অন্তর ॥ ৩
কামদানাথ প্রধান, দর্শনে কর প্রয়াণ,
পরিক্রমে পাবে ত্রাণ, রাম রে ভবসাগর ॥ ৪

সন ১৩০৭ সাল। কার্ত্তিক।

২৩নং।

তীর্থ-সঙ্গীত।

গয়াক্ষেত্র।

রাগিণী আলিয়া।—তাল আড়া।

("এই কি তোমার মনে ছিল দয়াময়—সুরে") মধুকাণ।

(তুমি) ধন্য গয়াসুর, দেব-দর্প করি চূর,
পাতি দিলা দেহ জীব-শিব হেতু শূর ! ॥
পদ রহিল চট্টলে, নাভি-কমল উৎকলে,
শির এই গয়াস্থলে, পিণ্ড পায় প্রচুর ॥ ১
কৃপা করি গদাধর, তোমারে দিয়াছেন বর,
গাবে সুরাসুর নর, এ খ্যাতি মধুর ;—
পদ দিলেন তব শিরে, হিন্দু ভারতবাসীরে,
পিণ্ড দিলে পদে শিরে; যম-যাতনা দূর ॥২
ফল্গুনদী গুপ্ততোয়া, গয়েশ্বরী মহামায়া,
অক্ষয় বটের ছায়া করে পাপ দূর ;—
প্রার্থনা পদে অনন্ত, "রামের হইলে দেহান্ত,
পিণ্ড নিতে মুক্তি দিতে, হ'ওনা নিঠুর ॥ ৩

সন ১২৭২ সাল। কার্ত্তিক।

২৪নং।

তীর্থ-সঙ্গীত।

প্রয়াগ।

রাগিণী আলিয়া।—তাল কাওয়ালী।

("আমি আছি মা তারিণি ঋণী তব পায়"—সুরে") দাশরথি।

আমি প্রণাম করি হে প্রয়াগ! তব পায়।
তীর্থরাজ শাস্ত্রে কয়,—শ্রীগঙ্গা যমুনা বাণী,
যুক্ত হেতু নাম ত্রিবেণী,
নীরে স্নানে পানে পাপী ত্রাণ পায়॥
পিণ্ডদানে পিতৃকুল পায় ত্রাণ,
বেণীমাধব দরশনে জুড়ায় তাপিত প্রাণ,
ধন্য তারা, হেরে যারা, ভক্তিমান্ ;—
দ্বাদশ বৎসর অন্তে কুম্ভ-স্নান ;—
মকরে সব সাধু মিলে, কল্পবাস করে তুলে,
দেখিলে পাপীর পাপ নাশ পায়॥ ১
ত্রেতাযুগে রাম ব্রহ্মসনাতন,
রক্ষো নাশি করে আসি ধন্য যেই নিকেতন,
সেই ঋষিরাজ-ভরদ্বাজ-ভুবন,
নিরখি পবিত্র নেত্র পাপ জীবন,
হেরি শেষ নাগেশ্বর, মহাদেব সোমেশ্বর,
যায়রে জনম জরা যাঁর কৃপায়॥ ২
তব ক্ষেত্রে করে যে শির মুণ্ডন,
এ ভব-বন্ধন যায় হয় কলুষ খণ্ডন,

অক্ষয় অক্ষয়বট পুরাতন ;—দরশনে ধন্য নয়ন মন ;—
প্রয়াগী পাণ্ডারা ভুলে, রবি-শশিধ্বজা তুলে',
ষড়জালে ফেলে' রামেরে জ্বালায় ॥ ৩

সন ১৩০০ সাল। মাঘ।

২৫নং।

তীর্থ-সঙ্গীত।

মথুরা।

রাগিণী বিভাস্।—তাল কাওয়ালী।

(মরি হায় হায় শুনে হাসি পায়—সুরে) দাশরথি।

সুখ-মোক্ষ-ধাম, হের মথুরায়।
যথা জন্মিলেন কৃষ্ণ যোগেশ্বর যদুরায় ॥
মধুদৈত্য মহাসুর, স্থাপিল এ মধুপুর,
দৈত্য-ক্ষত্র-নর-সুর, রাজিত ছিল হেথায় ॥ ১
ভগ্ন-দুর্গ-চিহ্ন আহা, অদ্যাপিও দেখা যায়,
গ্রথিত পাষাণে পুররাজ-পথ সমুদায় ;—
কংস কারাগারে বন্দী বসুদেব দেবকী,
চরণে শৃঙ্খল বক্ষে শিলা আর দেখিব কি,
দামোদরে উদরে ধরে হয় এত কি পাতকী,
স্মরিলে নয়ননীরে, হৃদয় ভাসিয়া যায় ॥ ২
কংস-বধ-অন্তে যথা, কৃষ্ণ করেন বিশ্রাম,
পুণ্যতোয়া কালিন্দীর তীরে বিশ্রামঘাট নাম ;—

ধ্রুবের তপস্যা-স্থান, ধ্রুবঘাট হের রাম,
ভূতেশ্বর মহাদেব, মথুরেশ অভিরাম,
সৌধ-শোভিত পুরী সুষমা কাশীর প্রায় ॥ ৩

সন ১৩০০। মাঘ।

২৬নং।

তীর্থ-সঙ্গীত।

বৃন্দাবন।

রাগিণী ললিত ঝিঝিট।—তাল ঝাঁপতাল।

নেহারি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীবৃন্দাবনবিহারী।
কি শোভা যুগলরূপ মুনির মানসহারী।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ, গোপিকা-মনোমোহন,
নবীন-নীরদ-চারুকান্তি মদনমোহন,
নিধু-নিকুঞ্জকানন শোভা বলিহারি ॥ ১
কাত্যায়নী গোপেশ্বর, বৃন্দারণ্য-অধীশ্বর,
সতী-কেশ-পাতে নাম কেশীঘাট তারি ;—
বিল্ব কাম্য ভাণ্ডিরাদি, দেখরে দ্বাদশ বন,
অগ্রবণ আদি আর, হের বারো উপবন,
পূতকালিন্দীর কালবারি কালবারি ॥ ২
কর গিরি-গোবর্দ্ধন, প্রদক্ষিণ নিরীক্ষণ,
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড নীলিমবারি ;—

শ্রীকৃষ্ণের নানা লীলাস্থান আদি বংশীবট,
শ্রীমতীর পিতৃপতি-বাস বর্ষাণ যাবট,
হেরে গোকুল হয় প্রাণাকুল, বয় আঁখি-বারি ॥ ৩
পূতনা-পতন-স্থান, নিরখি ত্রাসিত প্রাণ,
নন্দগেহ বিদ্যমান, দুর্গ উপরি ;—
দধি-মন্থনের স্তম্ভ; হেরিনু পাষাণময়,
গোকুলবাসিনী নারী, বাৎসল্য-ভরা হৃদয়,
(হবে) পুলিনরজে, বিলীন রাম, দেহ কি তোমারি ॥ ৪

সন ১৩০০ সাল। মাঘ।

২৭নং।

জয়পুর।

রাগিণী বিভাস।—তাল কাওয়ালী।

(কিসে চলে বল হিমাচলে চল—সুরে) দাশরথি।

জিনি ইন্দ্রপুর মরতে জয়পুর।
স্থাপিলা পূরবে যাহা জয়সিংহ মহাশূর ॥
গোপীনাথ শ্রীগোবিন্দ, প্রদানে পদারবিন্দ,
করেছেন চিরানন্দ নিরানন্দ গেছে দূর ॥ ১
লোহিতাভ সৌধমালা, দুর্গগড় অশ্বশালা,
রাজাগার বন্দীশালা, মানব-গরব-চূর ॥ ২

সন ১৩০০ সাল। মাঘ।

২৮নং।

তীর্থ-সঙ্গীত।

পুষ্কর।

রাগিণী বিভাস।—তাল কাওয়ালী।

(কিসে চলে বল হিমাচলে চল—সুরে) দাশরথি।

হের ব্রহ্ম-হর-হরি ত্রিপুষ্কর।
তীর্থগুরু বলি যারে শাস্ত্রে ঘোষে নিরন্তর॥
ব্রহ্মপুষ্করের বারি, ভব-যাতনা-নিবারি,
শঙ্কর-পুষ্কর হেরি, জুড়ায় তাপিত অন্তর॥ ১
অদূরে সাবিত্রী-গিরি শিরে সাবিত্রীসুন্দরী,
মূর্ত্তি মুনিমনোহারী, হের রাম, মাগ বর॥ ২

সন ১৩০০ সাল। ফাল্গুন।

২৯নং।

তীর্থ-সঙ্গীত।

হরিদ্বার।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল মধ্যমান।

("কেন প্যারী মালা গাঁথ আর—সুরে") মধুকান।

হরিষে হের রে হরিদ্বার। (একবার মন আমার,)
পুণ্যতোয়া সুরধুনী সকল তীর্থের সার॥
কুশাবর্ত্তে পিতৃপদে, পিণ্ড দাও নিরাপদে,
বিল্বক নীল পর্ব্বতে, কনখলে দেখ দক্ষাগার॥ ১

৫

উচ্চ গিরি-শিরে শোভে চণ্ডীর মন্দির ;—
তুষার-আবৃত চূড়া হের হিমগিরির ;—
সুদূরে সে হয় দরশন, পাতে দিবাকর কিরণ,
করিছে ধূম উদ্গিরণ, মধ্যাহ্নে থাকে না আর ॥ ২
চণ্ডীগিরি দক্ষ দিকে দক্ষ হনূমান্ ;—
জননী-অঞ্জনা-অদ্রি ওই বিদ্যমান,
মধুর কদলী-কানন, মায়াপুর মুকতি-সদন,—
দরশন কর নিদর্শন, ভীমকর্ম্মা ভীম-গদার ॥ ৩
চণ্ডীর পর্ব্বত-প্রান্তে চারু মন্দিরে,—
বিহরে সাকারে গৌরী সহ শঙ্করে ;—
গৌরীকুণ্ড-নীলধারা, ব্রহ্মকুণ্ড-নীরধারা,
হেরে নাই যার নেত্রে ধারা, সে ত রামের তুল্য
অসার ॥ ৪

(১৩০০ সাল, ফাল্গুন।)

---

৩০ নং।

তীর্থ-সঙ্গীত।

কুরুক্ষেত্র।

রাগিণী আলিয়া।—তাল কাওয়ালী।

("আমি আছি মা তারিণি ঋণী তব পায়—সুরে") ৺ দাশরথি।

হের ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে চমৎকার।
সবাকার ক্ষীণাকার ;—
(হেরি) জীর্ণ গেহ ভগ্ন প্রায়, হৃদয় বিদরে হায়,
আবৃত নগর বিষাদ-অন্ধকার ॥

দর্শনীয় কুরুরাজ যজ্ঞস্থান,
পূতনীর পূর্ণ এবে সরোবর বিদ্যমান,
তীরে নীরে করে স্নান পিণ্ডদান;—
দেবালয়ে দেব দেবী মূর্ত্তিমান্ ;—
(ওই) সুদীর্ঘ সরসী-জলে, আরংজেব মাটি ফেলে,
রেখেছে মসজিদ তুলে' দুরাচার ॥ ১
পার হ'য়ে হের ভীম-রণাঙ্গন,
স্মরিয়া পূরব কথা শোকে হয় মন মগন,
এই স্থানে রণে হত ক্ষত্রগণ ;—
শূন্য শূর-সূর্য্য ভারত-গগন,
ভীষ্ম-শরশয্যা-স্থান
নিরখি কাঁদিল প্রাণ,
নাহি নীর দ্বৈপায়ন হ্রদে আর ॥ ২
ভদ্রকালী-রূপ মুনি-মনোহর,
নবীন নীরদকান্তি শিশু বালিকা সোসর,
ভৈরবের রূপে রাজেন মহেশ্বর ;—
অনাদি বিরাট লিঙ্গ স্থানেশ্বর ;—
(হায়) রামে বাম যেই সতী, হের সেই সরস্বতী,
কুরুক্ষেত্রে নীর যার ক্ষীরাকার ॥ ৩

(১৩০০ সাল, ফাল্গুন।)

৩১নং।

তীর্থ-সঙ্গীত।

বৈদ্যনাথ।

রাগিণী আলিয়া—তাল একতালা।

("রামের তুল্য পুত্র কেবা পায়—সুরে") ৺ দাশরথি।

প্রণাম বৈদ্যনাথ! তব পায়।
ভব! তব করুণায় জীবে মুক্তি পায়,
অনুপায় জনের তুমিই উপায়;
আমি নিরুপায়, বাঞ্ছা রাঙ্গা পায়,
রেখো হে দাসে কৃপায়॥
ব্যাধি হর হর! ক'লে ধন্না দান,
আমি আধি-ব্যাধি-পীড়িত সন্তান,
দিলাম চরণে ধন্না, জ্ঞান দান, শঙ্কর! কর আমায়॥ ১
পীঠরূপে পুরে রাজেন দুর্গা মাতা,
ভৈরবের রূপে তুমি আছ তথা,
রাবণ আনিত শুনি নানা কথা, রাম শুধু পদ চায়॥ ২

(১৩০০ সাল, ফাল্গুন।)

৩২নং।

তীর্থ-সঙ্গীত।

ভবানীপুর।

রাগিণী সুরট।—তাল ঝাপতাল।

("যা ভেবেছ তা নয় তা নয়, কৃষ্ণ ত নয় তোমারি তনয়—সুরে") ৺ দাশরথি।

ভবানীপুরে ভবানী, তোমা হেরে না সরে বাণী,
কি বাণী বলে ভবানী, স্তব করি, নিদয়া বাণী ॥
নানা তন্ত্রে শুনি বাণী, তল্প পাতে পীঠ ভবানী,
অপর্ণা নামে আপনি, ভৈরব 'বামন' শূলপাণি ॥ ১
জিনি তপত কাঞ্চন, বরণ চারুবদন,
শোভে বিবিধ ভূষণ, হেরে ধন্য মানি ;—
বিষয়ে হ'য়ে বিতৃষ্ণ, মহারাজ রামকৃষ্ণ,
এখানে ভজিতেন ইষ্ট, কর দৃষ্ট রাম অজ্ঞানী ॥ ২

(১২৭১ সাল।)

৩৩নং।

সেতুবন্ধ।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল কাওয়ালী।

("আয় রে গোপাল আয় কোলে—সুরে") মধুকাণ.

প্রসন্ন হও রামেশ্বর।
হে শিব শশাঙ্কশেখর, সম্বরারি-নাশকারী ত্রিপুরহর হর;
পার্ব্বতীপ্রাণ ঈশ্বর ॥

ত্রেতায় তোমারে সিন্ধুতীরে রঘুবর, (হর)—
স্থাপন করিল শাস্ত্রে শুনি দিগম্বর, (হর)—
সেতুবন্ধে দরশন সাধ পূর্ণ কর;
শঙ্কর, হে মহেশ্বর! ॥ ১
আশা আশুতোষ নিরখিব নীরদকায়, (হর)—
শ্রীনাথের লীলাক্ষেত্র পুরী দ্বারকায়, (হর)—
জরা-ব্যাধি-অভিভূত রামের এ পাপ-কায়,
চরণে চায় স্থান কিঙ্কর ॥ ২

৩৪নং।

মনের প্রতি।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ।—তাল কাওয়ালি।

("ভাল পাগলিনী সেজেছ গিরিবালা") অহিভূষণ।

সদা তারকব্রহ্ম নাম স্মর মন!।
চারিযুগ প্রচলন, সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি,
কলুষহারী নামাবলী, কর্ণোসনায় বলি,
রসনায় উচ্চারণ ॥ ১
রাম নারায়ণ, বৈকুণ্ঠ বামন,
কংসারি কেশব শৌরী শ্রীমধুসূদন ॥
গোপাল গোবিন্দ হরি, মধুমুরকৈটভারি,
মুকুন্দ যজ্ঞেশানন্ত বিষ্ণুনারায়ণ ॥ ২

(জপ) হরে কৃষ্ণ হরে, কৃষ্ণ নাম করে,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে জগদীশ করে,
হরে রাম হরে রাম, হরে হরে রাম রাম,
বল রাম অবিরাম, লবে না শমন ॥ ৩

৩৫নং।

ব্রাহ্মণ।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ।—তাল কওয়ালী।

("ভাল পাগলিনী সেজেছে গিরিবালা") অহিভূষণ।

সদা সেব মন! দ্বিজের চরণ।
ভবতারণ কারণ, ধরেন হৃদি-সরোজে,
যে চরণ অধোক্ষজে, কররে বাসনা ত্যজে,
সে পদ স্মরণ ॥ ১

(দেখ) দ্বিজ-বাক্যে লয়, সগর-তনয়,
ভগাঙ্গ বাসব হয়, সহস্রলোচন।
কুম্ভ-সুত ঋষিবর, শুষিয়া সপ্ত সাগর,
করে বিন্ধ্য-গিরিবর-দর্প সংহরণ ॥ ২
(হয়) দ্বিজ-বাক্যে হরি-দ্বার-প্রহরী,
বৈকুণ্ঠ পরিহরি, ভূতলে পতন।
অমোঘ দ্বিজের শাপে, পরীক্ষিতে দংশে সাপে,
দ্বিজ-রোষ-ভয়ে কাঁপে, সুর নরগণ ॥ ৩

(আহা) নেত্রে বহে নীর, শাণ্ডিল্য মুনির,
বংশে জনমি হীনভক্তি অভাজন।
ভক্তি-সূত্র কৃত যাঁর, তাঁর, বংশে কুলাঙ্গার,
রাম! ভক্তি ভেবে সার, লও তার শরণ ॥ ৪

৩৬নং।

মনের প্রতি।

রাগিণী বিভাস।—তাল একতালা।

("দেখ মহারাজ রণ আরম্ভ") প্রাচীন।

আর কত দিনে ত্যজিবে সংসার ॥
সব অসার রে, বিত্ত কলত্র তনয়, কিছু নিত্য নয়,
বিশ্বময়-নিত্যপদ কর সার ॥ ১

চঞ্চল চরণে চল হিমাচল,
সমাশ্রয় কর মহীরুহ-তল,
(ত্বরা) ত্যজে বাস পররে বল্কল,
(তুমি) কৃষ্ণনামে ত্যজ নয়ন-আসার ॥ ২

হিংসাহীন হ'য়ে বসো যোগাসনে,
হিংসিবে না তোমা হিংস্রজীবগণে,
(বনে) হেরিবে অভয় নয়নে,
(আহা) কুরঙ্গ বিহঙ্গ আনন্দে অপার ॥ ৩

ক্ষুধা হর খেয়ে সুধাসম ফল,
পান কর পূত নির্ঝরের জল,
(বিষয়)-বাসনা ত্যজে নিরমল,
হৃদে হের হরি রাম ! দ্বিজ কুলাঙ্গার ॥ ৪

৩৭নং।

মন।

রাগিণী ইমন বা বিভাস।—তাল-তেওরা।

("আগেও টানাটানী পরেও টানাটানী") সুরে।

জঠরে অন্ধকার, জীবনে অন্ধকার,
যাপনে অন্ধকার, আখেরে অন্ধকার।
শিক্ষায় অন্ধকার, পাশেও অন্ধকার,
পসারে অন্ধকার, জগত অন্ধকার ॥ ১
অপুত্রে অন্ধকার, কুপুত্রে অন্ধকার,
পুত্রেও হয় কার হেরিতে অন্ধকার,
সুপুত্র আয়ুহীনে দেখায় অন্ধকার,
সব দিকে অন্ধকার, সংসার অন্ধকার ॥ ২
শৈশবে হয় কার, চশমা দরকার,
হেরে সে অন্ধকার কিম্ভূত কিমাকার,
অদ্ভুত রোগ সব আগে না ছিল কার,
কেরোসিন আলো বিনা নেহারে অন্ধকার ॥ ৩
প্রেমেও অন্ধকার, বিরহে অন্ধকার,
অশনে বসনে সুতত অন্ধকার,

পোষ্য পালনে নিরখি অন্ধকার,
কামিনী কাঞ্চনে দেখায় অন্ধকার,
ফিরিছে যমদূত দেখাতে অন্ধকার,
জীবনে মরণে চৌদিকে অন্ধকার ॥ ৪
যবন-শাসনে ভারত অন্ধকার, আকালে অন্ধকার,
পেলেগে অন্ধকার; দারিদ্রে অন্ধকার
ধনেও অন্ধকার,
প্রভুত্বে অন্ধকার,
দাসত্বে অন্ধকার,
হরির স্মৃতিতে নাশিবে অন্ধকার,
শ্রীহরি স্মর রাম! ঘুচিবে অন্ধকার ॥ ৫

৩৮নং।

মর্ম।

রাগিণী বিভাস।—তাল যৎ।

("আজ তোমার আগমনে দ্বারকা পবিত্র হ'ল")

আর কদিন গিয়েছে দিন, এ সংসারে থেকোনারে।
দীনবন্ধু হরি বলে, ডাকি সদা রসনারে ॥
দিন গত হ'ল বৃথা, পেতেছি মরমে ব্যথা,
শুন শ্রুতি হরি-কথা, বলি দিয়া বাসনারে ॥ ১
চল পদ হরি-ধাম, কর জপ হরি-নাম,
শুভ হবে পরিণাম, রাম! কৃষ্ণ ভজনারে ॥ ২

৬৯নং।

মন প্রতি।

রাগিণী জঙ্গলা।—তাল একতালা।

("এই সংসার ধোকার টাটী") রামপ্রসাদ।

হরি পদে লওরে বাসা।
ত্যজে গেহ দেহ ভালবাসা॥
দিন গত হয়েছে তোমার
তা'কি তুমি পাওনি দিশা,
(ওরে) এখনো তোর, হলোনা ওর,
বাসনা-আসবের নেশা॥ ১
সুফল ফেলে কুফল খেলে,
বিষয় কলা মূলা শশা,
এখন ভজ রে মন, রাধারমণ,
মুক্তিফল মিলিবে খাসা॥ ২
মানব-জনম পেয়েছ মন,
পূরাও এবার রামের আশা।
তুমি কৃষ্ণ বলে, প্রাণ ত্যজিলে,
ঘুচে যাবে যাওয়া আসা॥ ৩

৪০নং।

মন।

রাগিণী ললিত বিভাস।—তাল একতালা।

("এ যাতনা আর সহেনা জননী জগদম্বে") দাশরথি।

চল চলরে চঞ্চল চরণে বৃন্দারণ্য ॥
হেরে রাধার, জীবন-আধার, বংশীধরে হরে ধন্য ॥
দ্বাদশ বন, আর উপবন, কর ভ্রমণ, অতি তূর্ণ।
যায় নিরয়, ভীতি না রয়, যায় হৃদয়-মালিন্য ॥ ১
হের নিকুঞ্জ-কানন, শ্রীকালিন্দী নিধুবন,
শ্রীকুণ্ড শ্রীগোবর্দ্ধন, শ্রীনাথের লীলা-চিহ্ন।
হওরে রাম, পূর্ণকাম, শ্রীব্রজধাম, হেরে ধন্য,
পুলিনে, দেহলীনে, হবে ভবাব্ধি উত্তীর্ণ ॥ ২

৪১নং।

মন।

রাগিণী মঙ্গল বিভাস।—তাল তেওট।

("দাঁড়াও হরি এল প্যারী") মধুকাণ।

ভজিবে কত ভবে নরে।
জীবিকার তরে আর ভাব কেন রে ॥
শয্যা তরুতল, ভক্ষ্য তরু-ফল,
পান কর বিমল, নির্ঝর-নীরে ॥ ১

যাঁর বলে বল, যাঁর বলে বল,
যাঁর কলে চল, তাঁর নাম বল,
ভাবনা কেনরে, ভাবনা কেনরে,
যাঁরে স্মরে নরে, স্থরে কিন্নরে ॥ ২
ভজিলে গোবিন্দ-পদারবিন্দ,
মিলে অতুল পদ পরমানন্দ,
ত্যজিয়া সে সোণা কাচের বাসনা,
বসে উপাসনা কেন রে নরে ॥ ৩
বল রামজয় ! জয় জগদীশ জয়,
জপ জনার্দ্দন নাম সুধাময়।
নামে হবে যথন, প্রেম-অশ্রু-পতন,
দেখিয়া দ্বিজগণ, পিবে সে নীরে ॥ ৪

৪২নং।

মন।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ।—তাল কাওয়ালী।

("এসে বিপিনে সইলো")

কেন হরি-চরণে মম মন মজ না,
কেন বিনশ্বর বিষয় বাসনা ত্যজ না।
মুক্তিতরে মুক্তিপ্রদ শ্রীপদ ভজ না ॥ ১
ছায়া দানে তরুবর তোষে জীব-কুলে,
যে লয় আশ্রয় সেই বিটপীর মূলে,

ব্যাপ্ত বিভুর দয়া বিশ্বমণ্ডলে,
পাইতে সে দয়া-ছায়া অতিথি হও না ॥ ২
অবিদ্যা-আবেশে গত দিবস যামিনী,
পতিত হয়েছ তাঁর নিদেশ না মানি,
স্খলিত চরণ যথা ধরে রে ধরণী।
তেমতি তাঁহারে স্মরি! তরিতে ধর না ॥ ৩

৪৩নং।

মন।

রাগিণী ললিত।—তাল যৎ।

("হরি স্মরি যাত্রা করি ভাগ্যে যা হয় হবে") প্রাচীন সুর।

নহে তুল্য নহে তুল্য গোবিন্দ নামে।
কোটি গাভী দান যদি করে কাশীধামে।
আগম নিগম বিচারিয়া, সাধ যাগ যোগ ক্রিয়া,
মকরে প্রয়াগে গিয়া, নিবাস সে ধামে ॥ ১
ভূতশুদ্ধি ফটফটী, চরণে প্রহার মাটী,
ছেড়ে সব খুটীনাটী, খাঁটি মরমে।
ডাকরে গোবিন্দ বলি, বাসনারে দিয়া বলি,
পাবে রাম সার বলি, ধর্ম্ম মোক্ষকামে ॥ ২

৪৪নং।

হরি-হর অভেদাঙ্গ-সঙ্গীত।

রাগিণী কালেংড়া।—তাল কয়ালি।

("ওরে গরুড়"—সে কি চিনে লক্ষীনারায়ণে") প্রাচীন সুর।

(ওরে মন) সাদা কাল কে মন্দ কে ভাল।
এই দ্বন্দ্বে মন্দ শুধু হয় পরকাল॥
শাক্ত-শিব-শক্তি-ভক্ত, কেহ কৃষ্ণ-অনুরক্ত,
করে যারা ভেদ ব্যক্ত, বদ্ধ মোহজাল॥ ১
সাদা কাল ভিন্ন নন, উভয়ে একই হন,
হর-হরির মিলন হের চিরকাল॥ ২
বিশদবরণী বাণী, বিষ্ণু-বক্ষ-বিহারিণী,
হৃদয়ে কালবরণী, ধরেন শশিভালী॥ ৩
মাহাত্ম্য যুগল মিলনে, হের সুরধুনী সনে,
যবে বাণী শ্রীযমুনে, পবিত্র সে জল॥ ৪
হর, রমা, গঙ্গা, কালী, বিধি, বাণী বনমালী,
বিভেদ ভেবে ঘটালি, রামরে! জঞ্জাল॥ ৫

৪৫নং।

মন।

রাগিণী বিভাস।—তাল ঝাপতাল।

("তমাল পাশে কনকলতা হেরে নয়ন জুড়াল রে") অহিভূষণ।

ভাবনা আপন কর্ম্ম; পাঁচ মুখ পর-কুৎসা পেলে।
তোমার অন্তরে যে কত মলা দেখ রে মন! নয়ন মেলে॥

(এ জীবনে যা করিলে)
দেখে অঙ্গনে ক্ষুধার জ্বালায়,
কাঁদে অন্ধ প'ড়ে ধূলায়,
অভুক্তে ফেলিয়া হেলায়, ওদন দেও বদনে তুলে।
প্রহরী প্রহারে তাড়ায় ধাক্কা দিয়া দীনের গলে ॥ ১

(তুমি আদেশ দিয়াছিলে)
কর গৃহী বলে অতি অভিমান,
পঞ্চ যজ্ঞের নাই অনুষ্ঠান,
পিতৃযজ্ঞ পায় না স্থান, দেব, ঋষি, ভূত ফেল ঠেলে।
দূর কর দিনান্তে ক্ষুধিত পিপাসু অতিথি এলে ॥ ২

(হেথা স্থান হবে না বলে)
কত স্বার্থ তরে পরে পীড়া—
প্রদানে ভাব নাই ব্রীড়া,
জীব নাশি করিছ ক্রীড়া, সাধ সাধু সকলে বলে।
নর-নেত্রে ধূলা দিলে, গতি নাই রাম! পরকালে ॥ ৩

(ভগবান্ ভুলে না ছলে)
(তিনি দেখেন হৃদয়-মূলে)
(বল তারে হৃদয় খুলে)
(জ্বল অনুতাপানলে)

৪৬নং।

মন।

রাগিণী লুমঝিঝিট। তাল লপেটা আড়খেমটা।

("ভাব মন দিবানিশি") ফকিরচাঁদ।

মরি এ সংসার-যাঁতায়, ঘুরিয়ে হায়,
হায় কতবার চূর্ণ হ'লে।
মটর মুগ মসুর যেমন, পেয়ে পেষণ,
চূর্ণ হয় রে যাঁতার কলে,
তারা না হয় হে চূর্ণ, যারা তূর্ণ,
শরণ লয় সে দণ্ডমূলে॥ ১
মন রে তুমিও তেমন, ত্যজে ভ্রমণ,
বসি বিভুর পাদ-মূলে।
করিয়ে ছয় রিপুজয়, সদা রামজয়,
ডাক হরে কৃষ্ণ বলে॥ ২
(১ বিষয় ভুলে)
(২ যদি সুগতি চাও)
(৩ এই নিদান কালে)

৪৭নং।

মন।

রাগিণী লুমঝিঝিট।—তাল লপেটা আড়খেমটা।

("ভাব মন দিবানিশি") ফকিরচাঁদ।

ওরে মন! মায়াধি মজে, দ্বিতল ত্যজে,
যেতে কেন হচ্ছ কাতর।
এক দিন এই সসাগরা, ধরার যারা,
ছিল একচ্ছত্র অধীশ্বর।
তারা সাম্রাজ্য ত্যজে, পদব্রজে,
বনে হয়েছে অগ্রসর ॥ ১
(১ মুক্তি-আশে)
(২ যতী হ'য়ে)
যে দিন যমে লবে, যেতেই হবে,
দ্বিতল ছেড়ে, ভূতল-উপর,
তবে কেন থাক্‌তে সময়, ত্যজে নিলয়,
যাওনারে রাম! কাশীনগর ॥ ২
(স্মরি কাশীশ্বরে)
(মুক্তি পাবে)

৪৮-নং।

মন।

রাগিণী ললিত।—তাল ঝাপতাল।

("অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলা ক্রিয়া") ৺দাশরথি।

বিটপে বিহগ-দলে সন্ধ্যাকালে বসে সবে।
শ্রবণ মন পুলকিত শুনি হয় কূজন-রবে॥
নিদ্রা যায় শাখী শাখে,
নিজ নিজ নীড়ে সুখে,
নিশান্তে কে সুধায় কাকে,
চলে যায় উদিলে দিবে॥ ১
এমনি আছয়ে নরে,
এ ভব-তরু-কোটরে,
চলে যায়, না সুধায় কারে,
যার দিন যায় যবে॥ ২
রবে বলে চিরকাল,
জীর্ণ গেহ কর ভাল,
(তোমার) দেহ-গেহ যে জীর্ণ হলো,
বল রাম! কেমনে রবে॥ ৩
(কিম্বা)
মেরামত কেমনে হবে॥ ৩

৪৯নং।

মন।

রাগিণী সুরট মল্লার।—তাল একতালা।

("মুনি ঐ ভয় মম মানসে") ৬ দাশরথি রায়।

পশু পক্ষী ব'লে হেয় জ্ঞান॥
তুমি ক'রোনা মন অজ্ঞান।
পাখী প্রত্যুষেতে উঠে, আহারার্থে ছুটে,
গাইয়ে বিভুর গান।
পর-নিন্দা তারা না শুনে সুকাণে,
পর-কুৎসা করা কভু নাহি জানে,
সাধ্বী পরনারী নাহি হ'রে আনে,
নাহি দম্ভ অভিমান॥ ১
হয় না ধনমত্ত, রয় না অহঙ্কারে,
নাহি জানে চাটুকার বলে কারে,
'যে আজ্ঞা'র বোঝা বইন না করে,
"জল নীচু"; নয় সমান।
সদানন্দ যাহা পায় খায় খুটে,
নাহি রয় ধর্ম্মের দলাদলী ঘুটে,
স্বাধীনতা সুখে সদা বেড়ায় ছুটে,
দুরাশা দহে না প্রাণ॥ ২
হয়-পশু-পক্ষী-স্বর অনুক্রম*
ষড়জ ঋষভ গান্ধার মধ্যম,

* ময়ূরবৃষভচ্ছাগক্রৌঞ্চকোকিলবাজিনঃ।
মাতঙ্গশ্চ ক্রমেণাহ স্বরাস্তেতান্ সুদুর্গমান্॥

ধৈবত নিষাদ মধুর পঞ্চম,
সপ্ত স্বর নিরমাণ।
পশু পক্ষী শিশু সঙ্গীতে সন্তোষ, *
হন আশুতোষ গীতে আশুতোষ,
হীন ভাগ্য নর নয় পরিতোষ,
গান মুকতি-নিদান ॥ ৩
বাসে না বানর তীর্থ ক্ষেত্র বিনে,
হিংসাহীন মৃগ চরে বনে বনে,
মহাপ্রাণী নর তারে বধে বাণে,
এই কি মহাপ্রাণ! প্রমাণ।
সর্ব্ব প্রাণী হ'তে শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী,
শাস্ত্রে তাই মানবে বলে মহাপ্রাণী,
সঙ্গ ত্যজ রাম যারা কয় কুবাণী,
ভবানীর কর ধ্যান ॥ ৪

---

* অজ্ঞাতবিষয়াস্বাদো বালঃ পর্য্যঙ্কশায়নে।
রুদন্ গীতামৃতং পীত্বা হর্ষোৎকর্ষং প্রপদ্যতে ॥

শয্যাশায়ী বালক রোদনপরায়ণ।
জানে না বিষয়-রস-আস্বাদ কেমন ॥
গীতামৃত করে তার হর্ষ উৎপাদন।
সঙ্গীত শুনিয়া শিশু সম্বরে রোদন ॥

৫০নং ।

মন।

রাগিণী আলিয়া—তাল একতালা।

("রামের তুল্য পুত্র কেবা পায়—সুরে") ৺ দাশরথি।

হরি বল রে আমার মন।
ওই বিকট শমন, করিতে দমন, কে এমন,
বিনা শ্রীরাধারমণ ॥

কর রে ও মন, সুতীর্থ ভ্রমণ,
হের রে হৃদে বামন।

দেখ না কি তোমার গত হ'ল দিন,
এত দিন র'লে সাধনাঙ্গে দীন,
এল দিননাথ-সুতে লওয়ার দিন,
(এখন) দীননাথ কর স্মরণ ॥ ১
(এখন)

কি কাযে কাটা'লে দিন না যায় বোঝা,
ভবে এসে কেবল বৈলে ভূতের বোঝা,
চিত্রগুপ্ত কাছে আছে বোঝা সোঝা,
স্মর রাম সে কেমন ॥ ২

৫১নং।

মন।

রাগিণী কালেংড়া।—তাল ঢিমা তেতালা।

("কে রে বামা হর-হৃদি'পরে নগনা") ৺কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

জরা এসে শরীর করেছে অধিকার।
সবেগে বাড়িছে দেখ দেহের বিকার॥
পেকেছে মাথার কেশ, দশনের নাহি লেশ,
জীবন হয়েছে শেষ, থাকে না রে আর॥ ১
শ্লেষ্মা হয়েছে সবল, ক্রমে কায়া ক্ষীণবল,
সম্বল শ্বাস কাস দুর্নিবার, প্রবল কদাচার॥
ঝুলেছে গাত্রের চর্ম্ম, তবু ভাব গৃহকর্ম্ম,
এখনো আচর ধর্ম্ম, ভেবে কেবা কার॥ ২
শিথিল ইন্দ্রিয়চয়,* সাধিতে সক্ষম নয়,
যার যেই কার্য্য আপনার, আগের আকার,
তবুত ভাবনা শেষ, শমনে ধরেছে কেশ,
স্মর রাম হৃষীকেশ, এবে একবার॥ ৩

---

* ইন্দ্রিয় দশবিধ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, যথা;—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, যথা;—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ।

৫২নং।

মনের প্রতি মুমূর্ষু শয্যায়।

রাগিণী ললিত বিভাস।—তাল কাওয়ালী বা তেতালা।

("দেখ দেখ হরি ভিন্ন কি আছে গতি") কাব্যকণ্ঠ মতিলাল রায়।

আয়ু-দিবা অবসান দেখ চাহিয়া।
ঘেরিল অজ্ঞান-তম হৃদি ঢাকিয়া॥
আইল কাল-রজনী কালদূত সহকারে,
এ সময় কৃষ্ণ বিনা ইষ্ট ভাবিছ কারে,
আপন ভাবিয়া যাঁরে, তুষিলে ভব-বাজারে,
হ'লে শব তারা সব দিবে ফেলিয়া॥ ১
ছিল যবে অর্থ স্বার্থ দ্বিতলবাড়ী ভালবাসা,
তখন জানা'ত সবে আনুগত্য ভালবাসা,
বিমুখ দুর্ম্মুখ দারা সুত আদি সোণার চাঁদ,
যে দিন জেনেছে তারা নাহি আর রূপচাঁদ,
বিনা বৃন্দাবন-চাঁদ, 'বন্ধু নহে কোন চাঁদ,
যে চাঁদ চাহেন শুধু ভক্তির হিয়া॥ ২
মাতিয়া যৌবন-মদে গণ্য কর নাই কারে,
সুবাসে বাসিত দেহ মত্ত-রূপ-অহঙ্কারে,
এবে রোগজীর্ণ দেহ মলমূত্র-সমাকুল,
পূতিগন্ধ ভয়ে কেহ ঘেষে না বান্ধবকুল,
হরি হ'য়ে অনুকূল, পাপী রামে দেও কূল,
এ বিপদে পাদমূল-প্রান্তে স্থান দিয়া॥ ৩

৫৩নং।

মন। মুমূর্ষু শয্যায়।

রাগিণী ললিত বিভাস।—তাল কাওয়ালী বা তেতালা।

("দেখ দেখ হরি ভিন্ন কি আছে গতি") কাব্যকণ্ঠ মতিলাল রায়।

বল মন! কি এখন ভয় মরণে।
হরি বলে জয়ী হব শমন রণে॥
পুত্র পৌত্র কলত্রের কাটিয়াছি মায়া-পাশ,
গোবিন্দ-পদারবিন্দ পাইব পেয়েছি আশ,
ত্যজিতে শেষ নিশ্বাস, নাহি আর কোন ত্রাস,
স্থান দিবেন হরি, দাস ব'লে চরণে॥ ১
কি আনন্দ, চিদানন্দ-চিরানন্দ ভবনে,
হেরিব সফল হবে সাধ যাহা জীবনে,
আত্মকৃত পাপ হেতু করিয়াছি অনুতাপ,
বিধির বেদ-বিধানে, বিগত হয়েছে পাপ,
নাহি আর কোন তাপ, জন্ম-জ্ঞান-কৃত পাপ,
এড়াব সংসার-তাপ, পাপ-দহনে॥ ২
জয় জয় দুর্গে মাতঃ! জয় পিতঃ মৃত্যুঞ্জয়!
চরমে প্রণমে পদে পুত্রাধম রামজয়,
গাইছে যথায় জয় বিজয় বিশ্বেশ-জয়,
আশীষ অন্তিমে, যায় শমনে করিয়া জয়,
সেই চিরানন্দময়, ধামে গাই বিভুর জয়,
সাধ জয় গাব জয়-বিজয়-সনে॥ ৩

———

৫৪নং।

মুমূর্ষু শয্যায়।

বিষ্ণুর প্রতি।

রাগিণী ঝিঁঝিট্।—তাল মধ্যমান ঠেকা।

("দেখলাম তোমার জননী জনক আছে বন্দীশালে") মধুসূদন কিন্নর।

হইল দেহের পরিণাম ফুরাইল নাম।
মহাভূতে মিশাইবে শরীরের ভূতগ্রাম॥
ক্ষিতি-জল-বহ্নি-বাত, শূন্য এই পঞ্চভূতে,
গঠিত শরীর যাতে, ত্যজিবে এ দেহ-ধাম॥ ১
দিনান্ত হইল আজি প্রাণান্ত করিবে কালে,
দীনবন্ধো কৃপাসিন্ধো! কামনা—এ অন্তকালে;
জননী-জাহ্নবী-জলে, মিশে যেন দেহ জলে;
ভূ-অংশ কাশীমণ্ডলে, মিশাতে হ'ওনা বাম॥ ২
ঘটাকাশ মহাকাশে মিশিবে তা'ত নির্যাস,
বায়ু মিশে হরি ব'লে ত্যজিলে শেষ নিশ্বাস;
প্রার্থনা শ্রীপদাম্বুজে, তেজ মিশে তব তেজে,
হরে কৃষ্ণ ব'লে ত্যজে যেন এ জীবন রাম॥ ৩

৫৫নং।

মন।

রাগিণী কালেংড়া।—তাল ঢিমে তেতালা।

("কেরে বামা হর-হৃদি-পরে মগনা"—সুরে) কমলাকান্ত।

এই ভবের রঙ্গ সাঙ্গ হ'ল বুঝি আজ।
কালদূত নিতে এল নাহি কালব্যাজ॥
জনমিয়া নর হ'লে, তায় পুন দ্বিজকুলে,
হারাইলে কর্ম্মফলে, সহ-মূল-ব্যাজ॥ ১

অর্দ্ধশতাব্দী উপরে, অতি দীর্ঘ আয়ু ধরে,
মুক্তি তরে ডাক নাই হরে, পাপ জীবন ভরে ;—
নাওয়া, খাওয়া, বসা, শোওয়া, অর্জ্জনে আফিসে যাওয়া,
অবসরে হাওয়া খাওয়া, ত্যজে পুণ্য কায॥ ২

স্থাবরাদি বিহঙ্গম, পাইয়ে পশু-জনম,
পরে নর তায় স্বকরম-ফলে হই ব্রাহ্মণ ;—
করি নাই দ্বিজের কর্ম্ম, কভু না সেবিনু ধর্ম্ম,
পুন বা সে সব জন্ম, দেন বিশ্বরাজ॥ ৩

এ জন্ম গেল বিফলে, বলে' অনুতাপ জ্বলে,
অন্তকালে কান্দিলে কি ফল, ছাড়িবে কি কালে ;—
ঘুচা'তে ভববন্ধন, হরি হে করি নাই সাধন,
রামের আসন্ন নিধন, এস হৃদি-মাঝ॥ ৪

৫৬নং।

মহারাণী ভারতেশ্বীর স্বর্গারোহণ উপলক্ষে শোক-সঙ্গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল কাওয়ালী বা ঠুংরী।

("কোথা সঙ্কটের ঔষধি") কাব্যকণ্ঠ মতিলাল রায়।

ওমা ! তোমার শোকে কাঁদিছে ধরণী।
পৃথ্বীশ্বরী মহারাণী ॥
তুমি ভারত-ঈশ্বরী নারী-কুল-ঈশ্বরী,
তাই শোকাকুল নর নারী তব গুণ স্মরি,
ওমা ভিক্টোরিয়া, মূর্ত্তিমতী দয়া,
তুমি জীব-দুঃখে নেত্রাসার ত্যজেছ জানি ॥১
(ঘোর) দুর্ভিক্ষ-দহন যবে দহে উৎকলে,
মরে দিবানিশি রাশি রাশি প্রজা অকালে,
তখন বঙ্গেশ বীডন, করি অশেষ যতন,
নারে নিবারিতে, অশ্রুপাত করেছ শুনি ॥ ২
আঠার শত আটান্নে করিলে ঘোষণা,
প্রজার জাতি ধর্ম্মে মর্ম্মে নাহি দিবে বেদনা,
বর্ণ-ধর্ম্মের বিচার, বিনা অভেদে সবার,
সদা পালিলে; অটল আজো সে মহাবাণী ॥ ৩
(তব) সুশাসন-বলে মাগো ! উন্নতি অপার,
(হয়) শিক্ষা শিল্প কৃষি আর বাণিজ্য ব্যাপার,
কলে চলে তরী জলে, স্থলে তারে কথা চলে,
জুড়ি লৌহ পথ, চলে রথ গতি অনিবার।

আঠার শত সাতাত্তরে, খ্যাত দিল্লী-দরবারে,
ওমা! লইলে "ভারতেশ্বরী" উপাধি-মণি ॥ ৪
(আহা) বলিতে বদনে আর বাক্য না সরে,
(হায়) বিঁধিছে মরম যেন বিষম শরে,
ঊনিশশ এক বৎসরে, মন্দ মঙ্গল বাসরে,
গেলে জানু'রী দ্বাবিংশ দিনে দিবে জননি! ॥ ৫
(হয়ে) আঠারশ ঊনিশে অবতীর্ণা অবনী,
(পুন) ঊনিশশ এক সালে হলে স্বর্গ-গামিনী,
ওমা! তোমার স্নেহে, কেঁদে ভারত কহে,
যেন নবীন ভূপালে পালেন সে মহাবাণী ॥ ৬
অষ্টাদশশতসপ্তত্রিংশ বৎসরে,
ওমা! বসিলা বৃটিশরাজ-আসনোপরে,
চতুঃষষ্টি বর্ষকাল, পালি সাম্রাজ্য বিশাল,
পেলে শান্তিধামে শান্তিপ্রিয়া, শান্তিরূপিণী,
রাম বিভু-চরণে, মাগে কাতর প্রাণে,
ভুঞ্জ অনন্ত অক্ষয় স্বর্গ স্বর্গবাসিনী ॥

৫৭নং।

কলার গান।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল কাওয়ালি।

("দেখ জলে দলে দলে যাচ্ছে করে খেলা") মতি রায়।

কলার গুণ যায় না রে ভাই এক মুখে বলা।
কলা করেন ভোজন পাঁচ মুখে ভোলা ॥

অন্নাশন পৈতা বিয়া, হিন্দুর ঘরে যে সব ক্রিয়া,
বিফল সকল, হয় না সফল কলা না দিয়া,
কলায় সমাধান, মৃতের পিণ্ডদান,
দেবার্চ্চন-নৈবিদ্যে, আদ্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে,
নান্দীমুখে, দেয় সুখে, সকলে কলা,
ক্রিয়ায় পান পাঁষাণ, সুবচনী, সর্ব্বমঙ্গলা ॥ ১
কব কত গুণ নাম, মর্ত্তমান অনুপম,
জিন আনাজা চিনি চাঁপা বিচে আর চাপাই।
কিঞ্চিৎ লম্বাই, কদলী বোম্বাই,
প্রিয় ইংরাজ-মহলে, খায় সকলে কুতূহলে,
গুলির আড্ডায় চায় সবায় অনুপম রম্ভাই।
কলা বাসেন ভাল, নীল নল সুষেণের চেলা ॥ ২
শুভ কাযে ছায়-মণ্ডপে, দ্বারে রম্ভাতরু রোপে,
শোভা পায় অপরূপে গাছ হয় ভেলা।
সঙ্কল্প কলায়, পূর্ণাহুতি তায়,
হয় মজাদার বড়া, দেয় রচনায় ছড়া ছড়া,
সদীপ বরণ চালনে দেয় এক ছড়া কলা।
বিয়ের নূতন বরে, দিয়া ব'রে, সেই চালন ডালা ॥ ৩
বিধির বিচিত্র বিধি, হেন তরু নিরবধি,
রয় না জীবিত ফল পাকিলে প্রাণে যায় মারা ॥
দেব-প্রীতিকর, তরু মনোহর,
একবার ফলে হয় নাশ, শড়া বাঁচেন বার মাস,
কাক পিশাচে করে বাস, ভূত প্রেতে ভরা ॥
নাই কোন প্রকার, উপকার, তরু অফলা ॥ ৪

কলার মূলে ডালে হয় ক্ষার, তায় বসন পরিষ্কার,
খোলে খান পিতৃলোক, পত্রে নরাহার,
থোড়ে তরকারী, হয় বলিহারী,
সুধাস্বাদ মোচাঘণ্ট, ভাদালে চাপড়ীঘণ্ট,
মা মরা দায়, অশৌচে খায়,
ছেলে কাঁচকলা, রাম খেলে কলা, কল্লে কলা,
আখেরে কলা ॥ ৫

৫৮নং।

আমের গান।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল কাওয়ালী।

("দেখ জলে দলে দলে মাছে করে খেলা").

চূতফল অচ্যুতের প্রিয় অতিশয়।
যার আঁটি বাজে হনুর গলায় ॥
শাঁস ঘ'সে বানায়ে ভেপু, বাজায় শিশু খুদে খেপু,
সুন্দর শানায়ের মত শব্দ শুনা যায়।
পচা কোমল পাঁত, ছালে রোগ নিপাত,
শক্ত হ'লে নল করে, তামাক টানে হুঁকায় পূরে,
সরু মোটা লম্বা খাটো যেটী যেমন চায় ;
আর কাণ্ড হয়, কুম্ভ তায় শোভিত শাখায় ॥ ১
হরষে হের মুকুলে, প্রীত যায় জীবকুলে,
কড়ালী সংযোগে দা'লে, অম্লস্বাদ হয়।

গৃহিণী প্রচুর, করে আমচুর,
আমকা'সুণ আমতায়, কোন্ গুণে বর্ণিব হায়,
আহারে সুরুচি হয়, অরুচি শোধরায়,
খেলে সুধার তুলে, পাকা ফলে, সুধায় কে সুধায় ॥ ২
এ বিশাল বিশ্বে আছে, কে তুল্য রসাল কাছে,
কলা কাঁঠাল নারিকেল আদি যতই ধরায়,
নবান্ন সমান, কার এত মান,
দেব-দ্বিজ-পিতৃলোকে, না দিয়া যে স্বীয় মুখে,
লয় স্বাদ অপরাধ তার শাস্ত্রে কয়,
তাই হনুর দাগ রটে, আম আঠায় ফাটা যায় ॥ ৩
অবতীর্ণ ধরাধাম, ধরি নানা রূপ নাম,
জাত সুবিখ্যাত আম, মালদহ জেলায়।
ফজলী গোপালভোগ, ষণ্ডা মোহনভোগ,
গৌড়জিত নেঙ্গড়া ভাদাই, গুড় খলিসা নবাবসাই,
জালিবান্ধা কাউয়া ঠুঁটা, সিন্দুরী বোম্বাই, আম,
নৈমিষে অসংখ্য নাম, কে শক্ত গণায় ॥ ৪
দারু ধরে কত গুণ, যার কপালে আগুন,
সেই শুধু শোয় শ্মশানে আমকাঠ-শয্যায়।
যারা ভাগ্যবান্, করিছে নির্ম্মাণ,
কত কপাট বাকস্ ডেকস,
আলমারী আলনা দেনকস,
ত্যজে রাম ফল মোক্ষ,
কি করিছ হায়, আশু লও আশুতোষ-পদাশ্রয় ॥ ৫

৫৯নং।

প্রকৃতি।

রাগিণী বিভাস।—তাল কাওয়ালী।

(কিসে চলে বল হিমাচলে চল—সুরে) দাশরথি।

হের স্বভাবের কি পরিবর্ত্তন ॥
ছয় রূপ ধরে ধরা বার মাসে দ্বি-অয়ন ॥
শরৎ নীহার হেমন্ত, গ্রীষ্ম বরষা বসন্ত,
কেহ জন্মে কার অন্ত, বলবন্ত ছয়জন ॥ ১
নিদাঘে শুকায় নীর, বরষায় ধরণীর,
সিক্ত দেহ শরতে হয়, অঙ্গ চারু সুশোভন ॥ ২
হেমন্ত শিশিরে ভরা, শস্যে হয় বসুন্ধরা,
তরুলতা আধমরা, বসন্তে পূর্ণযৌবন ॥ ৩
যে রচিল এই বিশ্ব, এমন সুচারু দৃশ্য,
রামের প্রাণসর্ব্বস্ব, সেই বিভু সনাতন ॥ ৪

৬০নং।

দয়া।

রাগিণী সুরট মল্লার।—তাল একতালা।

("মুনি ঐ ভয় মম মানসে") ৺ দাশরথি রায়।

দয়া দিল যে হৃদয়মাঝে ॥
আমি নমি সেই বিশ্বরাজে,
দয়া যার হৃদে বাসে, প্রীত পীতবাসে,
সাধু সে নর-সমাজে ॥

আত্মদান যারা করে দয়া বশে,
দয়াবীর বলি ত্রিলোকেতে ঘোষে,
রক্ষে পর-প্রাণ নিজ প্রাণ-নাশে,
ধন্য সে মানবরাজে ॥ ১

ত্রিজগত-মাঝে তাঁরা পূজ্য হন,
পুরাণাদি করে সুযশ বহন,
মহর্ষি দধীচি, জীমূত-বাহন,
সাক্ষী তার দেখ না যে।

দয়া আছে যার হৃদয়-কমলে,
দীন-দুঃখ হেরে তার হৃদি গলে,
জীব-দুখ হরি সন্তোষ- সলিলে,
ভাসে তোষে কমলজে ॥ ২

এলে অন্ধ দীন দয়াহীন-দ্বার,
বলে হস্ত পদ আছেত তোমার,
খেটে খাও যাও যাও অন্যদ্বার,
ভিক্ষা কর কোন লাজে ॥

কর্ম্মদোষে রাম জীবে দয়াহীন,
দেখ বিষ-নেত্রে দ্বারে এলে দীন,
এরে তোষ দীন, আর নাহি দিন,
স্মর হরি-পদাম্বুজে ॥ ৩

৬১নং।

বোয়ালিয়া নগরী প্রতি।

রাগিণী ইমন কল্যাণ।—যৎ।

("মাসি তোমার চরিত্র চিন্তে পারা ভার") গোপাল উড়ে।

হে নগরি ! চরণে করি নমস্কার ॥
ধর নানামত, জীব কত জঠরে তোমার ॥
তারা কখন হয় শিক্ষক, কখন পরীক্ষক,
কখন সমালোচক, অতি চমৎকার ॥ ১
শুনে পরের যশোগান, প্রাণ করে আনচান,
তাদের কাছে পায় ত্রাণ, সাধ্য আছে কার।
আবির্ভাবি এ মরতে, উদ্ধার করেন ভারতে,
কেবল বাকি রয় করিতে, বোয়ালিয়া সংস্কার ॥ ২
তারা চূত-চন্দন-চম্পক, শড়া শিমূল সকন্টক,
হংস শিখী কাক বক; হেরে একাকার।
মাতঙ্গ তুরঙ্গ খর, না হেরে বিশেষ ইতর,
দেখে রাম নিরন্তর, করে হাহাকার ॥ ৩

৬২নং।

কুঠির পুণ্যাহ দর্শনে।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল কাওয়ালী।

("স্বকৃত ভূমিকম্পের গানের সুরে বা দেখ জলে দলে দলে মাছ করে খেলা")

দেখিলাম কুঠির পরিপাটী পুণ্যার বাহার।
যাহা বারমেসে কনসরণ নামেতে প্রচার॥
রক্ত পীত শ্বেত কৃষ্ণ, বিচিত্রবর্ণ উৎকৃষ্ট,
সজ্জিত নটমন্দির অতি চমৎকার॥
দেব-মূরতি, সুন্দর অতি, শোভে স্তম্ভে সারি সারি,
মুনিজন-মনোহারী, ঝুলিছে ঝালর ঝাড় লণ্ঠন রংদার॥
তায় যাত্রা গায় রসিকচন্দ্র ভক্ত গুণাধার॥ ১
সুপাত্র অমাত্য যত, নিমন্ত্রিত অভ্যাগত,
জনে তোষে বাক্যামৃত দানে সবাকার।
নাহিক ওজন, কত লোকজন,
খাইছে উদর পূরি, ইচ্ছামত অন্ন পুরী,
জ্ঞান হয় যেন পুরী, জগন্নাথ-আগার।
আর খেমটাআওলী-বর্ণ পাকা জামের আকার॥ ২
মেস্তর ককশন শান্ত, ধার্ম্মিক রজনীকান্ত,
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যা-বিনয়-আধার।
প্রিয় দরশন, সুরেশ, শরত সুজন,
জগদীশ জগতময়, সবে সুধী সদাশয়,
গুণরাশি ইহাঁদের বর্ণে সাধ্য কার।
রামের প্রার্থনা পরেশ-পদে কুশল সবার॥ ৩

৬৩নং।

শেষ আশা।

রাগিণী ললিত বা বেহাগে গেয়।

সেতুবন্ধ রামেশ্বর কাঞ্চী দ্বারাবতী।
অবন্তী-দর্শন-আশা আছে বলবতী॥
পুণ্যতোয়া নদী কৃষ্ণা নর্ম্মদা কাবেরী,
বাসনা গণ্ডকী আর হেরি গোদাবরী॥
ত্যজি যেন মুক্তি-ক্ষেত্রে পাপ কলেবর,
করুণা করিয়া দাসে দেহ এই বর॥
অন্তিম বাসনা পূর হরি দয়াময়!
অন্তে চায় পদাশ্রয়, দীন রামজয়॥

৬৪নং।

রাগিণী ললিত খাম্বাজ।—তাল আড়া।

("যার পুণ্যে পরিপূর্ণা ছিল এই বসুন্ধরা") মতিলাল রায়।

তুমি নাকি কর্ত্তা ছিলে তব পরিজন-মাঝে॥
কোথা যাও ফেলে বলে যাও বিধুরা মূরছিতা মা যে॥
তব শিশু সুতাসুত, হয়ে ধূলায় লুণ্ঠিত,
কাঁদিতেছে অবিরত, দেখে শোক-শেল বাজে।
জায়া তব পতিব্রতা, ক্ষিতিতলে ক্ষত মাথা,
ত্যজে তায় চলেছ কোথা, সন্ন্যাসী-সাজে।
ছিলে হে পালক সবার, কারে দিয়ে গেলে সে ভার,
রাম বলে বিধি বিধাতার, এই দশা নর-সমাজে॥ ২

---

৬৫ নং।

ভগবৎপূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য কৃত শঙ্কর-স্তোত্রের পদ্যানুবাদ।

শ্রীরাগ।—একতালা।

("সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু") চণ্ডিদাসের গানের সুরে।

পূরব জন্মের, কুকরম হেতু,
ছিল মম কত পাপ।
তেঁই মল-মূত্র, পূর্ণ অপবিত্র
জঠরে পাইনু তাপ॥
জননী-কুক্ষিতে, জঠরাগ্নি-তাপে,
কত যে যতনা পাই।
শক্ত নহে কেহ, সে দুখ বর্ণিতে,
ক্লেশের অবধি নাই॥
অতএব শিব, হে শুভ শুভদ,
হে মহাদেব শঙ্কর!॥
হে শম্ভো এবার, কৃপায় আমার,
অপরাধ ক্ষমা কর॥ ১
মল-বিমর্দ্দিত, ছিল বাল-তনু,
দুখা ক্ষুৎ-পিপাসায়।
জননীর স্তন, পানেই কেবল,
অভিলাষ অতিশয়॥
সাংসারিক কীট, আদি জন্তুগণ,
দংশন করিত কত।
ইন্দ্রিয় দুর্ব্বল, হেতু নিবারণে,
তাহে না হই শকত॥

তখনও পরে, রোগ-জাত-দুঃখে,
স্মরিনি তোমা শঙ্কর।
হে শিব শুভদ, মহাদেব শম্ভো!
মম দোষ ক্ষমা কর ॥ ২
প্রৌঢ়ে ও যৌবনে, বিষয়-ভুজঙ্গ,
দংশিত সন্ধি-মরমে।
বিবেকবিহীনে, পুত্র-বিত্ত-দারা,
ভোগ-মগ্ন ছিনু ভ্রমে ॥
চরমে এখন, করণীয় জ্ঞান,
চিন্তাহীন খিন্ন-চিত।
মানে অভিভূত, স্মরে না তোমায়
সদাই রহে গর্ব্বিত ॥
অতএব শিব, হে শুভ শুভদ!
হে মহাদেব শঙ্কর!
হে শম্ভো এবার, কৃপায় আমার,
অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ৩
স্থবিরে এখন, ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য,
বিষয়-বিনষ্ট মতি।
তব চিন্তাহীন, চিত মম মিছা,
মোহ-বশে করে গতি ॥
প্রৌঢ়তা-বিহীন, হইয়াছি ক্ষীণ,
চিত জ্বলে অহর্নিশ।
রোগ-শোক-পাপে, তাপিত ত্রিতাপে,
তনু ম্লান হয় বিষ ॥

অতএব শিব! হে শুভ! শুভদ!
হে মহাদেব! শঙ্কর!
হে শম্ভো! এবার, কৃপায় আমার,
অপরাধ ক্ষমা কর॥ ৪

অকরণে যার, ঘটে প্রত্যবায়,
অশক্ত সে স্মার্ত্ত কর্ম্মে।
বিপ্র-অনুষ্ঠেয়, শ্রুতি-উক্ত কর্ম্ম,
যাহাতে জানায় ব্রহ্মে॥
কিবা তার বার্ত্তা? ধর্ম্মে আস্থা নাই,
বিচার-শকতি-হীন।
শ্রবণ মনন, সে নিদিধ্যাসন,
আদিতেও উদাসীন॥
অতএব শিব! হে শুভ শুভদ!
হে মহাদেব শঙ্কর!
হে শম্ভো! এবার, কৃপায় আমার,
অপরাধ ক্ষমা কর॥ ৫

বিধিমতে কভু, করি প্রাতঃস্নান,
পূজা হেতু গঙ্গাজল।
আনি নাই আমি, কানন হইতে,
কভু খণ্ড বিল্বদল॥
সরোবর হ'তে বিকচ কমল,
করি নাই আহরণ!
কোন দিন তোমা, পূজিবার তরে,
আনি নি ধূপ চন্দন॥

অতএব শিব ! হে শুভ শুভদ !
হে মহাদেব শঙ্কর !
হে শম্ভো এবার, কৃপায় আমার,
অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ৬

দধি দুগ্ধ ঘৃত, মধু-চিনি-যুত,
পঞ্চামৃতে ঘট শত—
পূরিয়া কখন, করিনি স্নাপিত,
শিব-লিঙ্গ বিধিমত ॥
চন্দনাদি দ্বারা, নহিল চর্চ্চিত,
কিম্বা হেম-বিরচিত—
কুসুম কর্পূর, দীপ ধূপ দ্বারা,
না হইল আরচিত ॥
নানাবিধ রস—, সংযুক্ত নৈবেদ্য,
বিবিধ ভক্ষ্যোপহারে।
নহে নিবেদিত, কভু কোন দিন,
আমা হ'তে হে স্মরারে ! ॥
অতএব শিব ! হে শুভ শুভদ !
হে মহাদেব শঙ্কর !
হে শম্ভো এবার, কৃপায় আমার;
অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ৭

ওঁকারময়, প্রণব-বায়ুতে,
স্তম্ভিত যে হৃদি-স্থান।
শান্তিরস-মগ্ন, বিস্তৃত বৈভব,
জ্যোতি রহে বর্ত্তমান।

পরোক্ষ সে জ্যোতি, তায় করে স্থিতি,
অথবা বেদপ্রসিদ্ধ।
লিঙ্গাদি যাহাতে, স্থিত দেবদেব,
মহেশ্বর নিত্যসিদ্ধ।
তাঁহার সমীপে, করি অবস্থিতি,
জীবদেহে বর্ত্তমান—
অন্তর্যামী রূপে, সেই যে শঙ্কর,
করিনি তাঁহার ধ্যান॥
অতএব শিব! হে শুভ শুভদ!
হে মহাদেব শঙ্কর!
হে শম্ভো এবার কৃপায় আমার
অপরাধ ক্ষমা কর॥ ৮
আমি শিব স্মরি, করি নাই কভু,
দ্বিজগণে ধন দান।
বীজমন্ত্রে লক্ষ অনলে আহুতি
করি নাই সম্প্রদান॥
তোমার উদ্দেশে, রুদ্রসূক্ত জপ,
হেতু ব্রত আচরণ—
নিয়মিত, গঙ্গার তীরে অবস্থান,
করিনি আমি কথন॥
অতএব শিব! হে শুভ শুভদ!
হে মহাদেব শঙ্কর!
হে শম্ভো এবার, কৃপায় আমার
অপরাধ ক্ষমা কর॥ ৯

উলঙ্গ নিঃসঙ্গ, হেতু শুদ্ধসত্ত্ব,
মোহভ্রষ্ট গুণহীন।
জ্ঞানমত্ত সদা, কল্যাণদায়ক,
তুমি কলুষবিহীন॥
সাধি নাই তোমা, বিষয় হইতে,
ফিরাইয়া নিজ চিত।
তব ধ্যান হেতু, নাসাগ্র কখন,
নহিল মম দর্শিত।
অতএব শিব! হে শুভ শুভদ!
হে মহাদেব শঙ্কর!
হে শম্ভো এবার, কৃপায় আমার
অপরাধ ক্ষমা কর॥ ১০
শশি-দীপ্ত-ভাল, স্মরারি শঙ্কর,
স্মরহর গঙ্গাধর!
ভুজঙ্গ-ভূষিত, কণ্ঠ-শ্রুতিরন্ধ্র
নয়নানল ভাস্কর!॥
ত্রিলোকের সার, গজচর্ম্মাম্বর—
পরিহিত মহাদেবে।
মুক্তি-আশে চিত, করহ নিশ্চল,
আনকাযে কিবা হবে॥ ১১
বিত্ত, গজ, বাজী, দান কিম্বা ধন,
এ সবে কি হবে মন।
ক্ষণ-বিনশ্বর, জানি ত্যাগ কর,
ধর শ্রীগুরু-চরণ।

আপনার হিতে, গুরুবাক্য হ'তে,
পার্ব্বতীপতিকে ভজ।
পার্ব্বতীবল্লভ— শ্রীপাদ-পল্লব,
ভজ মন পদে মজ॥ ১২

আয়ু অনুদিন, হইতেছে ক্ষীণ,
যৌবন হতেছে ক্ষয়।
জগত-ভক্ষক কালই প্রবল,
লক্ষ্মীও সুস্থিরা নয়॥
ক্ষণপ্রভা প্রায়, অস্থায়ী জীবন,
সেই হেতু হে শুভদ!
এ শরণাগতে, করহ রক্ষণ,
এখন হে শরণদ!॥ ১৩

বসতি করিয়া, পূত গঙ্গাতীরে,
গঙ্গাজল-প্রক্ষালিত—
পত্র, ফুল ফলে, গঙ্গা-মৃত্তিকায়,
শত লিঙ্গ অরচিত—
কিম্বা আমা হ'তে, এ অবনীতলে,
গেহে গোময়-গঠিত।
অথবা সামান্য, মৃত্তিকা-নির্ম্মিত
লিঙ্গও নহে পূজিত॥
অতএব শিব! হে শুভ শুভদ!
হে মহাদেব শঙ্কর!
হে শম্ভো এবার, কৃপায় আমার,
অপরাধ ক্ষমা কর॥ ১৪

(মম) কর-পদ-কৃত, বাক্য ও কায়জ,
কর্ম্মজ, কর্ণ-নেত্রজ্জ।
জ্ঞান বা অজ্ঞান— কৃত নানাবিধ,
অপরাধ মানসজ ॥
আছে যে সকল, করুণা করিয়া,
ওহে করুণা-সাগর!
শিব শিব শম্ভো মহাদেব! সব
অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ১৫
যে পশুপতির, সুসিত শরীর,
ভস্ম দ্বারা শুভ্রতর।
হাস্য শুক্ল যাঁর, খট্টাঙ্গ ধবল,
বিশদ কপাল কর ॥
বিশদ বরণ, যাঁহার বাহন,
শ্রবণে শ্বেত কুণ্ডল।
সুরধুনী-সিত, ফেনায় শোভিত,
শুভ্র জটা নিরমল ॥
ললাটে যাঁহার, সিত শশধর,
শশিকলা পরকাশ।
সর্ব্বসিত-ভব, প্রদানে বিভব,
করুন কলুষ নাশ ॥ ১৬
করুণা করিয়া, তনয়ে তোমার,
তার পিতঃ মৃত্যুঞ্জয়!
মাতঃ জয় দুর্গে! তার ভব-দুর্গে,
সুতাধম রামজয় ॥

৬৬নং।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল কাওয়ালী।

("দেখ জলে দলে দলে মাছে করে খেলা বা ২য় খণ্ডে প্রকাশিত

৯০ নং ভূমিকম্পের গানের সুরে")

দেখ মন নূতন পুরাতনের গুণাগুণ। *
তার দুই মন্দ যার কপাল বিগুণ॥
পরিতে সুখ নূতন বস্ত্রে, কাটিতে সুখ নূতন অস্ত্রে,
নূতন পীরিত নূতন কথা মধু মিষ্ট হয়।
ভাল নূতন ঘর, দেখ্‌তে নূতন বর,
যায় যত পাড়ার লোকে, দেখে সুখে নূতন বৌকে,
শয্যা ছত্র নূতন পত্র ফুল শোভাময়।
শাস্ত্রে নূতন আম ফলে, নূতন জলে নূতন চা'লে,
শ্রাদ্ধ বিধি কেবা করে কে কার তত্ত্ব লয়।
পেলে নূতন ভার্য্যা নব যুবার নিভে মনাগুন॥ ১
দেখে নূতনের দোষ, হইবে নূতনে রোষ,
নূতন জলে, নূতন চেলে, শ্লেষ্মার উদয়।
নূতন জ্বরে যার, ঘটেরে বিকার,
বাঁচা ভার তার বৈদ্যে বলে, নূতন মুহুরী ঠিক ভুলে,
মুটে মাঝি সিদ্ধি গুড় গুড় নূতন ভাল নয়।
ধরে নূতন ভার্য্যে বুড়োর ভাগ্যে গরলের গুণ॥ ২

---

* এই গানের অনেক কথা ও ভাব শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় কবি দাশরথিরায় মহাশয়ের কৃত পাচালী হইতে সংগৃহীত হইল।

সিদ্ধ হয় না নূতন যোগী, পথ্য পায় না নূতন রোগী,
নূতন ধনী দেখে ধরা যেন সরাময়,
হয় প্রাণনাশক, হ'লে নূতন শোক,
নূতন বুদ্ধিতে পয়মাল, নূতন খুনী যায় দায়মাল,
নূতন পীরিত ভাঙ্গ্‌লে জোড়া লাগা ভার হয় ॥
দ্রব্য না বিকায় নূতন হাটে শাকসব্জী বেগুণ ॥ ৩
বাস পুরাতন ঘরে, পুরাতন কলেবরে,
সদা মনে শঙ্কা করে কখন বা কি হয়,
নটী চিত্রকর, পুরাণ নরসুন্দর,
কাযে লাগে না আগের মত
কোন কোন রসিকের মত,
জায়া যেন তাহাদের অপুরাতন রয়।
তারা না বুঝে পুরাণের মর্ম্ম ভেবে হয় খুন ॥ ৪
পুরাণ লোকের কথা গণ্য,
পুরাণ চেলে বাড়ে অন্ন,
পুরাণ বৈদ্য মন্ত্রী মান্য, পুরাণ পুণ্যময়।
কুষ্মাণ্ডখণ্ডে, দেয় পুরাণ কুষ্মাণ্ডে,
পুরাতন জ্বরে পায় পথ্য, বিশ্বাসী পুরাতন ভৃত্য,
পুরাণ সিদ্ধি, ঘি তেতুল গুড় রোগনাশক হয়,
সদা স্মর রাম পুরাণ পুরুষ ব্রহ্ম সগুণ ॥ ৫

৬৭নং।

রাগিণী ইমনী ললিত।—তাল তেতালা।

(তুমি একজন অখিলের ধন) সুরে।

জীবের কর্ম্ম ফল ফলে সুনিশ্চয় ॥
নতুবা কি হেতু জীবে দেখি সুখ-দুঃখ-ময় ॥
এক পিতা হ'তে হয় উদ্ভব দেব দানব।
এক-মাতা-পিতা-জাত কেউ পশু কেহ মানব,
কেহ বা ত্রিতলবাসী, কার তরুতলাশ্রয় ॥ ১
কেহ বুদ্ধি-বিদ্যা-বলে মান্য দশের ভাজন,
কেহ বিদ্যা-বুদ্ধি-হীন ঘৃণ্য অতি অভাজন,
কেহ করে মুক্তি-আশে গোবিন্দ-পদ-ভজন,
নাস্তিক পাষণ্ড কেহ হীন ভজন পূজন,
কেহ ধন দান করে কেউ করে সুধু সঞ্চয় ॥ ২
কোন ফুল্ল ফুল হর-হরি-পদে শোভা পায়,
কোনটী সুরত শেষে * বারনারীর খোপায়,
কোন বংশে পূজা হেতু পুষ্পাধার সাজী করে,
কোন বংশে শতমুখী সাজে মলহর-করে,
বারাঙ্গনা শাড়ী সোণা পরে, সতী নগ্না রয় ॥ ৩
অন্ন জন্য শীর্ণ তনু দীন সারাদিন খাটে,
বিলাস-বিহ্বল ধনী কাটে দিন শুয়ে খাটে,
শ্রমে অন্ন মিলে বটে কথা আছে পুস্তকে,
সারবান্ বলি তাহা পশে না ত মস্তকে,
ধনি-সুত দত্তকে দেখ তার পরিচয় ॥ ৫

---

* শেষে—শয্যায়।

কর্ম্মফলে দ্বিজকুলে ভারতে লভি জনম,
তত্ত্বজ্ঞান ত্যজি হ'লে দ্বিজবন্ধু দ্বিজাধম ;
শ্ববৃত্তি-নিরত* হয়ে না তারিলে স্ব আত্মায়,
হ'লে আত্মঘাতী প্রায় পাবে পুন যাতনায়,
ইহা কি তোমার রাম! পূর্ব্ব-কর্ম্ম-ফল নয় ॥ ৫

৬৮নং।

রাগিণী বিভাস।—তাল একতালা।

("সংসারে পাঠায়ে কারে সুখে রেখেছ।") সুরে।

কত আর রাখিবে তারা! ভব-গারদে।
চৌরাশীতি লক্ষ বার পাঠায়েছ বহুবার
এবার ত্রাণ কর বরদে! ॥
কৃমি কীট কয়েদীসনে রাখিয়ে জঠর-কারায়
অবশ ইন্দ্রিয় দিয়া পাতিত কর ধরায়,
কর পদ শির তনু নহি শক্ত নাড়িতে,
মক্ষিকা মশক দংশে পারি নাই তাড়িতে,
মাতৃরূপে পালিয়া মা! অসহায় পীড়িতে
পাশ-বদ্ধ ক'ল্লে সারদে! ॥ (১)
যৌবনে বিষয়-মোহে ফুরালাম অজপায়,
স্থবিরে ঘিরেছে জরা আর না দেখি উপায়,
মহিষের গল-ঘণ্টা-ধ্বনি শুনি শঙ্কা পায়,

---

* শ্ববৃত্তি—দাসত্ব, চাকুরী, কুক্কুরবৃত্তি।

রক্ষ মা শঙ্করি ! যম-কিঙ্কর-ভয়ে কৃপায়,
অশেষ পাতকী পার পায় যারে রাখ পায়,
তার পাপ সুতে শুভদে ! ॥ (২)
কালী কালকান্তা কালবারিণী দুখহারিণী,
কাত্যায়নী কাম-অন্ত-উরস-বিহারিণী,
কৈবল্যদায়িনী কালকেতু-কৃপাকারিণী,
কলুষ-নাশিনী নর-শির-অসি-ধারিণী
কামরূপে কাম-আখ্যা নীলনগচারিণী,
মুক্তি দে মা ! রামে মুক্তিদে ! ॥ (৩)

৩০।১২।৮

৬৯নং।

রাগিণী আলেয়া।—তাল একতালা।
("রামের তুল্য-পুত্র কেবা পায়।") সুরে।

হরিভক্ত হওয়া সোজা নয়,
যার জন্ম জাতি বর্ণ, কর্ম্ম জন্য শূন্য,
দেহে আত্মবোধ সেই সাধু গণ্য,
হরি তায় প্রসন্ন, তিনি নরে ধন্য,
গণ্য মান্য জগন্ময়। (ওসে),
পূতচিত্ত যিনি হীন অহঙ্কার,
নাহি জ্ঞান বলি আমিও আমার,
সর্ব্বজীবে মৈত্রী করুণা যাহার,
হরি-প্রিয়ভক্ত হয় ॥ ১ ॥ (সেই)

ক্ষমাশীল, তুল্য মান অপমান,
সুখ দুঃখ যিনি সহেন সমান,
সংযত ইন্দ্রিয়, সন্তোষ, ধীমান্,
হরিভক্ত তায় কয় ॥ ২ ॥ (শাস্ত্রে)

হরিভক্ত হতে যদি রে বাসনা,
পূত হৃদে কর হরি উপাসনা,
কামিনী কাঞ্চন বিষয়বাসনা,
বলি দিয়া রামজয় ॥ ৩ ॥ (ত্বরা)

৩০।১২।৮

৭০নং।

বিদায়।

বেহাগ।—তাল যৎ।

("হরি হে পরাধিনী নারীর বেশ তোমারে") দাশরথি।

বিদায় বঙ্গবাসী! প্রণমি চরণে।
হত-বল সংসার-রণে ॥
দশ মাস বয়ঃকালে ছাড়ি গেলা মায়ে,
দ্বাদশ বরষে পিতা ত্যজিলা আমায়ে,
পরান্নে পোষিত প্রাণ বিবিধ ভবনে,
(তাহা) জানেন অন্তরযামী যে দুঃখ জীবনে ॥ ১

প্রাণসমা প্রিয়তমা তনয়া রতনে,
প্রাণোপম পৌত্রে হরে অকালে শমনে,
বনিতা জীবনমৃতা পতিতা শয়নে,
(তায়) পেতেছি সন্তাপ পূর্ব্ব পাপ-আচরণে ॥ ২
হতাশ সংসার-সুখে অন্তিম জীবনে,
বাসনা র'বনা শান্তিবিহীন ভবনে,
ত্রাসিত হেরিয়া রাম অদূরে মরণে।
(তাই) স্মরিবে স্বস্থানে শেষে শ্রীহরি-চরণে ॥ ৩

৩০।১২।৮

১ম পরিশিষ্ট।

মহাত্মা তুলসীদাস-কৃত দোঁহাবলীর পদ্যানুবাদ।

১

সৎ গুরুর উপদেশে হ'ল জ্ঞানোদয়।
অজ্ঞান-তিমিররাশি বিদূরিত হয় ॥
সমল অঙ্গার যথা সংযোগে অনল,
হয় নিরমল ধরে বরণ উজ্জ্বল ॥

২

বালার ধূলার খেলা সমান পূজন,
বিশ্বপতি-সহবাসে ঘুচে প্রয়োজন।
আবশ্যক জপ তপ প্রতিমা-অর্চ্চন,
যত দিন নাহি মিলে হরি-দরশন।
যাবত স্বামীর সহ না হয় মিলন,
তত দিন ধূলাখেলা করে বালাগণ ॥

৩

কাঁদিলে যে দিন আসিলে এ ভবে,
তোমায় হেরিয়া হাসিল বান্ধবে।
কর হেন কাজ তবে ধরাতলে
তুমি হেসে যাবে কাঁদিবে সকলে ॥

৪

দুঃখ পেয়ে করে হরি-চরণ-সাধন,
সুখের সময় কেহ না করে ভজন।

সুখকালে স্মরে যদি শ্রীহরি-চরণ,
দুখ সনে দেখা তার না হয় কখন ॥

৫

পড়ুক সুখেতে বাজ! দুখে বলিহারি,
যে দুখে স্মরণ হয়, অণুক্ষণ হরি।

কিম্বা

পড়ুক সুখেতে বাজ দুখে বলিহারি যাই।
অণুক্ষণ হরি-স্মৃতি হয় হেন দুখ চাই ॥

৬

একি পথে পুত্র মূত্র দুই বাহিরায়,
হরি ভজে তবে পুত্র নহে মূত্র প্রায় ॥

৭

দিবসে মোহিনী নিশিতে বাঘিনী,
পলে পলে লৌহ খায়।
উন্মত্ত মানব তবু ঘরে ঘরে
পালিছে বাঘিনী হায় ॥

৮

শুভ সব তিথি বার, হরি স্মরি যাত্রা যার।
শুধু ভদ্রা লাগে তার ভোলে যে নন্দকুমার ॥

৯

বিধি রুষ্ট যায়, ধন গিরিপ্রায়,
রহিলেও হয় ধূলিসমান।
জনক সত্তম হেরে যমোপম,
কুসুমমালায় হয় অহি-জ্ঞান ॥

১০

সুজনে সুজনে মিল, নষ্ট নয় কোন কালে।
জলে থাকে চকমকি অন্তরে অনলে পালে॥

১১

রাজ্য ধন জন বিদ্যা অভিমান,
ত্যজ গর্ব্ব পঞ্চ পাইবে নির্ব্বাণ॥

১২

নির্গুণ জনক মম মাতা গুণবতী।
নিন্দিব বন্দিব কায় দোঁহে দ্বন্দ্ব অতি॥

১৩

অসাধু ও সাধু সবে রামনাম লয়।
প্রেমভক্তি বিনা তাঁর করুণা না হয়॥

১৪

ধর্ম্মমূল দয়া, নরকাভিমান,
অতএব সবে দয়া কর জীবে।
ত্যজ অভিমান হে তুলসীদাস!
না ছাড়িবে দয়া যত দিন জীবে॥

১৫

দেহ-মাঝে হরি দেখিতে না পায়,
ভ্রমে ভ্রান্ত জীব ঈশ্বর-আশে,
স্বনাভি সুগন্ধ নাহি জানি মৃগ,
ব্যাকুলিত চিতে খোঁজে সুবাসে।

১৬

রাজা করে রাজ্য জয়, রণজয় বীর।
মনোজয়ী সকলের শ্রেষ্ঠ ও সুধীর॥

১৭

চলে গজ তায় না করে দৃক্‌পাত,
ধায় শুন শত ভীষণ চীৎকারে।
তেমতি রে সাধু মানবকুলের
স্তুতি-নিন্দা-বাদে ভ্রূক্ষেপ না করে॥

১৮

এই সংসারের মাঝে চারিরত্ন হয় সার।
সাধুসঙ্গ, হরিকথা, দয়া, দীন-উপকার॥

১৯

পরবিত্তহারী বৃথা করে বহু দান।
পরদারকারী বৃথা বহুতীর্থে যান॥
পরপ্রত্যাশীর বৃথা জীবনধারণ,
নিন্দুকের বৃথা হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন॥

২০

তুলনায় লঘু-গুরু বুঝ এই ভাবে।
বৃন্দাবন রহে ভূমে বৈকুণ্ঠ আকাশে॥
ভগবানে ভক্তি আর প্রীতিই প্রধান,
বৈকুণ্ঠের মুক্তি নহে এ দুই সমান

২১

শাস্ত্র চতুর্দ্দশ বেদ চতুষ্টয়,
আর অষ্টাদশ মহাপুরাণ।

পঠন শ্রবণ বৃথা যেন তার
নাহি হয় যার হরির জ্ঞান ॥

২২

মেঘ-ছায়া-সমান যৌবন ধন জন।
ক্ষণস্থায়ী, গর্ব্ব তার ত্যজ মম মন ॥

২৩

অনল পাষাণখণ্ডে রয় হীনজ্যোতি।
চকমকি-পরশনে পরকাশ পায় ॥
জীব-দেহে তেমতি আত্মার অবস্থিতি,
গুরু-দত্ত জ্ঞান বিনা নাহি জানা যায় ॥

২৪

সকল কানন, তুলসী-তুলন ;
সব শিলা শালগ্রাম।
হেরে গঙ্গাজল, জীবন সকল
যে ঘটে বিরাজে রাম ॥

২৫

সৌজন্য, সন্তোষ, ক্ষমা, দীনতা, হরি-ভজন।
জ্ঞানার্জ্জন, সুবচন কভু করো না বর্জ্জন ॥

২৬

পড়ি রয় অজাগর, * তাহারো পূরে উদর,
পক্ষী খায় নাহি করি কাম।
কীট, জলচর, পশু, পতঙ্গ ধরয়ে অসু,*
সকলেরি অন্নদাতা রাম ॥

---

* মূলে নাই।

২৭

তুলসি! জগতে কর দুই কাম।
দেও অন্নকণা লও হরিনাম॥

২৮

ঈশ্বর-ইচ্ছায় যাহা হয় সুঘটন;
অনন্ত চেষ্টায় তাহা না হয় সাধন,
শুকায় উদ্যান-তরু অশেষ যতনে,
স্বভাবে সতেজ হের গিরিজ কাননে॥

২৯

রামনাম নিলে বৃথা সময় না যায়।
পরকালে নামফল হইবে সহায়॥

৩০

কর্ম্ম অনুযায়ী ফলভোগ করে জীবে।
রোপিলে বাবলা বৃক্ষ আম না সম্ভবে॥

৩১

পৌষ, মাঘে, দিনে যথা রৌদ্র প্রীতিকর।
কবে হবে রামনাম তুলসী-গোচর॥

৩২

যায় প্রাণ থাকে মান ধন্য সেই জন।
হতমান জনের জীবন অকারণ॥

৩৩

তুলসি! জগতে শক্ত হেন কোন জন?
কামিনী-কাঞ্চনে যার নাহি যায় মন॥

৩৪

সাধুসঙ্গ বিনা হরি-কথা নাহি হয়।
হরি-কথা বিনা মোহ নাহি পায় ক্ষয়॥
মোহ নাশ বিনা নহে বৈরাগ্য উৎপত্তি।
বৈরাগ্য ব্যতীত নহে রামপদে রতি॥

৩৫

দ্বিজে ভক্তি সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা।
যে করে সে প্রিয় মোর প্রাণের তুলনা।

৩৬

বিশ্বাস ভকতি বিনা দ্রব নন রাম।
তাঁর কৃপা বিনা নাই মনের বিশ্রাম॥

৩৭

জ্ঞানী গুণী শূর কবি তাপস পণ্ডিত।
কারে বা না করে ভবে লোভে বিড়ম্বিত।

৩৮

প্রভুত্বে বধির, বক্র শ্রী-মদে না-করে।
কারে না হরিণীনেত্রা বিন্ধে আঁখি-শরে?

৩৯

অর্জ্জনে অশেষ ক্লেশ, ভাবনা রক্ষায়।
হানিতে মনের দুঃখ, তাপ ব্যয়ে তায়॥
ধিক্ হেন অর্থে, দুঃখ দেয় জগ-জনে।
মহা অরি জান তায় বিচারিয়া মনে॥

৪০

পুত্র লাগি পিতা মাতা সতত অশান্তিময়।
বিচার মানসে, পুত্র মহা রিপুরূপ হয়॥
সুতের লালসা হয় না হ'লে তনয়।
গর্ভবতী হ'লে দারা আশঙ্কা উদয়॥
জন্মিলে শিশুর ঋষ্টি ভাবি হয় ভয়।
বোবা হয় পাছে ভাবি উপজে সংশয়॥
শৈশবে শিক্ষার চিন্তা, সাধুতা যৌবনে।
আশঙ্কা অশক্ত হয় সংসার-রক্ষণে॥
সুসমর্থ হয় বহু অর্থ-উপার্জ্জনে।
কুটুম্ব-স্বজন-পরিবার-সুপালনে॥
হইলেও সর্ব গুণে সুত গুণবান্।
শঙ্কা হয় নাহি রয় পাছে বর্ত্তমান॥
দুঃখরূপ পুত্র দেয় যাতনা জীবনে।
তবে হেন সুত কেন চাঁয় জগজনে?

৪১

হের মম মায়া-বল কটাক্ষে যুবতীদল।
দিগ্বিজয়ী গুণসিন্ধু শূরে করে পদতল॥

৪২

নিদ্রা, ক্রোধ, ভয়, দীর্ঘসূত্রিতা, অলস।
তন্দ্রভার, শুভকামী না হইবে বশ॥

৪৩

অনালস্য, ধৃতি, ক্ষমা, অসূয়া-রহিত।
সত্য ও সুদান ষষ্ঠ ত্যজিলে অহিত॥

৪৪

ঐশ্বর্য্য, গৌরব, আর ধন কুল মান।
হয় নাশ, অষ্ট দোষ যার বর্ত্তমান॥
ব্রাহ্মণে যে করে দ্বেষ, বিরুদ্ধাচারে অশেষ,
ব্রহ্মবিত্ত যে করে হরণ।
নিরত দ্বিজ-হিংসায়, দ্বিজে নিন্দি সুখ পায়,
দ্বিজ যশ না করে শ্রবণ॥
না করে দ্বিজ সম্মান, ব্রাহ্মণে না করে দান,
ভিক্ষা আশে দ্বারস্থ হইলে।
নিত্য-নৈমিত্তিক-ক্রিয়া, ব্রাহ্মণে না নিমন্ত্রিয়া,
সমাপন করে অবহেলে॥

৪৫

শালা করে মালা জপ, কর জপে ভাই।
যে জপে মানসে, তার বলিহারী যাই॥

৪৬

গাভীদুধে কুত্তা পালে বঞ্চিয়া বৎসেরে।
পিতা উপবাসী, শালা খায় ক্ষীর সরে॥
স্বদারে বিরত, প্রেমে তোষে বেশ্যা দাসী।
ধন্য কলি তব খেলা! দেখে দুখে হাসি॥

৪৭

নিষ্কাম প্রসন্ন মনে ব্রহ্ম গুণযুত।
ভজে যেই কৃপা তায় করেন অচ্যুত॥
কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণে আসক্ত হইলে,
হরি অনুভব জ্ঞান প্রেম ভক্তি মিলে॥

ভোজনশীলের যথা প্রতি গ্রাসে গ্রাসে।
তুষ্টি পুষ্টি হয়, ক্ষুধা হরে অনায়াসে॥

৪৮

হরি-পদে যার মন, নিশি দিন অণুক্ষণ,
গৃহ-কাযে নাহি করে বাধা।
* সংসারের কায-মাঝে, স্মরিতেন নটরাজে,
গোকুলে গোপিনী সহ রাধা॥
শূন্য পথে রাখি দড়ি, তাহার উপরে চড়ি,
বাজিকর-জায়া করে গতি।
নাহি আন দিকে মন, নিরীক্ষণ অনুক্ষণ,
শিরস্থিত কলসীর প্রতি॥
কিম্বা যারা জার তরে, প্রাণ সমর্পণ করে,
গৃহ-কায সাধে সযতনে।
সদা চিতে চিন্তা তার, কখন হেরিবে জার,
সারাৎসার স্মর তথা মনে॥

৪৯

যে করে হরি-চরণ, অনন্য ভাবে ভজন,
কামনা-বাসনা-হীন চিতে।
পায় হরি দরশন, বৃথা তার আয়োজন,
জপ যাগ যোগাদি সাধিতে॥
বিনা শ্রমে সেই নরে, ভব-পারাবার তরে,
ত্যজে যদি মৎসরাদি দোষে।

* মূলে নাই।

মান্য করি দৃঢ় মন, এ সব সুধী-বচন,
ব্যক্ত যাহা শাস্ত্রের আদেশে ॥

৫০

কি দিয়া গোবিন্দ— পদ-অরবিন্দ,
পূজিব ভাবছি তাই।
দুধ, ফুল, ফল, জল নিরমল,
উচ্ছিষ্ট দেখিতে পাই ॥
তুলসী চন্দন, অন্যোপকরণ,
দুর্ব্বা বিল্বপত্র মূল।
আছে পূজাবিধি, ধূপ দীপ আদি,
নৈবিদ্য আর তাম্বূল ॥
দুধ পিয়ে বৎস, জলে রয় মৎস্য,
ফলে কীট, ফুলে ভৃঙ্গ।
মলয়জে অহি, বাসে বিষে দহি,
কি দিয়া পূজি ত্রিভঙ্গ ॥
ভক্তি আর মনে, পূজিলে চরণে,
উভে পদে করি দান।
শ্রীগুরু-কৃপায়, পায় হরি-পায়,
চরমে মুক্তি নির্ব্বাণ ॥

৫১

রসনায় রামনাম-প্রদীপ ধরিলে।
অন্তর-তিমির হরে তার তেজ বলে ॥
গৃহদ্বারে দীপ যথা হ'লে প্রজ্জ্বলিত।
অন্তর বাহির তার হয় আলোকিত ॥

৫২

সাধুর সমাজে, আর তীর্থরাজে
অভেদ বলিয়া মান।
শ্রীরামে যে ভক্তি, তুলসীর উক্তি,
সুরধুনী বলি জান॥
ব্রহ্মের বিচার, বাণীর স্বরূপ,
কর্ম্ম সে কালিন্দী চারু।
সাধুজন জ্ঞান, ধর্ম্মে সুবিশ্বাস,
সম-রূপ কল্পতরু॥
ত্রিবেণীতে স্নান, তুল্য ফল পান,
করিলে সাধুর সঙ্গ।
সাধুজন-স্থানে, সানুরাগ প্রাণে,
যে শুনে হরি-প্রসঙ্গ॥
মন-অনুরাগে, স্নানে সে প্রয়াগে,
ফলে চতুর্ব্বর্গ ফল।
মনোমলহারী, সাধুসঙ্গকারী,
পুরুষে পায় সে ফল॥

৫৩

গ্রহ, বস্ত্র, বায়ু আর ভেষজ সলিলে,
হয় সৎ অসৎ যেমন সঙ্গ মিলে॥

৫৪

নিজে মহা বলবান্, হলেও সামান্য জ্ঞান,
করিবে না অরি ক্ষীণ প্রাণে।

হের বাহুহীন গাত্র, শির অবশেষ মাত্র,
গ্রাসে শশী সূর্য্য বলবানে ॥

৫৫

অতি লঘু মন্ত্র রাম কৃষ্ণ নাম দ্বি-অক্ষর—
বাধ্য বিধি হরি হর যথাঙ্কুশে গজবর।

৫৬

বৃথা করি কালব্যাজ, সময়ে না সাধি কাজ,
অকালে করিয়া নাহি ফল।
তৃষ্ণায় না পেয়ে নীর, ত্যজিয়াছে যে শরীর,
তাহে সুধা প্রদান বিফল ॥
তাপে কৃষি শুকাইলে, পরে নীর বরষিলে,
কিবা ফল অকাল-বর্ষায়।
সেই মত হেলা করি, কালে কাজ না আচরি,
অকালে করিয়া পছতায় ॥

৫৭

সাধুর সরল সত্য সহজ বচনে।
কুমতি মানব লয় বক্র ভাবি মনে ॥
সমতল-জল-স্থিত জলৌকা যেমতি।
সমান সলিলে রহি চলে বক্রগতি ॥

৫৮

চাতুরী করি বর্জ্জন, দিয়া কায়বাক্যমন,
যে না করে হরি-পদাশ্রয়।
সে জন না সুখ পায়, করিয়া কোটি উপায়,
স্বপনেও উভয় সময় ॥

৫৯

শোচনীয় সে গৃহস্থ,
গৃহ-কাজে সদা ব্যস্ত,
স্বধর্ম্ম করে না অনুষ্ঠান,
প্রপঞ্চ-নিরত যতি,
বিবেক-বিরাগ-মতি
হীন যদি অধম সমান।

৬০

শোচনীয় নীতিজ্ঞানহীন নৃপগণ,
প্রজার পালনে যারা উদাসীন রন।
কুবুদ্ধি কুকাজে রত বেদপাঠহীন,
সকলের শোচনীয় হেন দ্বিজ দীন।

৬১

প্রখর, মুখর, মান-জ্ঞান-অভিমানী।
দ্বিজ-মানহারী শূদ্র শোচনীয় জানি॥

৬২

ক্রূরা নারী স্বেচ্ছাচারী কলহরূপিণী।
শোচনীয় অতি পতিবঞ্চনাকারিণী॥

৬৩

ধন আছে দান নাই রক্ষা মাত্র কাজ,
গৃহে দুঃখ কষ্টভোগ তপেতে নারাজ,
এ দুই জনেরে দৃঢ় শিলা বাঁধি গলে,
ক্ষেপণ উচিত হয় জলধির জলে।

৬৪

পরিধানে নাহি বস্ত্র ভূষণে ভূষিত।
শোভার কারণ নহে বরং বিড়ম্বিত ॥
সেইরূপে ব্রহ্মজ্ঞানী, বিরাগরহিত,
আশ্রম-আচার-ধর্ম্ম-কর্ম্ম-বিবর্জ্জিত ॥

৬৫

হরিভক্তি বিনা জপ যোগ আচরণ।
রুগ্ন দেহে ভোগ যথা কষ্টের কারণ ॥

৬৬

পাগল ব্যাকুল অতি বৃশ্চিক-দংশনে,
তায় গ্রহগ্রস্ত যদি সুরা করে পান,
হয় অনর্থের হেতু তেমতি সংসারে,
মত্ত নরে রাজ্য-ধন-বিদ্যা-মদ-দান।

৬৭

তরুমূলে অধিষ্ঠান,
করিলে ছায়া প্রদান,
করে তরু সমভাবে সবে
তেমতি সাধু-সেবায়
সবে সম ফল পায়,
ধনী দীন অবিশেষ ভাবে ॥

৬৮

জানে সে মানীর মান মানী যেই জন,
রয় না মানীর মান অমানীর পাশ;

স্বশিরে করেন শম্ভু শশীরে ধারণ,
নীচ হীন-মান রাহু তাঁরে করে গ্রাস ॥

৬৯

অবিদ্যা-আঁধারে পূর্ণ মানব-হৃদয়,
রাগ দ্বেষ উলুক সতত তায় রয়।
ভক্তিযোগে হরির প্রভাব দিনকর
উদিলে, তিমিররাশি হয় সে অন্তর।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মাৎসর্য্য পৈশুন্য
দূরে যায় হৃদে হয় সদ্‌গুণ-প্রাধান্য ॥

৭০

নীচ-গেহে গেলে সাধু না পায় আদর।
না জানে সাধুর গুণ যারা নীচ নর ॥
অবহেলে সাধুজনে তেঁই সে ইতর।
যথা গজমুক্তা পেয়ে কানন-ভিতর,
কিরাত রমণী তায় করি নিরীক্ষণ।
বিফল ভাবিয়া দূরে করে নিক্ষেপণ ॥

৭১

সাধু ও অসাধু দোঁহে এক স্থানে রয়।
সার লয় সাধু, শক্ত নীচ জনে নয় ॥
সরোবরে ভৃঙ্গ করে পদ্মমধু পান।
সেই সরে থাকি ভেক ভেদ নাহি পান ॥

৭২

সমীপে সদ্‌গুণ পেয়ে ত্যজে নীচ জন।
সমাদরে সাধু করে সে গুণ গ্রহণ ॥

যেমন সমান ব্যাপ্ত সূর্য্যের কিরণ।
দেখি সুখী উচ্চ নীচ সব জীবগণ॥
উলুক অসুখী শুধু রয় অন্ধকারে।
উজ্জ্বল কিরণরাশি নিরখিতে নারে॥

৭৩

বিরাগ জনমে ধর্ম্ম কর্ম্ম অনুষ্ঠানে।
যোগে হয় জ্ঞানলাভ মুক্তি তত্ত্বজ্ঞানে॥
অনাদি বেদের বাক্য অভ্রান্ত প্রমাণ।
বেদের বচন কভু নাহি ভাব আন॥

৭৪

ত্বরা হন দয়াবান্ হরি ভক্তি-বশে।
ভক্তিতেই দ্রব তিনি ভক্তের আবেশে॥
অন্যের অপেক্ষাহীন ভকতি স্বতন্ত্র।
হরি-কৃপা-লাভ হেতু প্রভাব অনন্ত॥

৭৫

ভক্তিতে সুলভ হয় জ্ঞান'ও বিজ্ঞান।
হরিভক্তি অনুপম সুখের নিদান॥
ভকতি মহৎ গুণ করেন ধারণ।
সুলভ পরম সুখ ভক্তির কারণ॥

৭৬

মুক্তি-মূল ভক্তি হয় সাধুসঙ্গ হ'তে।
সাধুসঙ্গ হেতু সাধু দয়া করে চিতে॥
* সাধুর যে ধর্ম্ম তায় হয় অনুরাগ।
হরিগুণ শুনি জন্মে বিষয়-বিরাগ॥

---

* মূলে যদিও নাই বিশদরূপে বুঝিবার জন্য লিখিত হইল।

ভগবান্-গুণ-গান শুনে হয় রতি।
এইরূপে সাধুসঙ্গে মিলয়ে ভকতি॥

৭৭

প্রথম-আশ্রম-ধর্ম্ম কর অনুষ্ঠান।
দেব দ্বিজ গুরু প্রতি হও প্রীতিমান্॥
স্বধর্ম্ম-সেবন-ফলে বিরাগ উদয়ে।
অনুরাগ হয় হরি-পাদ-পদ্মদ্বয়ে॥

৭৮

সৎসঙ্গ-সাধন-গুণে, শ্রীহরির শ্রীচরণে,
অনুরাগ হইলে উদয়।
হয় নবধা ভকতি, হরি-পাদপদ্মে রতি,
দৃঢ়রূপে পূর্ণ সে হৃদয়॥
নবধা ভকতি যথা—*
শ্রীহরি-গুণ-শ্রবণ, (১) হরির গুণ-কীর্ত্তন, (২)
স্মরণ (৩) চরণ-সেবার্চ্চন (৪।৫);
বন্দন (৬) ও দাস্য ভাব (৭)
ভাবে কৃষ্ণে সখ্য ভাব (৮)
করে কৃষ্ণে আত্ম নিবেদন॥ (৯)
নবধা ভক্তি-উদয়ে, হরি-লীলা-সমুদয়ে,
দেখে দৃঢ় প্রীতির সহিত।
পরে হয় প্রতিক্ষণে, সঙ্গ-আশ ভক্তসনে,
মানস-লালসা-সমন্বিত॥

---

* মূলে যদিও নাই বিশদরূপে বুঝিবার জন্য লিখিত হইল।

৭৯

কাম ক্রোধ মদ আদি, হৃদে যার নিরবধি,
লেশমাত্র না করে বসতি।
সদা শুচি শুদ্ধমতি, ভগবানে আছে রতি,
বশীভূত তাহার শ্রীপতি॥

৮০

হরিপদে সমর্পণ, করি কায় বাক্য মন,
প্রীতমনে যে ভজে শ্রীহরি।
দৃঢ় হয় হরিভক্তি, সুপবিত্র প্রেমভক্তি,
মনে হয় উদয় তাহারি॥
পুলক লোমাঞ্চ হয়, দুই নেত্রে ধারা বয়,
হরিগানে গদ্‌ গদ স্বর।
হরিগত হয় প্রাণ, ধন্য প্রেম ভক্তিমান,
হরিভক্ত মহাত্মা সে নর॥
কাম মোক্ষ ধর্ম্ম অর্থ, তার কাছে সব ব্যর্থ,
যথার্থ কৃতার্থ সে সংসারে।
হরি ভব-কর্ণধার, হৃদয়ে রহেন তাঁর,
সুখে তরে ভব-পারাবারে॥

৮১

চণ্ড বায়ু বরষায়, বহিলে বিনাশ পায়,
অনন্ত আকাশে মেঘচয়।
কুপুত্র জন্মিলে কুলে, ধন, কুল ধর্ম্ম মূলে
কুপুত্র হইতে পায় লয়॥

৮২

গুরু বিনা জ্ঞানলাভ কার নাহি হয়।
জ্ঞান বিনা নাহি হয় বৈরাগ্য উদয়॥
হরিভক্তি বিনা শ্রেয় সুখ না মিলয়।
নিগম পুরাণ বেদ তারস্বরে কয়॥

৮৩

যে বিষয় ত্যজে, হরিপদ ভজে,
পরম দয়াল হরি।
বিহীনে-সাধন, তাহারে তারণ,
করেন কৃপা বিতরি॥

৮৪

যে লয় শরণ, শ্রীহরি-চরণ,
প্রাণ বাক্য কায় মনে।
ধর্ম্ম কাম অর্থ, মোক্ষ পুরুষার্থ,
হরি দেন অসাধনে॥

৮৫

বিনয়ে না হয় বশীভূত নীচ জন।
ফল পাওয়া যায় তার করিলে শাসন॥
বদরী-তরুর মূলে সেচন বিফল।
শাখা ছেদনেই তার সুলভ সুফল॥

৮৬

সুধারাশি বরিষণ, করে যদি ঘনগণ,
ফুল ফল না সম্ভবে বেতে।

গুরু হয়ে যদি বিধি, বুঝান নিষেধ বিধি,
জ্ঞান নাহি হয় মূর্খ-চিতে।

৮৭

চপলতা কপটতা সাহস অনীতি।
নিদয়তা অবিবেক অশুচি ও ভীতি॥
এই আট অপগুণ করয়ে বসতি
নারীর স্বভাবে; ইহা শাস্ত্রের ভারতী॥

৮৮

কালিকার কাজ, কর ত্বরা আজ,
আজিকার কাজ কর এখন।
অনিত্য জীবন, কি জানি কখন,
সর্ব্বহর কাল করিবে হরণ॥

৮৯

কলির পামর দ্বিজে না করিও দান।
নিরয়ে সহিত দাতা করিবে প্রয়াণ॥

৯০

সত্যে নাহি লাগে শাপ, সত্য নহে ক্ষয়।
সত্যে সত্য মিলে পুনঃ সত্যে সত্য লয়॥

৯১

বাসনার বশীভূত হ'য়ে নরগণ।
সর্ব্বক্ষণ সুচিন্তিত পরাধীন রন॥
কিন্তু যাহাদের নাই আকাঙ্ক্ষা সে ঘটে।
সম্রাট্ সরব-শ্রেষ্ঠ তাহারাই বটে॥

৯২

দয়া যথা ধর্ম্ম তথা, লোভে পাপ রয়।
ক্রোধে নাশ, ক্ষমা সনে ঈশ্বর নিশ্চয়॥

৯৩

নাহি তপ সত্য সম, পাপ মিথ্যার সোসর।
হৃদে সত্য যার, তার হৃদে বিরাজে ঈশ্বর॥

৯৪

তোমার সম্বন্ধে যেই কণ্টক রোপণ
করে, তারে কর তুমি কুসুম বপন॥
তব ফুল হইবে সে ফুল সমতুল।
তাহার কণ্টক তার হইবে ত্রিশূল॥

৯৫

স্নিগ্ধ যাহে প্রাণী, বল হেন বাণী,
ঘুচায়ে মনোমালিন্য।
শীতল করিবে, তুমিও হইবে,
সমান শীতল ধন্য॥

৯৬

সহে কুবচন, সদা সাধুজন,
ধরণী খনন সহে।
কানন কর্ত্তন— ক্লেশ অনুক্ষণ,
সহে, আন কেহ নহে॥

৯৭

সজ্জনে পীড়িয়া সুখ পায় দুষ্টগণে।
চন্দনে ঘষিয়া বাস লভে যথা জনে॥

৯৮

সমান প্রকৃতি হ'লে মিলে পরস্পর।
দুধে দধি; কাঁজি সনে অনেক অন্তর॥

৯৯

ওহে পরাৎপর, পরম ঈশ্বর,
ভুল না কভু আমায়।
তুমি ভিন্ন আর, কে আছে আমার,
লক্ষ লোক তোমা চায়॥

১০০

কিছু নাই হরি! মোর সকলি তোমার।
তোমার তোমায় দিতে কি কষ্ট আমার?

১০১

কহিতেছে কলি, কুসুম সকলি,
তুলি নিল মালী আজ।
আমাদের কালি, তুলি লবে মালী,
দিবা নিশি মাত্র ব্যাজ॥
দেখে জীব-নাশ, জীবনের আশ,
ত্যজে না মানব মনে।
সংসারে বিরাগ, পদে অনুরাগ,
* দেও হরি! অকিঞ্চনে।

১০২

কষ্ট সয়ে কৃষ্ণ ভজ পাবে ফল এক দিন।
ধাক্কা খেয়ে পড়ে থেকে ধনিদ্বারে যথা দীন॥

---

* মূলে নাই।

১০৩

আপন মনের ফের না করি অন্তর।
ফিরাইলে নাহি ফল মালা যুগান্তর ॥

১০৪

ঈশ্বর ভাবিয়া যারা ঈশ্বরে মিশায়।
স্বরূপ কেমনে কবে আসি পুনরায় ॥
সিন্ধুর সংবাদ সে কেমনে দিবে বলি।
সিন্ধুমাঝে মিশে যেই লবণ-পুতলী ॥

১০৫

সদা হায় হায় যাহার সহায়,
পীড়িয়া তাহায় না লও শ্বাস।
নিশ্বাসে ভস্ত্রার, অনল সঞ্চার,
হয় তায় শক্ত লোহার নাশ ॥

১০৬

মাটি কহে কুম্ভকার, কেন কর বার বার,
পদাঘাত শরীরে আমার।
তুমিও ত একদিন, হইবে আমায় লীন,
এই দশা ঘটিবে তোমার ॥

১০৭

সকলেরি চিতে, ঈশ্বর পাইতে,
সাধ আছে জানি খাঁটি।
অশক্ত অনেকে, কামিনী কনকে
বাঁধা দেয় দুই খুঁটি ॥

১০৮

পড়িয়া পুস্তকরাশি জন্ম হয় শেষ।
তবু তায় নাহি হয় পাণ্ডিত্যের লেশ ॥
একাক্ষর পড়ে যেই প্রেমের সহিত।
মাননীয় সেই জন পরম পণ্ডিত ॥

১০৯

সময়ে সুমিষ্ট লাগে মন্দ গালাগালি।
সত্য কথা কখনও বোধ হয় বালি ॥
উদ্বাহে উত্তম দেখ গালাগালি লাগে।
রণোদ্যত বীরে বিষ নারী অনুরাগে ॥

১১০

নাই হ'তে হয় সব শেষ নাই হবে।
নাই হয়ে থাক হরিপদ ভাবি ভবে ॥

১১১

ক্ষণেকের তরে করে কুক্কুরে শৃঙ্গার।
তাহা দেখি হাসি কেন পায় সবাকার ॥
আপনার দোষরাশি পানে দৃষ্টি নাই।
বিন্দুমাত্র পরদোষে নিন্দেন সবাই ॥

১১২

যাতনা দুর্জ্জন স্থানে পেলেও সুজন।
নাহি হয় সুজনের প্রতিকারে মন ॥
লোষ্ট্রাঘাত পেয়ে যথা রসালের তরু।
প্রদানে ঘাতিকে সুধাসম ফল চারু ॥

১১৩

সুজনের সহিত করিলে অবস্থান।
বিপদে সুজন তারে করে পরিত্রাণ ॥
নয়নের পাতা রক্ষা করে নেত্রদ্বয়ে।
শরীররক্ষক হয় করও উভয়ে ॥

১১৪

প্রার্থনা বিনেও আশা পূরে সাধুজন।
কে চায় রবির কাছে তাহার কিরণ ॥

কবির-কৃত দোহার পদ্যানুবাদ।

১

নীচের নীচত্ব নাহি যায় সাধু-সঙ্গে।
মলয়জ-বাসে বিষ ত্যজে না ভুজঙ্গে ॥

২

গ্রহ-দোষে ঘটে ঋষ্টি, শ্রীহরির কৃপাদৃষ্টি-
ফলে লোক পায় পরিত্রাণ।
বলে যদি অবিরাম, মুখে রামকৃষ্ণ নাম,
সঁপে কৃষ্ণে কায় মন প্রাণ ॥

৩

শূদ্রে পড়ে গীতা এবে মূরখ ব্রাহ্মণ।
নির্ধন পণ্ডিত ; সুখী শঠ ধূর্ত্তগণ ॥
পায় সত্যবাদিগণ দণ্ড পায় পায়।
অনৃতভাষীরা গুরু-সম পূজা চায় ॥

বিকায় গোরস ফিরি গলি গলি ধারে।
নগদ বিকায় সুরা বসিয়া বাজারে॥
সতীর না মিলে ধূতী, বেশ্যা শাড়ী পরে।
কবির কহিছে দেখ! কি তামাসা পরে॥

৪

হরি-পদাশ্রয় ত্যজি ভ্রমে যে সংসারে।
হয় সে পেষিত কালচক্রের প্রহারে॥
সংসার ত্যজিয়া কর হরি-পদাশ্রয়।
হরির কৃপায় তবে রহিবে অক্ষয়॥
জাঁতাদণ্ড-মূলাশ্রয় ছাড়ে শস্য যবে।
চক্রের পেষণে হের চূর্ণ হয় সবে॥
কিন্তু যারা চক্রদণ্ড-মূলে স্থিত রয়।
চক্রের ঘূর্ণনে তারা চূর্ণ নাহি হয়॥

আগের মতন।

বারি না বরষে আর কালে কাদম্বিনী।
প্রসবে না শস্য শস্যপ্রসূ মা মেদিনী॥
প্রচুর না দেয় তরু চারু ফুল ফল।
বহু ক্ষীর প্রদান না করে গো সকল॥
নরপতি নাহি সাধে প্রজার কল্যাণ।
পিতা মাতা প্রতি পুত্র নয় ভক্তিমান্॥
করে না মানব আর ধর্ম্মের আদর।
সেবে না অতিথি এবে যত গৃহী নর॥
ত্যজে না ধর্ম্মার্থে কেহ প্রিয় কলেবর।
না সম্ভাষে ভক্তি-ভাবে গুরু বৃদ্ধ নর॥

তড়াগ খনিতে ধনী নাহি দেয় মন।
দেব দ্বিজে দীনে আর তোষে না তেমন॥
না জনমে কবিগুরু বাল্মীকি বা ব্যাস।
ভবভূতি ভারবি শ্রীহর্ষ কালিদাস॥
বঙ্গকবিকুলগুরু ভক্ত বিদ্যাপতি।
কাশীদাস কৃত্তিবাস মধুর-ভারতী॥
মুকুন্দ ভারত কবি গুপ্ত দাশরথি।
হরিশ রংলাল মধুসূদন সংপ্রতি॥
কবিবর কৃষ্ণযুগ* রাজকৃষ্ণদ্বয়।
শঙ্করাংশ শঙ্কর আচার্য্য মহাশয়॥
রঘুনাথ জগন্নাথ শ্রীরঘুনন্দন।
জন্মে না ভারতে আর আগের মতন॥
শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়।
তিরোধানে স্থান তাঁর রবে শূন্যময়॥
করে না কামিনীগণ ব্রত আচরণ।
বিষ্ণুর সহস্র নাম বৈশাখে শ্রবণ॥
সেবে না স্বামীরে গুরুভাবে নারীজন।
পদাম্বুপ্রসাদ করে কে পান ভোজন?"
লক্ষ্মী, ষষ্ঠী, মনসার কথা কেবা শুনে।
নিজে না খাইয়া দীনে কে ওদন দানে?
পরে না সিন্দূর শঙ্খ আর রামাগণ।
দূরে গেছে দেবী-ভাব আগের মতন॥

---

* কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, রসসাগর কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও রাজকৃষ্ণ রায়।

মানব-হৃদয়ে শান্তি নাহি করে বাস।
সকলি কলি-প্রভাব, ভাব পীতবাস ॥
হৃদয়ে ঈশ্বর দেখ ডাক তারে দিন যায়।
আগে বা আসিবে কবে হবে ৺রামজয় ॥

শ্রীকৃষ্ণ সম্বোধনে পদ্যানুবাদ।

"রত্নাকরস্তব গৃহং গৃহিণী চ পদ্মা
দেয়ং কিমস্তি ভবতে পুরুষোত্তমায়।
আভীরবামনয়নাহৃতমানসায়
দত্তং মনো যদুপতে ত্বমিদং গৃহাণ ॥"

রত্নাকর গৃহ তব ওহে যদুপতি!
গৃহিণী সম্পদ-অধিকারী রমা সতী ॥
পুরুষ-উত্তম তুমি তোমাকে দিবার,
কিবা আছে উপযুক্ত সম্পদ আমার ॥

শুনেছি গোকুলে থাকি গোপ-রামাগণ
প্রেমবশে মন তব করেছে হরণ ॥
হৃতচিত্ত তোমায় এ চিত্ত অরপণ।
করিতেছি; কৃপা করি করহ গ্রহণ ॥

দয়া, ধর্ম্ম, দান, রণ-বীর চতুষ্টয়।
দয়াবীর জীমূতবাহন মহাশয় ॥

ধর্ম্মবীর যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের তনয়।
দানে কর্ণ হরিশ্চন্দ্র, রণে ধনঞ্জয়॥

জনম-নক্ষত্র, আর মৈথুন, মন্ত্রণা,
কুলের কলঙ্ক; পর হইতে বঞ্চনা।
আয়ু, ধন, অপমান, জায়া এই সব—
গোপনে রাখিবে যত্নে যতেক মানব॥

চরণে দলিত ধূলা উঠে শিরোপরে।
দলিত নীরব রয় রজ্জাধম নরে॥
ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, ক্রোধ, জাতি, কুল, ধন।
জুগুপ্সা এ অষ্ট পাশে জীবের বন্ধন॥

নানাবিষয়ক পদ্য।

গুটিপোকা।

অনন্ত অচিন্ত্য শক্তি বিশ্ব মূলাধার।
কীটাণুকীটেও তাঁর করুণা অপার॥
তুচ্ছ কীট বলি নর না করিও ঘৃণা।
খায় তরুপত্র তবু প্রসবয় সোণা॥

প্রশ্ন।

হেথা আছে সেথা নাই,
সেথা আছে হেথা নাই।
সেথা আছে হেথা আছে,
সেথাও নাই হেথাও নাই॥

উত্তর।

রাজপুত্র জিরং জীব
মা জীব মুনিপুত্রক।
জীব বা মর বা সাধো
ব্যাধ মা জীব মা মর॥

পদ্য।

জীবনেই ভুঞ্জে সুখ রাজার তনয়।
মরণে মুনির পুত্র সুখভোগী হয়॥
সাধুজন সুখী হন ইহ পরকালে।
ইহ পরে সুখ নাই ব্যাধের কপালে॥

শর-ধনু তুলনায়।

গুণযুত বংশ নত হয় যথা ধনু।
অবংশে পাইলে গুণে বিঁধে পর-তনু॥
অসরল সরল না হয় সম্মিলন,
হইলেও মুহূর্ত্তেকে হয় বিঘটন॥
শর সনে শরাসনে মিল নহে স্থির,
সরলে সরলে মিলে যথা তূণ-তীর॥

গুণযুত সুজনের সহিত থাকিতে,
সুজন পারে না পর-মর্ম্মে পীড়া দিতে ॥
যেইমাত্র ত্যজে খল সাধু-সহবাস,
সাধিতে নিরত হয় পর-সর্ব্বনাশ ॥
গুণনম্র সাধুজন ; গুণ তেয়াগিয়া,
পীড়া দেয় খল পর-মরমে পশিয়া ॥
যে সময় শর রয় শরাসন সনে,
শক্ত নয় সে সময় পরের পীড়নে ॥
যেই মাত্র ধনু-গুণ ত্যাগ করে তীর,
তখনি পীড়ন করে পরের শরীর ॥

স্বর।

বিভব-গৌরব কারু হরে না ত কাকে।
কোকিল সম্পদরাশি দেয় বল কাকে?
কাকে পিকে ভাল মন্দ বাসে স্বর-গুণে,
কেবা না মুগধ জীবে মিষ্ট স্বর শুনে ॥

আশ্চর্য্য।

মরিছে মানব, বাহক সে শব,
হরিধ্বনি করি লয়।
সে শবদ শুনি, শিহরে পরাণী
তখনি সে ভাব লয় ॥
দহি শব দেহ, আসি নিজ গেহ,
পাষাণ পরশি পুনঃ।

তিক্ত করি পান, সানুরাগ প্রাণ,
সংসারে হই নিপুণ ॥
যথা বলিদান, দেবী বিদ্যমান
হয় ছাগশিশু-প্রাণ।
দেখি অন্য ছাগ, বিহীন বিরাগ
নির্ম্মাল্য নৈবিদ্য খান ॥

রক্ত আর মূত্র-দ্বার লাভের আশায়।
কত রাজ্য, নর নাশ হয়েছে ধরায় ॥
সাধনের শত্রু ওই কণক কামিনী।
ত্যজ রাম! ভজ রাম দিবস যামিনী ॥

অনর্থের হেতু যত বিষয় চিন্তন।
বিবেক ভক্তির যোগে দৃঢ় কর মন ॥
বিষয় হইতে তায় করি আকর্ষণ।
নিরত করিবে হরি-পদে অনুক্ষণ ॥
যমদ্বারস্থিতা বৈতরণীর সোসর।
সংসারে তাপিত হয়ে কর্ম্ম জন্য নর ॥
ত্রিতাপ-তাপিত হায়! তবু নিরন্তর।
ভগবান্-চিন্তায় করিছে অনাদর ॥

বেদান্তবাক্যে যাঁর সতত প্রীত মন।
যাচিত অন্নে যিনি ভোজনে তৃপ্ত হন ॥

সতত শোকহীন করেন বিচরণ।
কৌপীনধারী হেন পূতাত্মা সেইজন॥
তরুর মূল যার শুধু অবলম্বন।
ওদন হেতু ভুজ না হয় প্রসারণ॥
ধন জনাদি যেই তুচ্ছ তৃণের প্রায়।
ঐশ্বর্য্য ত্যাজ্য করে সেই সে মহাশয়॥
আনন্দ সদা যার অন্তরে বাস করে।
ক্রোধ তাপ দুখ নাই যার অন্তরে॥
ইন্দ্রিয় যাঁর বশ ব্রহ্মে সদা রতি।
কৌপীনধারী হেন সুভাগ্যবান্ অতি॥
ইন্দ্রিয় দেহ যার দোষের অনধীন।
বাহ্য বিষয়ে যিনি একান্ত চিন্তাহীন॥
আত্মায় হেরে যে সতত আত্মারামে।
সেই সে ভাগ্যবান্ মানব ভবধামে॥
প্রণব করে সদা বদনে উচ্চারণ।
আমিই ব্রহ্ম বলে যে ভাবে অনুক্ষণ॥
ভিক্ষায় লাভ যাহা ভক্ষণে প্রাণ ধরে।
কৌপীনধারী হেন সুভাগ্যবান্ নরে॥

বিষয় অর্থের তৃষা কে ত্যজিতে পারে।
প্রাণ হতে প্রিয় সবে বাসিছে সংসারে॥
তস্কর বণিক্ ভৃত্য প্রাণ বিনিময়ে।
অনর্থ আকর অর্থ নিরত সঞ্চয়ে॥

বিবিধ বিপদ ভাবি জানিয়া তস্কর।
প্রবেশে ধনীর গৃহে চকিত অন্তর॥
নিশ্চয় মরণ রণে জানি সেনাগণ।
অর্থ হেতু অকাতরে করে প্রাণপণ॥
ভীষণ দুর্গম সিন্ধুনীর মাঝে হায়।
বণিক্ অর্থের তরে তরণী ভাসায়॥
অতি ক্লেশে উপার্জ্জন হয় যেই ধন।
ধর্ম্মহানি বিনা যাহা নহে উপার্জ্জন॥
শত্রু-প্রাণপাত-লব্ধ হয় যেই ধন।
ত্রিবিধ ধনেতে সুধী নাহি দিবে মন॥

নিধিলাভ আশে ধরা করেছি খনন।
রত্নলাভ হেতু গিরি করি আরোহণ॥
পার হইয়াছি সিন্ধু অকূল সলিল।
সেবিয়াছি বহু যত্নে নৃপতি দুঃশীল॥
নিশীথে শ্মশানে বসি করেছি সাধন।
মিলে নাই এক কড়া কাণাকড়ি ধন॥
হে তৃষ্ণে! তোমার বশে করি এ সকল।
ত্যজহ আমারে আর করো না বিকল॥
না মিটিল ভোগতৃষা বাসনা আমার।
করিল আমায় ক্রমে কাল অধিকার॥
ব্রত চান্দ্রায়ণ আদি তপস্যার ক্লেশ।
সহি নাই, হইতেছি সন্তপ্ত অশেষ॥

জরাজীর্ণ দেহ এবে গরাসিবে কাল।
জীর্ণ না হইল তৃষা গত হল কাল ॥
দুর্ভাগ্যদায়িনী তৃষ্ণা রাক্ষসীর প্রায়।
হৃদয়ে বসিয়ে সদা খাইছে আমায় ॥
ভোগে বাড়ে বাসনা হবিতে হুতভুক্।
ত্যজ মন! দুষ্টা তৃষ্ণা পাবে শান্তিসুখ ॥

অষ্টাদশ মহাপুরাণ।

ব্রহ্ম, বিষ্ণু, পদ্ম, অগ্নি, গরুড়, ব্রহ্মাণ্ড,
শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লিঙ্গ, মার্কণ্ডেয়, স্কন্ধ,
নারদ, বরাহ, কূর্ম্ম, ভাগবত, মৎস্য,
বামন, কল্কী, আর পুরাণ ভবিষ্য ॥

হরি হরিতকী আর গায়ত্রী জাহ্নবীজল,
ভজ, ভক্ষ, জপ, পিও, নাশিবে অন্তর-মল।
অনৃত বচনে কভু করো না ধন অর্জ্জন।
অন্তে অধোগতি, ভবে কবে সবে অভাজন ॥
অন্যের উন্নতি দেখে দ্বেষ করো না কখন।
ত্যজিয়ে জীবের হিংসা জীব-হিতে দেও মন ॥
নিরমল চিতে সদা কর হরে কৃষ্ণ নাম।
তবে ত হইবে রাম! শুভ তব পরিণাম ॥

নীতিবাক্য।

বিবিধ পদ্য।

কি কাজ সে ধনে যাহা না দেয় যাচকে।
সে বলে কি প্রয়োজন না দমে শত্রুকে॥
বৃথা শাস্ত্রজ্ঞান নাহি ধর্ম্ম আচরণ।
কি কাজ জীবনে যিনি জিতেন্দ্রিয় নন॥

চুত চন্দন চম্পকে— ছেদি; রক্ষে শাখোটকে, (১)
হিংসে যেথা হংস শিখী পিকে।
কাকে করে সমাদর, করী বেচে কেনে খর, (২)
কার্পাসে কর্পূরে সম দেখে॥
এ বিচার যেই দেশে, সুধীরগণ-উদ্দেশে,
সে দেশে করিবে নমস্কার।
তীর্থযাত্রা যুক্ত তার গৃহে কষ্ট ভোগ যার,
ত্বরিতে করিবে পরিহার॥

ঋতুভেদে হরীতকীভক্ষণ-ক্রম।

সিন্ধূত্থশর্করাশুণ্ঠীকণামধুগুড়ৈঃ ক্রমাৎ;
বর্ষাদিষ্বভয়া সেব্যা রসায়নগুণৈষিণা॥

---

(১) শেওড়া গাছ।
(২) গর্দ্দভ।

পদ্যানুবাদ।

সৈন্ধব, শর্করা, শুণ্ঠী পিপুল ও মধু, গুড়।
সহ বরষাদি ক্রমে ভক্ষ হরীতকী-গুঁড়॥

বিশদ।

ঋতু বরষায়ে, সৈন্ধব মিশায়ে,
ভক্ষ যদি হরীতকী।
শর্করা শরতে, হেমন্তে শুণ্ঠীতে,
শিশিরে পিপুল মাখি॥
ঋতুরাজে মধু, গ্রীষ্মে গুড় শুধু,
সহ হরীতকী খাও।
অপার্থিব ধন, আরোগ্য রতন,
তবে এ জীবনে পাও॥
মধু ও বৈশাখ মাসে, সুঋতু বসন্ত আসে,
জ্যৈষ্ঠাষাঢ় গ্রীষ্ম-অধিকার।
বরষা ভাদ্র শ্রাবণে, শরৎ-কার্ত্তিকাশ্বিনে,
হেমন্ত আগণ পৌষে আর॥
শিশির, মাঘ ফাল্গুনে, দেখ সবে মনে গ'ণে,
মাস ঋতু বিচারি এক্ষণ।
রোধিতে বিবিধ রোগে, উক্ত বস্তু সহযোগে,
হরীতকী করিবে ভক্ষণ॥

গৌরব বিভব মান কদম্ব,
ক্ষণস্থায়ী যথা জলের বিম্ব।
নশ্বর তা সবে তেয়াগি এবে,
ধন্য হও ভবে ভবেশে ভেবে।
দুঃখদ ভবনে ক দিন রবে?
স্মর হর তর যদি রৌরবে॥

অনু দিন আয়ু হীন
অদূরে হের শমনে।
পরিণাম ভাবি রাম
হরি-নাম স্মর মনে॥

উদ্ভট কবিতা।

আদ্যন্তাভ্যাং ভবেদ্ধস্তী মধ্যদ্বাভ্যাঞ্চ দানবঃ।
বিপরীতে পিতৃপতিঃ সমুদায়ে বরাঙ্গনা॥
চারি বর্ণে নাম হবে বরাঙ্গনা সতী।
আদি অন্তে বর্ণে নাম হইবেক হাতী॥
মধ্য বর্ণ দ্বয়ে নাম বুঝাবে দানব।
বিপরীতে কৃতান্তেরে বুঝিবে মানব॥
হে সুধী পাঠক বল হইবে কি নাম।
উত্তর পাইয়ে যেন পূরে মনস্কাম॥

(দময়ন্তী)

ভগবানের প্রতি ভক্তিপক্ষে ও মুদিতনেত্রা মানিনী
কামিনীর প্রতি আদিরস পক্ষে।

তোমায় না হেরি হেরি শূন্যময় ত্রিভুবন।
কমল লোচনে হের হেরি কমল লোচন॥

উদ্ভট কবিতা।

(দশাবতার)

।নজৌ বনজৌ হ্রস্বঃ ত্রিরামী সকৃপাকৃপৌ।
সলিলজ মীন কূর্ম্ম, বনজ শূকর,
নৃসিংহ ; বামন হ্রস্ব মূরতি সুন্দর।
পরশুরাম, শ্রীরাম, বলরাম আর
সকৃপা বৌদ্ধ, অকৃপা কল্কি অবতার।

অনন্তচরণপ্রান্তচারিণী মলহারিণী।
পুনর্ভবচ্ছেকরী গঙ্গেব নখকৃন্তনী॥

গঙ্গা পক্ষে—

অনন্ত-চরণ-প্রান্তে কর বিচরণ,
কর পুনঃ জন্ম ক্ষয় মল নিবারণ।
তব সম পূত তীর্থ নাহি দেখি আন।
অয়ি গঙ্গে! তুমি নখকৃন্তনী সমান।

নরুণ পক্ষে—

বহুজন পদপ্রান্ত কর বিচরণ,
কর কররুহচ্ছেদ মল নিবারণ।
সাধিতে নরের হিত নহ নিদারুণ,
গঙ্গার সমান তোমা হেরি হে নরুণ।

কৃষ্ণবর্ত্মনি রুচিং জনয়ন্তী
জীবনে লঘয়ন্তী হ্যনুরাগং।
আগতা বত জরের হিমানী
সুরতরঙ্গিণী সেব্যতাম্॥

আদিরস পক্ষে—

জরা সম দুখদ হিমানী আগমনে,
অনল সেবনে রুচি জন্মে জনগণে।
নীরে লঘু-অনুরাগ হয় জীবচয়,
সুরত-রঙ্গিণী-সেবা সমুচিত হয়।

ভক্তি পক্ষে—

হিমানী সমান জরা হলে উপস্থিত।
কৃষ্ণপথে রুচি হয় জীবের নিশ্চিত।
জীবনের প্রতি অনুরাগ লঘু হয়।
সুর-তরঙ্গিণী-তট সেব্য সে সময়।
(কিম্বা) সমুচিত সুর-তরঙ্গিণী সমাশ্রয়॥

ন মাং পীড়য় হে দেব রুদনৈরতিদারুণৈঃ।
ক্ক বিধাস্যতি দুঃখানি পাত্রে বিঘটিতে ময়ি॥
সৃজিলা আমায় করি দুঃখের আধার।
দিও না অধিক দুঃখ আর বিশ্বাধার!॥
অতিদুঃখ-ভারে দেহ হ'লে অবসান।
কোথায় পাইবে দুঃখ রাখিবার স্থান॥
(কিম্বা) দুঃখ রাখিবার কোথা করিবে বিধান॥

মানসং হরপাদাব্জে ভ্রমরীকুর্ব্বতিদ্রুতং।
কান্তে স্বকপুরংপ্রান্তে বৈবস্বতকরক্রিয়া॥

ভক্তি পক্ষে—

দ্রুত হর-পাদপদ্মে মতি ভ্রমর করিয়া।
রাখ প্রিয়ে! হেরি দেহে রবিসুত-কর-ক্রিয়া॥

আদিরস পক্ষে—(মানং)।

ত্যজ মান ত্বরা পাদপদ্মে ভ্রমর করিয়া।
রাখ কান্তে পুরঃপ্রান্তে হেরি রবি কর-ক্রিয়া॥

নন্দগোপগৃহপণ্যবীথিকামালি যামি
বদ কিং তবানয়ে।
নীলমুজ্জ্বলগুণং মনোহরং
আনয়স্ব সখি কেশবন্ধনং॥

শ্রীমতীর প্রতি সখীর উক্তি।

যাব আমি নন্দগোপ-পণ্যবীথিকায়।
কি আনিব তব তরে বলহ আমায়॥

শ্রীমতীর উত্তর চুলটী পক্ষে—

সখি! নীল-সমুজ্জ্বল গুণে মনোহারি।
বাসনা আনিও কেশ-বন্ধন হামারি॥

শ্রীকৃষ্ণ পক্ষে—

নীলবর্ণ সমুজ্জ্বল গুণে মনোহরে,
আনিও কেশব-ধন সখি! মোর তরে॥
করিলে ভবের হাটে বৃথায় ভ্রমণ।
ভ্রমে না করিলে কৃষ্ণধন অন্বেষণ॥
দশাঙ্গুল হৃদে রাজে হরি বিশ্বময়।
দিন যায়, ভজ তাঁয় দীন রামজয়!॥

সম্পূর্ণ।

ক্রোড়পত্র।

গণপতি প্রতি।

রাগিণী ললিত ঝিঝিট।—তাল ঝাপতাল।

(দাশরথি কৃত "বলে গেলি না বলে রে ভাই" গানের সুরে।)

(স্বরবর্ণ ও যুক্তাক্ষর বর্জ্জিত)

হর-তনয়! হর তনয়-তপন-
তনয়-ডর॥
গজবদন! অঘহরণ!
অঘ মম হরণ কর॥
নবতপনবরণ, কমলকরচরণ,
কর-পদ-নখর-মগন,
গগন শশধর॥ ১
অমল করম-ফল, কর সকল সফল,
মম মন সমল, চল, অটল কর।
শশধরধর-তনয় কর ভব-গঠন-লয়,
অশরণ অধম "জয়,"*-জঠর-
জনম হর॥ ২

---

* শ্রোতৃবর্গ কর্ত্তৃক গানগুলি ভবিষ্যতে জয়যুক্ত হইবে আশাতেই রচয়িতা প্রায় সমস্ত সংগীতে স্বনামের প্রথমার্দ্ধ "রাম" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কবির ভাগ্যবলে সে আশা বিফল হয় নাই। এই গান স্বরবর্ণ ও যুক্তাক্ষরবিহীন রচিত হওয়ায় কবি ভণিতায় নিজ নামের শেষার্দ্ধ "জয়" শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন। ইতি

প্রকাশক।

১৫ই শ্রাবণ। ১৩০৯।

কালী।

রাগিণী ললিত বিভাস—তাল একতালা।

(বপু মিশ্রাকৃত "কোথা নারায়ণ ব্রহ্মসনাতন," অথবা "বৃথা রে লক্ষ্মণ জলধিবন্ধন" গানের সুরে)

হয়ে গত কাম, সদা অবিশ্রাম,
কর কালীনাম, পাবে মোক্ষধাম ॥*
যে রমণী হরে, সতত বিহরে,
কহ রে কহ রে, মুখে তাঁর নাম ॥
যত্নে হৃদে ধ'রে, যাঁর পদ হরে,
যোগে কাল হরে, লভেন আরাম ॥
রূপে মনোহরে, ত্বরা মন হরে,
পদে দাস পরে, পারি রে বিরাম ॥ ১
কৃষ্ণবর্ণা নারী, অকৃষ্ণ চরণ,
করও অকৃষ্ণ কমল বরণ,
কৃষ্ণকেশী মায় রাম কর স্মরণ
কৃষ্ণ পাবে আশু ভাব অবিরাম ॥ ২

---

* এই গীতে দুগ্ধে নবনীতের ন্যায় কলির তারকব্রহ্ম নাম ব্যাপ্ত আছে।
প্রকাশক।

কালী ও লক্ষ্মী পক্ষে।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল একতালা।

(হেলাতে রতন হারাওনা মন গানের স্থরে)

কেশবাসনা, চঞ্চলা ললনা,
সরোজনয়না, হের না ॥
হেরনা, ভাবনা, শ্যামা মারে
কেন একস্মর না ॥
কটাক্ষে যাঁহার ঐশ্বর্য্য অপার,
যায় জীব-ভব-যাতনা ॥
দিতি-সুত-অনিকিনী-রত্নাকরে,
পশি উজলিত করিয়া স্বকরে,
হরি প্রাণ হরি অবলম্ব করে,
সুধা সহ সুধা বচনা ॥ ১
ও রমণী হর হরিতে বিহরে,*
যোগেশ্বর হৃদে ধরে কাল হরে,
বিষয়-আবেশে বৃথা কাল হরে,
রাম কেন তাঁরে স্মরনা ॥ ২
(কিম্বা) মাধবপ্রিয়া-পদে দাস হ'রে,
যাবে যম-ভয়-ভাবনা ॥ ২.

---

* বসামি পদ্মোৎপল শঙ্খ মধ্যে।
বসামি চন্দ্রে চ মহেশ্বরে চ।
(স্কন্দপুরাণ)

রাম।

রাগিণী বিভাস্।—ঝাঁপতাল।

(নীলকণ্ঠকৃত –"সজল-জলদাঙ্গে কে ত্রিভঙ্গ বাঁকা তরুতলে) গানের সুরে।

হর, মদন হর ধন! তপণ-তনয়-ভয় ॥
কর হরণ, ঘন বরণ! অনঘ! মম অঘচয় ॥
চরণ কর শরণ তব নব নব তপন-লয়,
দশরথ তনয়! দশ-বদন কর শর লয়,
শমন ভয় হরণ! হর অমর বর-খর-ভয়,
হর জঠর-জনম ডর অশরণ অধম জয় ॥ ১

বিলমাড়িয়ার কুঠীর পুণ্যাহোপলক্ষে।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল কাওয়ালী।

(মতিলাল রায় কৃত ফলের অথবা স্বকৃত ভূমিকম্পের গানের সুরে)

বিলমেড়ের কুঠীর কি পুণ্যার পরিপাটী ॥
যা দেখিলে লাগে দাঁত-কপাটী ॥
কি কব পুণ্যার বাহার, রজতখণ্ড চক্রাকার,
জমিয়াছে স্তূপাকার, গোলোক পুরী।
সুপাত্র মিত্র, অমাত্য ভৃত্য, বসিয়াছে সারি সারি,
শ্বেতপরিচ্ছদ পরি, কৃত্রিম কিরীট ধরি, কি শোভা মরি ॥
তালে তালে ঢলী ঢোলে দেয় চাটি ॥ ১

নটমন্দিরের শোভা, মুনিজন-মনোলোভা,
শোভিছে বিহগ মীন দেবমূরতি।
দোলে কদম্বপুষ্পকদম্ব,
প্রীত যায় রাধা কৃষ্ণ, শ্বেত রক্ত পীত কৃষ্ণ,—
বরণে রঞ্জিত ঝাড় লণ্ঠনে বাতী।
যেন ইন্দ্রধনুপূর্ণ গেহটী ॥ ২

যাত্রা গান নীলকণ্ঠ, স্থবিরেও সুধাকণ্ঠ,
ভক্ত ভাবুক কৃতি কবি,
কে এমন দুটী।

এ যাত্রায় জুরির নাই জারি জুরী,
গান শুনে প্রীত প্রাণ, প্রাণঘাতী অশ্বতান,—
নাই ইথে বিদ্যমান গানগুলি খাঁটি।
তাই শুনে সুখে নিশি দিন কাটি ॥ ৩

মৃচ্ছবিগঠনতৎপর, কৃষ্ণনগর-কারুকর,
প্রাণ দিতে নারে পুতুলে
বলেনা বাণী।
কিন্তু জীবন্তবৎ মূর্ত্তিমন্ত, যাত্রা নাটক খেমটা কবি,
জিমনাষ্টি দেখায় ছবি, ঢোল শানাই শুনে ভাবি,
জুম্মল প্রাণী।
দেখে খেমটাআওলী নর্ত্তকী মাটী ॥ ৪

মহাত্মা অমাত্য সবে, রত পুণ্যে মহোৎসবে,
আহূত অভ্যাগত সবে,
সেবে সাদরে।

করিয়া যতন, প্রদানে ওদন,
মোণ্ডা পুরি ক্ষীর ছানা, খাচ্ছে কত না যায় গণা,
নাহি মানা যার যত ধরে উদরে।
বুঝি হেন দৃশ্য দেখি নাহি ছুটী ॥ ৫
দেওয়ানজির সৌজন্যে, জীবনের অপরাহ্নে,
এলাম দেখিতে পুণ্যে,
বিলমাড়িয়ায়।
নীলকণ্ঠকে দেখি, সফল আঁখি,
শাণ্ডিল্য বংশে জনম, পূতাত্মা ভাগবতোত্তম,
সস্থত কেদারনাথে রামের প্রার্থনায়।
সদা কুশলে রাখুন ধূর্জ্জটী ॥ ৬

৩২শে আষাঢ়। ১৩০৯

শ্রীকৃষ্ণ।

(শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী রচিত)

রাগিণী বিভাস।—ঝাঁপতাল।

(নীলকণ্ঠকৃত—"সজল-জলদঙ্গে কে ত্রিভঙ্গ বাঁকা তরুতলে) গানের সুরে

নবঘন-বরণ-প্রদ সতন্দ্র দরশন কর ॥
চরণ শরণ গত শতশত-শশধর ॥
অমর যতন ধন, জনম মরণ হরু,
চরম সময় তব চরণ-কমল ধর,
জনম অফল বয় নয়নজল দর দর,
শমন-ঘর গমন-ডর দমন কর নটবর ॥ ১

১২৮৭

নমি হরি-পদ-যুগে বন্দি মহাকালে।
কুশলে রাখিও রামে ইহ পরকালে॥

১২৮৮

কাল গত ক্রমে, থাকি গৃহাশ্রমে,
পঞ্চ যজ্ঞ কই কম্ম।
তোষ দেবলোকে, ঋষি পিতৃলোকে,
মানব-ভূত-নিকর॥

১২৮৯

অর্থ কামে বরি দিবা বিভাবরি,
গত কাল কাটাইলা।
মুকতির সেতু কবে ধর্ম্ম হেতু
কোন কাম আচরিলা॥

১২৯০

পূরণ আত্মোদর গৃহীর ধর্ম্ম নয়,
দেবতা, ঋষি, পিতা ত্রি-ঋণ শোধ্য হয়।
বিগত বর্ষে বল কি ঋণ শোধ তুমি
শুধুই দারা পুত্র নিমিত্ত অর্থকামি॥

১২৯১

পল অনুপলে, দিন মাস চলে,
গত অয়ন বৎসর।
কোন দিনে তার, নহিল তোমার
হরি-চিন্তা-অবসর॥

১২৯২

গত এক বর্ষ কাল,
আজ দ্বিনবতি শাল,
শ্রীহরি! প্রণমি তব পায়।
করি স্নেন কর্ম্ম মন,
তোমাতেই অরপণ,
প্রীত কর পতিতে কৃপায়॥

১২৯৩

ভবিষ্যতে (নয় ভূতে)
ভেবেছ কি পঞ্চ ভূতে,
মিশাইবে এ নশ্বর দেহ।
যাহা উপার্জ্জিলে ভূতে,
খাইল তা পঞ্চ ভূতে।
এবে পঞ্চ যজ্ঞে মন দেহ॥

১২৯৪

নবীন বর্ষ হেরি প্রবীণ কি হর্ষ হয়।
করিছে কাল যার অলক্ষ্যে আয়ুক্ষয়॥
ভাবে সে গত কালে পাইতে পরমেশে,
করিল কিবা কাজ আইল যে উদ্দেশে॥
এ জীর্ণ দেহ ধরি কাটিব কত কাল,
মুকতি কর হরি মোচিয়া মোহজাল॥
তোমার পদে মতি রহুক অনুদিন।
নুতন বর্ষে যাচে এ ভিক্ষা রাম দীন॥

১২৯৫

কি আর ভাব অন্তরে,
আজ বা বৎসরান্তরে,
কাল-দূত করিবে বন্ধন।
চিতে চিন্তামণি ভজ,
কুচিন্তা বাসনা ত্যজ,
বন্ধ হেতু কামিনী কাঞ্চন॥

১২৯৬

গত বর্ষ মাঝে, কত মন্দ কাযে,
রত ছিলে মন আমার।
স্মরি কৃত পাপ, কর অনুতাপ,
ভাব ভব-কর্ণধার॥

১২৯৭

নব-বর্ষ-পাতে, নব খাতা পাতে,
কি কায কবিতা লিখে,
স্মরি পরিণাম, কর হরিনাম,
চাহিয়া দক্ষিণ দিকে॥

১২৯৮

গত রে বাসর; হ'য়ে অবসর,
বিষয়-বাসনা হ'তে।
হরে কৃষ্ণ করে, জপ কর করে,
কদিন রবে মরতে॥

১২৯৯

আরোকি এখন, করিবে গণন;
আয় ব্যয় পরিমাণ।

অন্ত দিন গণ, ভাব সে নির্গুণ ;
পাবে যায় ভবে ত্রাণ ॥

১৩০০

আজ পঞ্চাশত, বৎসর বিগত,
আর কেন রত, ধন গণনায়।
শাস্ত্রের আভাস, ত্যজে গৃহবাস,
চল বনবাস, হরি-সাধনায় ॥

১৩০১

ছার সংসারের, না পাই শুমার,
কি কায শুমার লিখে।
শিশুমার প্রায়, এবে নে আশ্রয়,
জননী জাহ্নবী-বুকে ॥

১৩০২

গণেশ দিনেশ দুর্গা, রমেশ উমেশ,
উপাস্য দেবতা পঞ্চে, প্রণতি অশেষ ॥
দেখিতে দেখিতে, পরমায়ু হ'তে,
গেল চলি বার মাস।
কবে কাল হরে, স্মর হরি হরে,
হরে রাম! কৃষ্ণদাস ॥

১৩০৩

দিবস গত যে মন, ভজ শ্রীরাধারমণ,
কৃষ্ণ নাম কর অবিরাম।
(এবে) যুক্ত শয্যা ভূমিতল, ত্যজে কেন বা দ্বিতল,
নির্ম্মাণ-নিরত র'লে রাম ॥

১৩০৪

এ বরষ মাঝে, বুঝি যাবে প্রাণ,
পৌষ বা অগ্রহায়ণে।
এ জন্ম বিফলে, হায় গেল চলে,
স্মর রাম নারায়ণে॥

১৩০৫

গত বর্ষে ছিল রিষ্টি
শ্রীহরির কৃপাদৃষ্টি,
ফলে তায় পাই পরিত্রাণ।
বল রাম কৃষ্ণনাম,
এখনও সর্প রাম,
কৃষ্ণপদে কায় মন প্রাণ॥

১৩০৬

কি কায শুমারে, স্মর শ্যামা মারে,
বিগত হয়েছে দিন।
ত্যজিয়ে বাসনা, স্মর শবাসনা,
রামজয় মতিহীন।

১৩০৭

কৃষ্ণ! কত দিন, আর এই দীন,
সংসারে বিলীন রবে।
দিননাথ-সুত—ভয়ে, দীননাথ!
তোমায় স্মরিবে কবে॥

১৩০৮

বালসখা সবে, গতাসু এ ভবে,
আমি আর তবে, কদিন রব।
না ভাব তা মনে, তরিবে কেমনে,
দমিতে শমনে, ভজ মাধব ॥

১৩০৯

তেরশত নয় সাল,
কাহার বা নয় সাল ?
ক্রমে শূন্য অন্ন ক্ষীর নীর।
দিন গত ভগবান্,
পদে দিয়া রামে স্থান,
লঘু ভার কর অবনীর ॥
স্মররে শঙ্করে, জপ কর করে,
তাঁহার পবিত্র নাম।
লিখিলে শুমার, হইবে তোমার,
রামজয়! কিবা কাম ॥

ভূয়ো ভূকম্প।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল কাওয়ালী।

(শ্রদ্ধেয় মতিলাল রায় কাব্যকণ্ঠ কৃত ফল বা ফুলের অথবা স্বকৃত "ভূকম্পের" গানের সুরে)

ভূকম্পনে ভাঙ্গিবে এবার ঘর বাড়ী সবার।
ধরাময় হইল প্রচার ॥
গণিলেন, কোন কৃষ্ণ বিষ্ণু, ত্রিশ। একত্রিশ। আগষ্ট,
হবে সবার মহাকষ্ট, ঘটিবে মহামার ॥
কাগজ-আওলারা জুটে, দিলেন রটে,
সহর, নগর, পল্লীগ্রাম, কেহ পেলেন টেলিগ্রাম,
কেহ কয় যা করেন রাম, হয়নি যা দুবার,
বুঝি সর্ব্বনাশ ঘটিবে এবার ॥ ১
কেহ ছেড়ে প্যাকা বাড়ী, ল'য়ে গিন্নীর তামতুবুড়ী,
ভাড়া কল্লেন টিনের বাড়ী, আশায় বাঁচিবার।
কেউ তাঁবু খাটায়, কেউ খ'ড়ো ঘরে ধায়,
কেহ পড়িলেন দোটানায়, কাঁচা পাকায় আনাগোণায়,
প্রাণ রাখি কি পয়সা রাখি, বিষম ব্যাপার,
হায় গড়ের মাঠময় বস্ত্রাগার ॥ ২
পূরা ব্যবসায়ী মগজ, বল্লেন বঙ্গবাসী কাগজ,
ভুল নয় কতক মিলেছে কর তা বিচার।
চক্ষে দেখেছে, জল ত নড়েছে,
দশ দিন আগে আফগানীস্থান, মণিপুর কম্পমান,

দুই ভূত এক! বুঝি পিলের গণনার সার।
এই পিলের কথায় কত পিলে চম্‌কিল এবার ॥ ৩
কখনো যে কয়না হরি, সেহ বলে হরি হরি,
টাকাকড়ি পরিহরি, ত্যজে ঘর দুয়ার।
রাজপথে দাঁড়ায়, ভিখারীর প্রায়,
কোলে কাঁধে কচি ছেলে, ভয়ে কান্দে মা মা ব'লে,
দুর্ণিবার দুঃখ এত নহে বর্ণিবার।
রাম, কৃষ্ণ ভেবে, পাশরি ডুবে,
করে রাত কাবার ॥ ৪

আগমনী।

রাগিণী ললিত ঝিঝিট।—তাল ঝাঁপতাল।

(৺দাশরথি রায় কৃত "বলে গেলিনে বলেরে ভাই" সুরে)

পায়ে ধরি যাও হে গিরি! আনিতে উমাধনে।
সদা প্রাণ কাঁদে মোর উমা মার অদর্শনে ॥
আঁধার করিয়া পুরী যোগেন্দ্র-জামাই সনে,
গিয়াছে দশমী দিনে উমা কৈলাস-ভবনে,
সংবৎসর বিধুবদন হেরি নাই নয়নে ॥ ১
প্রাণ-গুহ-গণপতি না দেখিয়া দুটী নাতি,
কাঁদিয়া পোহাই রাতি, আকুল প্রাণে ॥

ঘুচাতে দুখিনীর দুখ দুঃসহ মনোবেদন,
কর গিরিবর! বিল্বমূলে আজি সুবোধন,
পূজো বিঘ্নহারী বিঘ্নহর গজাননে॥ ২
মম কোল শূন্য করি, ডুবিল মৈনাকগিরি,
উমার বদনে হেরি ধরি জীবনে।
আন মায় গিরিরাজ! হরে পূজি বিল্বদলে,
জুড়াই জীবন আমি উমাধন লয়ে কোলে,
রামের দর্শন সাধ হয়েছে মনে॥ ৩

আগমনী।

রাগিণী বিভাস।—তাল ঝাপতাল।

("তমাল পাশে কণকলতা হেরে নয়ন জুড়াল রে" গানের সুরে")

এস মা শঙ্করি শিবে! কিঙ্করহৃদয়াসনে।
গুহ, গণপতি, রমা, বাণী, বামদেব সনে॥
(সহগণ-সবাহনে)
তুমি ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী, ব্রহ্মময়ী সনাতনী,
সাধকবর-হিতে কর আকার স্বীকার আপনি,
স্বরূপে বর দিলে ব্যাধে, বৈশ্যেরে, সুরথ রাজনে।
(রাঘবে লঙ্কা-ভবনে)॥ ১

তারিতে বিপন্ন সুরে, যেরূপে মহিষাসুরে,
বধিলে, পূজিল স্বরে, যেরূপ সুরে সযতনে,
হেরিবে সেরূপ রাম দ্বিজাধম সাধ মনে ॥
(চাঁদ যেমন চায় বামনে) ॥ ২
(অসম্ভব ভাবি কেমনে) (তব কৃপায় অভাজনে)
(শক্ত অসাধ্য সাধনে) ॥ ৩

২য় পরিশিষ্ট।

সঙ্গীত-কুসুম প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের সঙ্গীত সম্বন্ধে সংবাদপত্রের ও ব্যক্তিগত অভিমত।

GOVERNMENT HOUSE

CALCUTTA.

2nd March, 1901.

SIR,

I have to acknowledge the receipt of your letter of the 26th instant, and am directed to thank you for the song in Bengali forwarded therewith.

Yours faithfully,
(Sd.) F. W. SATIMER,
For Private Secretary to the Viceroy.

PANDIT RAMJOY BAGCHI, KABIRATNA.

১। "সঙ্গীত-কুসুম প্রথম খণ্ড শ্রীযুক্ত রামজয় বাগছী প্রণীত দ্বিতীয় সংস্করণ। এই পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা বিমল আনন্দ পাইলাম" নব্যভারত। সপ্তদশ খণ্ড, নবম ও দশম সংখ্যা, পৌষ ও মাঘ।

২। রাজসাহীর খ্যাতনামা ও ধার্ম্মিকপ্রবর মোক্তার শ্রীযুক্ত বাবু রামজয় বাগছী মহাশয় কর্ত্তৃক প্রণীত এই গ্রন্থখানি সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রের নিকটেই

ক

যে আদরের হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থখানি দ্বারা সঙ্গীতানভিজ্ঞদিগেরও বিশেষ উপকার হইবে। যেহেতু গানের সুরগুলি প্রাচীন ও আধুনিক কবিগণের রচিত গানের যে সুর লইয়া রচিত হইয়াছে, সেই সকল গানেরও উল্লেখ আছে ও গানগুলি সুন্দররূপে রচিত হইয়াছে এবং সকল বিষয়ক গানই সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সর্ব্বধর্ম্ম নানাবিষয়িণী মাসিক পত্রিকা, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ১ম, ৯ম ও ১০ম সংখ্যা।

৩। রাজসাহীর মোক্তার শ্রীযুক্ত বাবু রামজয় বাগছী মহাশয় বহুতর গানযুক্ত সঙ্গীত-কুসুম নামক পুস্তক রচনা করিয়াছেন। আমি তাহার কতিপয় গান শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। গানের আশ্চর্য্য ভাব দেখিয়া তৎকালে আমার বোধ হইয়াছে যে বাগছী মহাশয় ঈশ্বরভক্ত। ভক্তির উদয় না হইলে তাদৃশ ভাবশুদ্ধ গান রচনা হইতে পারে না। বাহ্য লক্ষণেও দেখিতে পাই বাগছী মহাশয় সংসারে বিরক্ত হইয়া নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া থাকেন এবং বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভাতে শিবস্থাপন করিয়া দেবদ্বের মহাদেবের নিত্য আরাধনা করেন। ইনি অন্ধদেশের চক্ষু। আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, উক্ত মহাশয় ইহকাল পরকালে নিত্য সুখ ভোগ করুন।

শ্রীমহিমচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

কামারখালী।

৪। আপনার 'সঙ্গীত-কুসুম' দ্বিতীয় ভাগ একখানি উপহার প্রাপ্ত হইয়া, আপ্যায়িত হইয়াছি। আপনি ভাবুক, রসজ্ঞ, কবিগৌরবসম্পন্ন; আপনার 'সঙ্গীত-কুসুম' কাহার না আদরের সামগ্রী? আমাদের কোন সুরতানজ্ঞ সুগায়কের সুকণ্ঠে, উহার সুধাস্বাদ গ্রহণ করিব বলিয়া প্রতীক্ষায় আছি। সুর-সংযুক্ত সঙ্গীত, সুবিন্যস্ত কুসুম-স্তবক-সদৃশ, সমধিক মনোমদ। মহাশয়ের নিত্যকুশল সংবাদ প্রতীক্ষ্য।

বশম্বদঃ—

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।

(অনুসন্ধানপত্রিকা-সম্পাদক।)

৫। রংপুর দিক্‌প্রকাশ লিখিয়াছেন। "সঙ্গীত-কুসুম"—রাজসাহীর প্রসিদ্ধ মোক্তার স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত রামজয় বাগছী কৃত। সঙ্গীত-কুসুম দ্বিতীয় খণ্ড আমরা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। বাগছী মহাশয় কেবল মোক্তার নহেন, ইনি এক জন সুলেখক, ও চিন্তাশীল ব্যক্তি বটেন, আমরা ইহাঁর প্রথম খণ্ড সঙ্গীত-কুসুম দেখিয়াই তাঁহার গুণ ও প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছিলাম; এক্ষণে দ্বিতীয় খণ্ড পাঠ করিয়া অধিকতর প্রীতিলাভ করিলাম। রামজয় বাবুর সঙ্গীত-কুসুমে আধুনিক কবিদিগের রচিত গ্রন্থের ন্যায় ইংরেজির গন্ধ নাই। ইহা অতি সরল বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত। বিশেষতঃ রচয়িতা বাগছী মহাশয়ের হৃদয়ে যেরূপ গভীর ধর্ম্মভাব নিহিত রহিয়াছে, সেইরূপ তাঁহার রচিত সঙ্গীতগুলির অধিকাংশই পবিত্রতার দিকে গিয়াছে। আমরা আশা করি, এই সঙ্গীত-গ্রন্থখানি এ দেশীয় সঙ্গীতবিৎ মাত্রেরই সমধিক আদরের সামগ্রী হইবে।

৬। সোমপ্রকাশ বিষয়ান্তরের প্রস্তাবে আনুষঙ্গিক ভাবে লিখিয়াছেন, * * * সম্পাদক (বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামজয় বাগছী) মহাশয়ের গীত দুই খণ্ড অতি উপাদেয় গ্রন্থ। ইহা আমরা যদিও পাই নাই, কিন্তু দুই একটী গান শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত হইয়াছি।" (ইতঃপর সঙ্গীত-কুসুম ১ম ও ২য় খণ্ড প্রেরিত হইয়াছে।)

৭। রাজসাহীর মোক্তার পূজ্য ও শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রামজয় বাগছী মহাশয়ের কৃত "সঙ্গীত কুসুম দ্বিতীয় খণ্ড" সংপ্রতি প্রাপ্ত হইয়া অতীব সমাদরের সহিত পাঠ করিয়াছি, এবং তাঁহার রচিত গীত পূর্ব্বেও আমি একজন গায়ক ও গায়িকার মুখে শ্রবণ করিয়াছি। এই গীত গুলির রচনা প্রণালী ও ভাবমাধুর্য্য অতিসুন্দর ও মনোজ্ঞ এবং তাহা শ্রবণে ও পাঠে চিত্তে বড়ই আনন্দানুভব হয়। যাহাদের মন বিষয়বাসনাকলুষে কলুষিত হইয়াছে, এই গ্রন্থ পাঠে তাহাদের অন্তরের মলিনতা দূর হইবার সম্ভাবনা। "দেবস্তুতি ও প্রার্থনা" "পৌরাণিক সঙ্গীত" ও "তীর্থ-সঙ্গীত" যেমন একদিকে রচয়িতার ভগবদ্ভক্তি ও শাস্ত্রজ্ঞান প্রকাশ করিতেছে, তেমনিই অপরদিকে তাঁহার ভাবুকতা ও কবিত্বশক্তির পরিচয় দিতেছে। রামজয় বাবুর "সঙ্গীতকুসুমের" সুগন্ধে যেরূপ চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়াছে, তদ্রূপ তাঁহার অনেক সুরভিময় কার্য্যাবলীও

আছে, যাহাতে তিনি দেশ বিদেশের অনেক ব্যক্তির শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছেন। তাঁহার সঙ্গীতাবলীতে যে ঐকান্তিকী ঈশ্বরনিষ্ঠার ছায়াপাত হইয়াছে, বোয়ালিয়া-ধর্ম্মসভা-প্রাঙ্গণে দেবমন্দির নির্ম্মাণ এবং তাহাতে শিবস্থাপন ও প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী খনন, দরিদ্র ছাত্রদিগকে অন্নদান, বহুতীর্থে ভ্রমণ, স্বগৃহে যথারীতি বিগ্রহার্চ্চন ও তাঁহার শীতল উপলক্ষে প্রতিবৎসর সমস্ত বৈশাখ মাস উপযুক্ত জলপানাদি দ্বারা অনেক ব্যক্তির পরিতোষ সাধন প্রভৃতি তদনুষ্ঠিত সৎকার্য্যাবলীতে ঐ ছায়া উজ্জ্বলাবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে। রামজয় বাবুর স্বভাবও অতি কোমল, এবং তিনি রাগদ্বেষমাৎসর্য্যাদিবিহীন পুরুষ বলিয়াই আমার ধারণা। বালক বৃদ্ধ সকলেরই সহিত তাঁহার সমভাব। বাগছী মহাশয়কে আমি বহুদিন হইতে জানি এবং তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসি ও শ্রদ্ধা করি। তাঁহার পূর্ব্বাপর অবস্থা ও কার্য্যপরম্পরা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে তাঁহাকে একজন ঈশ্বরানুগৃহীত ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি বলিয়াই মনে প্রতীতি হয়।

নিবেদক

শ্রীশ্যামলাল ঘোষ

মোঃ রামপুর বোয়ালিয়া।

৮। সঙ্গীতকুসুম;—প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ। শ্রীযুক্ত রামজয় বাগছী প্রণীত। বাবু দুর্গানন্দ সান্ন্যাল দ্বারা প্রকাশিত। একশত ষোলটী গীতে পুস্তক খানি পূর্ণ। গীতগুলি প্রায়ই ভক্তিরসাত্মক ধর্ম্মানুমোদিত। যে ভাষায় সঙ্গীত রচনা করিলে মন গলিয়া ভক্তিরসে পরিণত হয়, বাগছী মহাশয় সেই ভাষাতেই সঙ্গীতগুলি রচনা করিতে পারিয়াছেন। তাই গানগুলি এমন সুবোধ ও শ্রুতিসুখকর হইয়াছে। নিজের মন গলাইতে না পারিলে, অন্যের মন গলাইতে পারা যায় না। গলা সোণায় সোণা নিক্ষেপ করিলে তাহা শীঘ্র গলিয়া যায়। গানগুলির ভাষা সরল ও সহজ। সহজ সরল প্রাণের কথায় গাথা বলিয়াই সঙ্গীতগুলি ভক্তিরসে মাখামাখি। সেই সরল সহজ ভাষার মধ্যেই কেমন অনুপ্রাসের ছটা। ২৯নং সঙ্গীতটী পাঠ করিলেই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। আরও এক কথা, তিনি যে সঙ্গীত আদর্শ করিয়া গীত রচনা করিয়াছেন, সেই আদর্শ সঙ্গীত অপেক্ষা তাঁহার গীত উত্তম হইয়াছে। * *

ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীতের এখন প্রয়োজন হইয়াছে। নীরস শুষ্ক বিদ্যানুশীলনে

পাষাণ-কঠিন হৃদয়ে রসের সঞ্চার আর কিছুতেই হয় না। হয় যদি, তবে ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীতেই হইতে পারে। তাও নূতন নূতন চাই, তাই আমরা বাগছী মহাশয়ের উদ্যম সময়োপযোগী মনে করি। তাঁহার রচিত গান শুনিয়া সহস্রের মধ্যে একটী যুবকের মনও যদি ভক্তির পথে ফিরিয়া আসে, তবেই তাঁহার শ্রম সার্থক, উদ্যম সফল হইবে। বিশ্বাস করি, যুবকবৃন্দ মনোযোগ পূর্ব্বক এ সকল সঙ্গীত শ্রবণ করিলে আর "নবীন নাগর রসের সাগর ভুলিবে কিসে আমায় দেখে" গানে মশগুল হইবেন না। * * *

পল্লীবাসী। ১৩০৬। ভাদ্র।

৯। সঙ্গীতকুসুম (২য় খণ্ড)—এ খানি গানের পুস্তক। রচয়িতা শ্রীযুক্ত রামজয় বাগছী। প্রকাশক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দুর্গানন্দ সান্যাল। গানের মধ্যে ধর্ম্মানুমোদিত গানই অধিক। ধার্ম্মিক ব্যক্তির জীবনে কবিত্বশক্তির সমাবেশ যেন মণি-কাঞ্চনের যোগবিশেষ। ধার্ম্মিক কবি রামজয় বাগছী মহাশয়ের রচিত সঙ্গীতে তাহা পূর্ণ প্রতীয়মান হইতেছে। গুণ থাকিলে মানুষ তাহা চায়। শ্যামালতা কোন্ বনে ফুটে উঠে, দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু গন্ধে মন মাতিয়া উঠে, মানুষ দিশেহারা হইয়া খুজিয়া বেড়ায়, উদ্গ্রীব হইয়া চাহিয়া থাকে। গন্ধে যেমন অদৃশ্য শ্যামালতার সমাদর, সদ্গুণে তেমনি বাগছী মহাশয় মানব সমাজে সুপরিচিত—সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। যদি এ গুণ এ সৌগন্ধ না থাকিত, তবে বাগছী মহাশয় কোন বনে ফুটিয়াছেন তাহা আমরা জানিতে পারিতাম না, বনফুলের মত বনে ফুটিয়া বনেই শুকাইয়া যাইতেন, পড়িয়া থাকিতেন।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, দাশুরায়, দেওয়ান মহাশয়, মধুকাণ, রামপ্রসাদ প্রভৃতি কবিগণের রচিত অনেক সঙ্গীত প্রকাশিত হইয়াছে, যাহা শুনিলে ভাবুক ভাবে গলিয়া যায়, সুরজ্ঞ স্বরে মুগ্ধ হয়, গায়কেরা উৎফুল্লচিত্ত হইয়া গান করে, সুরসিক শ্রোতারা অবাক্ হইয়া শ্রবণ করে। যাহা অপূর্ণ তাহাই পূর্ণ করা উচিত। যাহার অভাব আছে তাহারই পূরণ করা ন্যায়সঙ্গত। ধর্ম্মানুমোদিত গানের ত অভাব নাই, তবে বাগছী মহাশয়ের এ উদ্যম এ উৎসাহ কেন? তদুত্তরে আমরা বলি, রমণীর কমনীয় ভূষণে হীরক মণির যথেষ্ট সমাবেশ আছে বলিয়া কি আর খনি হইতে হীরকমণি উদ্ধৃত হইবে না? দুর্গেশনন্দিনী তিলোত্তমার সৌন্দর্য্য দেখিয়া কি আয়েষাকে দেখিতে ইচ্ছা করে

না, অনেক দেখা চাই, অনেক শোনা চাই তবে মানুষ বিজ্ঞ হয়, মানুষ ক্রমশই বিজ্ঞ হয়। রচনার ও ভাষার লালিত্য ও ওজস্বিতা দেখিয়া বোধ হয় যে, সাহিত্যেও বাগছী মহাশয়ের যেন অধিকার আছে। আছে বলিয়াই সে সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে চাই। * * *

১৩০৭ সাল, ১৩ই আষাঢ়। পল্লীবাসী।

১০। সঙ্গীত-কুসুম দ্বিতীয় খণ্ড ;—সঙ্গীত সাধনার এক প্রধান সহায়। ইহা উত্তপ্ত ও দুঃখার্ত্ত জীবনের সান্ত্বনা ; শোকক্লিষ্ট নিরাশ মনেও ইহার শক্তি প্রকাশিত হইয়া থাকে। সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তি প্রায়ই হৃদয়বান্ অক্রোধী, ও প্রিয়ভাষী হইয়া থাকেন। পাষাণহৃদয়েও মধুর রস সঞ্চারের শক্তি সঙ্গীত ভিন্ন আর দ্বিতীয় কি আছে? সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তি বোধ হয় আসমুদ্র পৃথিবীর অধিকার পাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও সঙ্গীত সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার সংস্রব পরি-ত্যাগে প্রতিশ্রুত হইতে কদাপি সমর্থ হইবে না। একজন সঙ্গীতানুরক্ত বৈদেশিক মহাত্মা বলিয়াছেন, "এমন কোন বিষয় নাই যাহার জন্য আমার সঙ্গীতবিষয়ক সামান্য জ্ঞানটুকু পরিত্যাগ করিতে পারি।"

খ্যাতনামা রামজয় বাবুর প্রায় সমস্ত গানই প্রাচীন পদকর্ত্তাদিগের সুরের অনুরূপে রচিত। সুতরাং সুরের গাম্ভীর্য্য, মাধুর্য্য ও ওজস্বিতা প্রভৃতি গুণ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। প্রাচীন গানের সুরের বিশেষ গুণ এই যে তাহা যখনই গীত হয়, মিষ্ট বোধ হইয়া থাকে, তাহা পুরাতন বলিয়া কোন সময়েই অশ্রাব্য হয় না। এবং ঐ সকল সুর সাধারণ লোকে সহজে শিখিতে পারে না। আধুনিক যাত্রাদলের অধিনায়ক সুপ্রসিদ্ধ মতিরায় মহাশয়ের প্রণীত অনেক গানেরই সুর এরূপ মনোহর, যখন যাত্রাদলে গাইতে প্রথমে শুনা যায়, বালকদিগের সুকণ্ঠে উহা শুনিয়া শ্রোতার মন যেন সহজে মুগ্ধ হইয়া পড়ে।

প্রাচীন পদকর্ত্তাদিগের গানের অনুরূপ সুরে গান রচনা করিলে স্বতই গৌরব বৃদ্ধির সম্ভাবনা। এ সম্বন্ধে বাগছী মহাশয়কে বিশেষ যত্নশীল দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি। রামপ্রসাদ সময় সময় অনেক ঘটনা অবলোকন করিয়া উপস্থিত মতে সঙ্গীত রচনা করিতেন। যেমন বালকদিগের দাণ্ডাগুলি খেলা দেখিয়া অমনি গান রচনা করিলেন "মন খেলাওরে দাণ্ডাগুলি", বাগছী মহাশয়ও অনেক ঘটনা বা দৃশ্য অবলোকনে গান প্রস্তুত করিয়াছেন। কামাখ্যা

দেবী দর্শনে তাঁহার প্রণীত "পদে প্রণাম করি মা কামাখ্যে" গানটী বেশ মিষ্ট লাগিয়াছে। সঙ্গীত-কুসুমের ৭৯নং নিম্নোদ্ধৃত গানটী অতি সুন্দর বোধ হইয়াছে।

"ধর্ম্ম সাধন সহজে কি হয়,
চাহি সদা হায়, সদাচার,
বাহ্যান্তর শুচিময়।
হও সরল প্রাণ কহ সৎ বুলি,
দেহ বিষয় সহ বাসনা বলি,
কর রিপু ছয়, পরাজয়, শিখ সাধন চতুষ্টয়।
স্বর্ণ না গ'লে অনল তাপে
দেখা পায় না কভু কিরীটী রূপে,
গুঞ্জা সহিত তুলিত, পরে সম্রাট্-শিরে রয়।
অভিমানহীন না হইলে
কেহ কৃষ্ণ না পায় শুধু ডাকিলে,
হীন অনুষ্ঠান, কিসে ত্রাণ, পাবে ভবে রামজয়।"

এই গানের টীকায় কবি যে সাধনচতুষ্টয়ের ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তৎপাঠে পাঠক উপকৃত হইবেন।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সঙ্গীত-কুসুমের মত একখানি বিস্তৃত গ্রন্থের সম্যক্ সমালোচনা করা অসম্ভব। বাগছী মহাশয় চিন্তাশীল, তাঁহার হৃদয় ভাবময়, তাঁহার চিন্তা স্রোতস্বতী নানা ভাবে প্রবাহিত হইয়া সাহিত্যরূপ উদ্যানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইতেছে। শাস্ত্রে কথিত আছে, "বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা কাব্যরসামোদে সময় যাপন করিয়া থাকেন।" বাস্তবিক বৈষয়িক অসার চিন্তা, সামান্য বস্তু সকল লাভে সুখী হইবার জন্য দিবা রাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে চেষ্টা করিয়া কোন ফল নাই। সাহিত্যাদি শাস্ত্রের আলোচনায় যে সুখ তাহা অতুলনীয়। যতদূর জানি তাহাতে বাগছী মহাশয় এখন স্বীয় ব্যবসায় হইতে একরূপ নিবৃত্ত হইয়াই সর্ব্বদা জ্ঞানচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়া থাকেন। সঙ্গীত-কুসুম তাঁহার একটী বিশেষ কীর্ত্তিরূপে বিরাজ করিবে। অনেকের কণ্ঠেই তাঁহার রচিত গীত, গীত হইয়া তাঁহার যশোগৌরভ অক্ষুণ্ণ রাখিবে।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
রামপুর বোয়ালিয়া।

১১। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মত বা সামাজিক আচার ব্যবহারের প্রথম উৎপত্তি ও প্রচার সময়ে, সে গুলি যতই কেন পবিত্র ও দোষশূন্য না থাকুক, কালপ্রবাহের অপ্রতিহত ঘাত প্রতিঘাতে তাহা ক্রমশই অপবিত্র ও দোষযুক্ত হইয়া উঠে ইহাই প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। এই দোষ ও অপবিত্রতা নষ্ট করিয়া ধর্ম্ম ও সমাজকে নির্ম্মল করিবার জন্য সময়ে সময়ে, জনসাধারণের মধ্যে নূতন শক্তি সঞ্চারণের আবশ্যক হয়। কোন প্রকৃষ্ট মত বা কোন প্রকৃষ্ট আচার ব্যবহারের প্রথম প্রবর্ত্তন ও প্রচার সময়ে, যেরূপ উচ্চ-প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তির আবশ্যক, পুরাতন হইলে সে মত ও আচার ব্যবহারের সংস্কার সাধন জন্যও সেরূপ মনীষা-সম্পন্ন ব্যক্তির প্রয়োজন। আমাদের দেশে কালবশে, ধর্ম্ম ও সমাজ মধ্যে যখন যে দোষ প্রবেশ করিয়াছে, মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ অবস্থানুযায়ী উপায় নির্ণয়ে তখন তাহা অপসৃরণের চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের দেশে এক্ষণে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজ যেরূপ ঘোরতর দুরবস্থাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে সংস্কার ও সংস্কারকের আবশ্যক হইয়াছে এ কথা কে অস্বীকার করিবে। এইরূপ সংস্কারের উপায় বহুবিধ। প্রবন্ধ, বক্তৃতা, কবিতা, সঙ্গীত ও কথকতা প্রভৃতি নানা উপায়ে এই সংস্কার কার্য্য সাধিত হইতে পারে। এ দেশে বহুকাল হইতে সঙ্গীত ও কথকতা দ্বারা এই সংস্কার কার্য্য সাধিত হইয়া আসিতেছে। কথকতা এক্ষণে লুপ্তপ্রায়, পূর্ব্বে কথকের সুকণ্ঠনিঃসৃত স্বর-লহরীযুক্ত রামায়ণ ও মহাভারতের পুরাতন পুণ্য কাহিনী কীর্ত্তন শ্রবণে নরনারীগণ যেরূপ সুনীতি ও সদাচার শিক্ষা করিতেন, সে দৃশ্য এক্ষণে দুর্লভ ; বক্তৃতা দ্বারা চিত্তাকর্ষণ করিবার প্রথা এ দেশে নাই, সে বিলাতি প্রথা বিলাতেই ভাল খাটে, কবিতা ও প্রবন্ধ দ্বারাও এ নিরক্ষর দেশে সংস্কার-কার্য্যের সুচারুরূপ সুবিধা হয় না—এই জন্য সঙ্গীত আলোচনা আমাদের দেশে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের একটী প্রধান ও সুপরিচিত উপায়। সঙ্গীত যেরূপ প্রাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া হৃদয় আকুল করিয়া তুলে এবং স্বরলহরী-যোগে চিত্তে ভাবের যথাযথ সমাবেশ দ্বারা মনকে ক্রমে পবিত্র ও সংস্কৃত করিয়া আনে, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না—সঙ্গীত পশুকে মানুষ ও মানুষকে দেবতা করিতে পারে, এই জন্যই বলিতেছি,—সঙ্গীতসাধনা ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারের এক অমোঘ উপায়। এই জন্যই রামপ্রসাদ, দেওয়ানজী, কমলাকান্ত, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি সাধকগণ নিজের, দেশের ও সমাজের যে উপকার সাধন

করিয়াছেন, তাঁহাদের সমসাময়িক অনেক অধিকতর জ্ঞানী তাহার শতাংশের একাংশও করিতে পারে নাই। যদি এ দেশে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ ভক্তিরসাত্মক ভগবল্লীলা, সাধারণের চিত্তাকর্ষক মনোহর্ষাই কীর্ত্তন সুরে, সঙ্গীতাঙ্গ না করিতেন এবং মধুকাণ, গোবিন্দ অধিকারী তাহা নানারূপ গানে পরিণত না করিতেন, তাহা হইলে হয়ত বঙ্গবাসী এত দিনে পিতৃপুরুষের নামের ন্যায় রাধাকৃষ্ণের নাম ভুলিয়া যাইতেন। যদি দাশরথি রায় প্রভৃতি সঙ্গীতরচয়িতাগণ রামায়ণ ও মহাভারতের কথা গানে পরিণত না করিতেন, তাহা হইলে আজ কাল অনেক হিন্দুর ছেলেকে 'সীতা রামের কে' প্রশ্ন করিয়া হাস্যাস্পদ হইতে হইত। সেই জন্য বলিতে চাই যদি হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজ জীবিত রাখিবার জন্য কেহ প্রশংসা পাইবার যোগ্য হয়, তবে এই সকল সঙ্গীতরচয়িতাগণ সর্ব্বাগ্রগণ্য সন্দেহ নাই।

ইহাদের পরে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজ জীবিত রাখিবার জন্য যাঁহারা প্রশংসা পাইবার যোগ্য তন্মধ্যে মতিরায়, নীলকণ্ঠ, ও সঙ্গীতকুসুমরচয়িতার নাম সর্ব্বাগ্রে মনে হয়। সঙ্গীতকুসুমরচয়িতা বহু মহাজন—পদাবলী অনুসরণ করিয়া কখন ভক্তিরস আর্দ্র করিয়া, কখন হাস্যরসে মাতাইয়া, কখন বা শ্লেষের তীব্র কটাক্ষ করিয়া ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের চেষ্টা করিয়াছেন।

সঙ্গীতকুসুম, বাউলের গান ও পাগলের পাগলামী এই তিনখানি পুস্তকেই পার্থিব বিষয়ের নশ্বরত্ব এবং ভগবদ্ভক্তিতে জীবের পরমতত্ত্ব ইহাই প্রতিপাদনের চেষ্টা হইয়াছে। এই তিনখানি সঙ্গীতপুস্তক আমি যখনি পাঠ করিয়াছি তখনি সঙ্গীত গুলির ভাবাভিনিবেশ-সৌন্দর্য্যে আমি তুষ্ট হইয়াছি। এবং মনকে ধর্ম্মপথে অনুশাসন করিবার উপযুক্ত আকর্ষণী শক্তি ইহাদের আছে তাহা সম্যক্ অনুভব করিতে পারিয়াছি। বাউলের সঙ্গীত ও পাগলের পাগলামী এই দুই খানি পুস্তকে কেবল দেহতত্ত্ব ও পরমার্থতত্ত্বের আলোচনা হইয়াছে। সঙ্গীতকুসুমে উক্ত উভয়বিধ গানের সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ক সঙ্গীতও লিপিবদ্ধ আছে—বাউলের সঙ্গীতে, পাগলের পাগলামীতে এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গীতরচয়িতা-দের সঙ্গীতে কেবল নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যান ধারণা আছে। তাহা মানব-মাত্রেরই হিতকর। সঙ্গীতকুসুমে সাকার দেবদেবীর রূপ গুণ বর্ণনা ও স্তব স্তুতিই অধিক; পূর্ব্বেই বলিয়াছি সঙ্গীতকুসুমপ্রণেতা রামপ্রসাদ,

কমলাকান্ত, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাজনের পন্থা অনুসরণ করিয়া সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন; এই হিসাবে, সঙ্গীতকুসুম হিন্দুর পক্ষে অন্যান্য সঙ্গীত গ্রন্থ অপেক্ষা আদরের বস্তু; কারণ হিন্দুর ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার বিষয়ে ইহা বিশেষ উপকার করিতেছে ও করিবে। দৃষ্টান্তস্থলে সঙ্গীত কুসুমের ২য় খণ্ডের পীঠমালা ও তীর্থের সঙ্গীতগুলি এবং ৮৯ নং ৯৫ নং গান এবং প্রথম খণ্ডের ৬১ নং ও ৬২ নং গান গুলির উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

সঙ্গীতকুসুমের পত্রে পত্রে রচয়িতা শ্রীযুক্ত রামজয় বাগচী মহাশয়ের জীবনবৃত্তান্ত সূচিত আছে। সঙ্গীতকুসুমের অধিকাংশ সঙ্গীত যে "কবির স্বভাব ও গুণের চিত্র" তাহা নিঃসন্দেহ। সঙ্গীতকুসুমে জলাশয় খনন, দেবদ্বিজের তুষ্টিসাধন, ক্ষুধাতুরে অকাতরে অন্ন ব্যঞ্জন দান, অসহায় বিদ্যার্থী-গণের শিক্ষাবিধান, গোধন পালন, স্বধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়া সাধন ইত্যাদি যে সকল সদ্‌গুণের কীর্ত্তন করিয়াছেন, সঙ্গীতরচয়িতার জীবনে তাহার সকল গুলিরই অনুষ্ঠান আছে। ইহাঁর গোধনসেবা যাহারা দেখিয়াছেন এবং ইহার দানের বিষয় যাঁহারা জানেন তাঁহারাই ইহার ২য় খণ্ডের ১১২ নং গানের "জীবন সমান যারে, জীবনে যতন ক'রে পালিলাম অকাতরে জননী জ্ঞানে" এবং ৯১ নং গানের "কাঙ্গাল করিয়া কেন সৃজিলে দাতায়" এই দুই উক্তির সফলতা অনুভব করিবেন। ইহাঁর জীবনে এই সকল গুণের অনুষ্ঠান আছে এ কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে একে সঙ্গীতের ভাব, তাহার উপর সুরের লহরী। এবং তাহার সহিত রচয়িতার জীবনের আদর্শ—তিনের সুসমাবেশে শ্রোতার মন ক্রমে একেবারে দ্রবীভূত হইয়া যায়। সঙ্গীতকুসুমের সকল গানেই ভাবের গভীরতা ও হৃদয়গ্রাহিতা আছে।

প্রথম খণ্ডের ৭১ নং গানটী অতীব মধুর ও শিক্ষাপ্রদ। সংসারে থাকিয়াও প্রকৃত ধর্ম্ম সাধন করার যথেষ্ট উপায় আছে এ সঙ্গীতে তাহাই বুঝান হইয়াছে।

যতী ব্রতাচারী, ভিক্ষুকেরে
সংসারী সবারে পালে;
পালে পশু বিহঙ্গ— কীট পতঙ্গ
অন্তরঙ্গ সদাকালে ও
(পালে সদানন্দে)।

দরিদ্রের হেরে বদন পেয়ে বেদন
কে দেয় ওদন মুখে তুলে ;
ভোজনের অর্দ্ধ গ্রাসে, দীনে তোষে
কে ভাসে সুখ সলিলে
(সংসারী বিনে)।

২য় খণ্ডের ১০০ শত নং বিদায় গানটী এক দিন নিশিতে বেহাগ রাগিণীতে গীত হইতে শুনিয়া বড়ই মোহিত হইয়াছিলাম।

সঙ্গীতরচয়িতা, কিশোর জীবনে, পিতৃমাতৃহীন হইয়া যে ভাবে ক্রমে শিক্ষার ও অবস্থার উন্নতি করিয়াছেন তাহাও অতীব শিক্ষাপ্রদ।—তিনি যেরূপ ভাবে শিক্ষিত হইয়া যেরূপ সুন্দর শব্দ যোজনা, ও ভাব সমাবেশ করিয়া সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার প্রাকৃতিক প্রতিভার সত্তা কে অস্বীকার করিবে ?

সঙ্গীতকুসুম পাঠ করিবার সময়ে এবং সঙ্গীতগুলি শ্রবণ করিবার সময়ে আমার মনে যে যে ভাবের উদয় হইয়াছে তাহাই মাত্র প্রকাশ করিতেছি— আমি সমালোচকের 'সিংহাসন' গ্রহণ করি নাই।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে বারান্তরে ১ম খণ্ড প্রকাশ করিতে গানের আদ্য অক্ষরের একটী পৃথক্ সূচী দিলে গান বাহির করিয়া লইবার সুবিধা হইবে।

শ্রীভবানীগোবিন্দ চৌধুরী "বি, এল"।

আপনার সঙ্গীতকুসুম পাঠে পরমাহলাদিত হইয়াছি। সঙ্গীত কাব্যাপেক্ষা মহত্তর বস্তু। আপনি সেই মহৎ কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছেন দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি এবং "সঙ্গীতকুসুমের" গানগুলির উৎকৃষ্ট ভাব ও রচনা এবং সুমিষ্ট স্বরবিন্যাস দেখিয়া পুলকিত হইয়াছি। ইতি।

শ্রীশ্রীনাথ সেন,
ডেঃ মাজিষ্ট্রেট ও গ্রন্থ-"ভাষাতত্ত্ব"—প্রণেতা।

শ্রীযুক্ত বাবু রামজয় বাগছী মহোদয় শ্রদ্ধাস্পদেষু।

নমস্কারনিবেদনমেতৎ—

আপনার প্রেরিত সঙ্গীত-কুসুম পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। প্রায় সকল গানগুলিই সুন্দর হইয়াছে ছুটি একটির ভাষা বড় কঠিন হইয়াছে। সাধন-সঙ্গীতগুলি ভাবময় এবং ভক্তির পরিচায়ক। আপনি সদানন্দ পুরুষ; ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আপনি আনন্দে থাকুন ইতি।

বশম্বদ—
শ্রীহরিপদ দেবশর্ম্মণঃ
বন্দ্যোপাধ্যায়।

সঙ্গীত-কুসুম। ২য় ভাগ। গ্রন্থকারের নাম শ্রীযুক্ত রামজয় বাগছী। ইনি আমাদের অপরিচিত নহেন। গ্রন্থকারের বিশেষ পরিচয় দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। ইনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ স্থানীয় মোক্তার ও সুরসিক ভাবুক কবি। তাঁহার গানগুলি ধর্ম্মভাবপ্রধান। গানগুলি পাঠ করিলে মন ধর্ম্মভাবে মাতিয়া উঠে। সমস্ত সঙ্গীতগুলিই ভক্তিরসাত্মক ও বড়ই মনোমুগ্ধকর হইয়াছে। স্থানে স্থানে কবির উচ্ছ্বাস-স্রোতে ভাবুক পাঠকদিগকে ভাসমান হইতে হয়। কবি গাহিতেছেন,—

"কবে কৃষ্ণ তব নামে আনন্দ অশ্রু বহিবে। মুকুন্দ মধুসূদন নামে রোমাঞ্চ হইবে। কবে হরি বিশ্বরূপ, হেরিব বিষয় বিষ স্বরূপ। কবে নেত্র তব স্বরূপ, জগজ্জীবে নিরখিবে।"

গ্রন্থকার একজন প্রকৃত ভক্ত। তাঁহার রচনাশক্তি বিশেষ বলবতী। ভাবের মাধুর্য্য, ভক্তির প্রাচুর্য্য, ভাষার সৌন্দর্য্য এবং রচনার চাতুর্য্য, দেখিলে তাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না! এক একটী সঙ্গীতে এরূপ গভীর ধর্ম্মভাব নিহিত আছে যে তাহার মূল্য নিরূপণ করা কঠিন। অন্যমনস্কভাবে গ্রন্থের যে কোন স্থানে পড়িতে আরম্ভ করিলেই মনকে পরমার্থ-চিন্তার দিকে টানিয়া লইয়া যায়। সেই জন্যই বলিতেছি গ্রন্থকার একজন প্রকৃত ভক্ত।

বাগছী মহাশয় একজন দুর্ভাগ্য মাতৃহীন পুরুষ ! ১০ মাস বয়সের সময়ই কালের চক্রে মাতৃক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন। যদিও শৈশবে তাঁহার 'মা' বলিয়া ডাকা অদৃষ্টে ঘটে নাই, এক্ষণে ভগবানের কৃপায় তাঁহার সে সাধ মিটিয়াছে। মনের সাধে প্রাণ ভরিয়া 'মা' বলিয়া ডাকিয়া লইয়াছেন।

বাগছী মহাশয় পাঁচ শত টাকারও অধিক ব্যয় করিয়া উক্ত গ্রন্থ দুই খণ্ড মুদ্রিত করিয়া বিনা মূল্যে সাধারণে বিতরণ করিতেছেন। সঙ্গীতগুলি পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। গ্রন্থকারের কবিতার মধুরত্ব ও লালিত্য স্বাদ আস্বাদন করিতে আমরা সকল পাঠককেই অনুরোধ করি, এমন কি যাঁহারা অর্দ্ধনিমিলিত নেত্রে কুণ্ডলাকৃতি ধূমরাশি উদ্গিরণ করিতে করিতে নায়ক নায়িকার সুকোমল মন ভুলান উক্তি পড়িয়া থাকেন তাঁহারাও গ্রন্থখানি অবসর মত একবার পাঠ করিয়া দেখিবেন, সময় বৃথা যাইবে না।

পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণার্থে দুই একটি স্থান উদ্ধৃত করিলাম। উৎকলে যাইয়া স্বয়ম্ভু লোকনাথ মহাদেব দর্শন করিতে করিতে কবি গাহিয়া উঠিলেন :—

"শম্ভো শঙ্কর, শশাঙ্কশেখর, শিব স্মরহর। সদানন্দ হর, শৈলজা-ঈশ্বর, শূলী দিগম্বর, শমন-কিঙ্কর-শঙ্কা-হর হর।"

পৌত্রের মৃত্যু হেতু শোকাচ্ছন্ন হৃদয়ে কবি গাহিলেন,—

"হৃদয়-রতনে, পরম যতনে,
হৃদি-নিকেতনে, রাখিতাম আদরে।
হৃদি শূন্য করি, কে তারে নিল হরি,
আর কি পাব হরি আমার সে মনোহরে।"

পরিশেষে বক্তব্য,—গ্রন্থকার প্রথমেই

"স্বর্ণ অলঙ্কার যারা পরে শিরোদেশে,
কণ্ঠে, হস্তে, পরে নাকি রজত চরণে ?"

উক্তি সন্নিবেশিত করিয়া সরল হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন ও গ্রন্থখানি আরও সুমধুর করিয়াছেন।

হিন্দুরঞ্জিকা। ১৫ই কার্ত্তিক, ১৩০৭।

"সঙ্গীত-কুসুম, ১ম ও ২য় খণ্ড। বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার বর্ত্তমান সম্পাদক কবিবর শ্রীযুক্ত রামজয় বাগছী মহোদয় প্রণীত। সঙ্গীত-কুসুমের সৌরভ দূর দূর ছুটিয়াছে। "সঙ্গীত" অন্যান্য কবিতার ন্যায় পাঠ কালে বিশেষ তৃপ্তিকর বোধ হয় না, উহা সুর তাল লয় সহ শ্রবণ করিলেই ভাল লাগে। সঙ্গীত-কুসুমের গানগুলি কেবল পুস্তকে পাঠ করিয়া সমালোচনা কালে হয় তো আমরা কবিবরের প্রতি যথোচিত অভিমত প্রকাশ করিতে অবকাশ পাইতাম না। গত দুর্গোৎসবোপলক্ষে কবিকেশরীর স্বগণ সহ কাশী-যোগাশ্রমে সমাগম হওয়ায় আমরা তাঁহার বিরচিত অনেকগুলি সঙ্গীত সুর তাল সহ শ্রবণ করিতে পাইয়াছিলাম। গানগুলির সুর শ্রুতিমধুর, ভাষা ও অনুপ্রাস উপাদেয়, রচনা সুললিত ও ভাব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। কবি স্বয়ং বিনয়াবনত এবং ভক্তি ও জ্ঞানানুগত। সঙ্গীত-কুসুমে, জ্ঞান, ভক্তি কর্ম্ম এবং দেব দেবীর স্তুতি প্রণতি ছাড়াও নানা স্থানীয় ও সাময়িক ঘটনাবলম্বনেও অনেক গান বিরচিত আছে; সকল গানই সুরুচি-মার্জ্জিত ও শ্রুতিসুখকর হইয়াছে। এই পুস্তক বিনা মূল্যে সৎপাত্রে বিতরিত হয় জানিয়া, আমরা কবিবরকে শত শত সাধুবাদ দান করিতেছি।"

কাশীধর্ম্মপ্রচারক পত্র, সপ্তম ও অষ্টম খণ্ড,
১৩০৭ সাল।

বিনয়পূর্ব্বকনমস্কারনিবেদনমেতৎ—

মহাশয়ের দুই খণ্ড "সঙ্গীত-কুসুম" প্রাপ্ত হইয়াছি। পাঠান্তে পরমা প্রীতি লাভ করিয়াছি। ভাষার মাধুরী, ভাবের মনোহারিত্বে মুগ্ধ হইয়াছি। কবিতা বা সঙ্গীতগুলি খাঁটি দেশী ছাঁদে ঢালা, পাশ্চাত্য গন্ধ মাত্র নাই। "সঙ্গীতকুসুম" পাঠ করিবামাত্র গ্রন্থকারের স্থূল দেহের মধ্যে মুক্তিপ্রয়াসী ভক্তিমান্ বিশুদ্ধ পরমোজ্জ্বল এক স্বর্গীয় জীব স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা "রামজয়" নহে, তাহা "মায়াজয়ী" মহাপুরুষ। এই কলিযুগে, এই

আড়ম্বরপূর্ণ বিলাসের দিনে নব দ্বিতল গৃহে প্রবেশের দিনেও যাঁহার হৃদয় হইতে বৈরাগ্যোদ্দীপক সঙ্গীত-উচ্ছ্বাস বাহির হইয়াছে, তাঁহার বৈরাগ্য স্থায়ী এবং মুক্তিপ্রদ। ভগবানের নামে যাঁহার চক্ষে জল আইসে, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, তাঁহার এইটী শেষ জন্ম। আমার বিশ্বাস আপনার এইটী শেষ জন্ম, জগদম্বার কৃপায় আপনার আর ফিরে ফিরে আসিতে হইবে না।

প্রণত শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়।
বাগের হাট্
(ডিঃ মাজেষ্টার)
"যদুরায়" নামক গ্রন্থ প্রণেতা।

মানবের হৃদয়, বিশেষতঃ কবির প্রাণ নানা রসে বিভোর। সমুদ্রে যেমন তরঙ্গের উপরে তরঙ্গ নিয়ত উঠিতেছে এবং পড়িতেছে, কবির হৃদয়েও সেইরূপ অনন্ত এবং বিচিত্র ভাব-তরঙ্গ-মালা অনবরত সংঘাত করিতেছে, তাহার আদি নাই, অন্ত নাই, গণনা নাই, নিবৃত্তি নাই। জড় সৌন্দর্য্যের ন্যায় এই ভাব-সৌন্দর্য্যের লহরীমালা অনন্ত হৃদয়ে নিয়ত খেলা করিতেছে, কিন্তু তাহা দেখে কে—দেখায় কে? কবি তাহা দেখেন এবং দেখান—আলোক চিত্রকরের ন্যায় অনুভূত ভাবের সম্পূর্ণ ছবিটি আমাদের জন্য তুলিয়া রাখেন। তৈল, চিত্রকরের ছবি সংশোধিত, আলোক চিত্রকরের ছবি অসংশোধিত; তিনি কিছু ছাড়িয়া দিতে এবং কিছু ধরিয়া লইতে জানেন না, অথবা ইচ্ছা করিলেও বুঝি তাহা পারেন না।

সঙ্গীত-কুসুমের কবি ভাব-রাজ্যের আলোক চিত্রকর, তিনি যে চিত্রগুলি তুলিয়াছেন তাহাতে আর পরিবর্দ্ধন-পরিবর্জ্জন নাই; তিনি নিজে যে দৃশ্যটি যে ভাবে দেখিয়াছেন, তাহার ছবিটি ঠিক সেই ভাবেই আমাদিগকে দেখইতেছেন। কিন্তু হাস্য করুণ প্রভৃতি বিবিধ রসের অবতারণা হইলেও এগুলি ব্যভিচারী; শান্তিই এই গ্রন্থের স্থায়ী ভাব। গঙ্গাস্নানের পর গরদ পরিয়া এবং নামাবলি গায়ে দিয়া চন্দন-চর্চ্চিত দেহে গঙ্গার স্তব পাঠ করিলে মনে যে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভূত হয়, ইহার সঙ্গীতকুসুম পাঠ করিলে মনে যেন

সেইরূপ একটা ভাব উপস্থিত হয়। গ্রন্থকার মাতৃভাষার পূজার জন্য উপযুক্ত 'কুসুম'ই চয়ন করিয়াছেন ইতি।

মৌলবীবাজার
১০ই বৈশাখ ১৩০৮ সাল,

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ।
ভূতপূর্ব্ব শিক্ষা-পরিচয়-সম্পাদক ও দেবীযুদ্ধ
প্রভৃতি কাব্যপ্রণেতা।

শ্রীশ্রীদুর্গা
শরণং।

আমরা শ্রীযুক্ত বাবু রামজয় বাগচ্ছী কবিরত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক রচিত সঙ্গীত-কুসুমের ভাব বিষয়ক" কতিপয় গীত শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য উকীল মহাশয়ের বাসায় শ্রবণ করিয়া অতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছি। ইহাতে যেরূপ ভাবের মাধুর্য্য ও কবিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় উক্ত কবিরত্ন মহাশয় প্রেমিক ভক্ত এবং তাঁহার ভক্তি বলেই যেন ঈশ্বর স্বভাব-সিদ্ধই এই কবিত্বশক্তি ইঁহাকে প্রদান করিয়াছেন। শুনিয়াছি সাধক রামপ্রসাদ যেরূপ সঙ্গীত দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, আশাকরি, ইনিও সেইরূপ সঙ্গীত-রূপ উপাসনা দ্বারা ঈশ্বর-সান্নিধ্যরূপ ফললাভ করিবেন।

বিদ্যারত্নোপাধিক
শ্রীহরনাথ দেবশর্ম্মা।

স্মৃতিভূষণোপাধিক
শ্রীতারাকান্ত শর্ম্মা।

ওঁতৎসৎ

মান্যবর—

শ্রীযুক্ত রামজয় বাগচ্ছী কবিরত্ন মহাশয়—
সমীপে—

মহাত্মন্!

আমরা অত্র বারাণসী ধামে আপনার কৃত—কতিপয় সঙ্গীত শ্রুত হইয়া বড়ই সন্তোষ লাভ করিয়াছি। তজ্জন্য আপনাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ

না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। গীতগুলির রচনা অতি সরল, মধুর, ও সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য। শ্রীশ্রী৺ অন্নপূর্ণা বিশ্বনাথ সমীপে আপনার ন্যায় ভগবদ্‌ভাব-বিদগ্ধ ভক্ত সাধকের দীর্ঘ জীবন কামনা করি। ইতি তারিখ ২৪শে অগ্রহায়ণ, সন ১৩০৭ সাল।

শ্রীযাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শ্রীদুর্গাচরণ মৈত্র শ্রীশ্যামাচরণ সান্যাল
শ্রীগিরিশনারায়ণ শর্ম্মা মুন্সী Satish Ch. Sanyal. শ্রীমোহিনী নারায়ণ মুন্সী
Ram Narayan Maitra. শ্রীভৈরবরাম সিংহ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী
শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ শর্ম্মা মুন্সী শ্রীমহিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীসীতানাথ শর্ম্মণঃ
কবিরাজ—
শ্রীরাম শর্ম্মা শিরোমণি শ্রীদ্বারকানাথ চৌধুরী শ্রীউমাচরণ ভট্টাচার্য্য
৺ কাশীধাম
শ্রীমুকুন্দনারায়ণ শর্ম্মা মুন্সী শ্রীমহেশনারায়ণ চক্রবর্ত্তী শ্রীমাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
নিবাস সেরপুর জেলা বগুড়া ৺কাশীধাম
হাল মোকাম ৺কাশীধাম সোনারপুর
শ্রীঈশানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীনিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যো।

বরিয়ো বঙ্গ
তিন পাহাড় পোষ্ট।

সবিনয় নমস্কারা নিবেদনম্—

মহাত্মন্! আপনার উপহৃত 'সঙ্গীত-কুসুম' ১ম খণ্ড পাইলাম। সঙ্গীত-কুসুম পাঠ করিলে বা শুনিলে প্রাণে যেন কি এক অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হইতে থাকে। ইহা পাঠ করিয়া যে বিমল আনন্দলাভ করিয়াছি ও করি-তেছি তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা কোথাও পাওয়া যায় না। পুস্তকের নাম যেরূপ মনোহর, তদনুরূপ বিষয়নির্ব্বাচনপ্রণালী, তদনুরূপ সুন্দর সুললিত ভাব ও ভাষা এবং বিশুদ্ধ মুদ্রাঙ্কন। আপনি ভূতভাবন ভগবানের এই সৃষ্টিরূপ মহাউদ্যান হইতে যে সমস্ত কুসুম আহরণ করিয়া তদ্দ্বারা 'সঙ্গীত-কুসুম রূপ' গুচ্ছ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক কুসুমগুলি এরূপ ভাবে সজ্জিত ও প্রত্যেক পত্র এরূপ ভাবে বিন্যস্ত যে, যে ইহার আঘ্রাণ লইবে

তাঁহারই মনে কি এক বিমল আনন্দের উদয় হইবে। পুষ্প যেমন কি সৌন্দর্য্যে, কি মাধুর্য্যে, কি ঘ্রাণে, কি স্পর্শে, সর্ব্ববিষয়ে আনন্দপ্রদ, তাই দেবগণের অর্ঘ্য স্বরূপ হইয়াছে, আপনার সঙ্গীত-কুসুমেরও সেইরূপ ; ইহার প্রত্যেকটী ভক্তিপ্রদ বলিয়া দেবপদে পুষ্পাঞ্জলির জন্য উৎসর্গীকৃত। ভগবানের সমীপে প্রার্থনা আপনার এই সঙ্গীত-কুসুমের গন্ধপ্রবাহ সর্ব্বত্র প্রবাহিত হউক এবং সেই প্রবাহে নিমজ্জিত হইয়া সকলেই পরমানন্দ লাভ করিতে থাকুন। * * *॥

প্রণত শ্রীসত্যচরণ চট্টোপাধ্যায়।
প্রধান শিক্ষক।

পুরুলিয়া ডেঃ মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, "আপনার মহারাণীর মৃত্যুর শোকসঙ্গীতে তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। ইহা আপনার ন্যায় ভাবুক জনেরই উপযুক্ত গাথা। ভরসা করি দীর্ঘকাল জনসমাজের গৌরব স্বরূপ বিরাজমান থাকুন।"

ওঁ

আদি ব্রাহ্মসমাজ,
যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।
২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮২২ শক।

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন,

মহাশয়ের প্রণীত ভক্তিবিবেক ও বৈরাগ্যমিশ্রিত অতি উপাদেয় "সঙ্গীত-কুসুম" ১ম খণ্ড পুস্তকখানি ইতিপূর্ব্বে আমাকে বিনামূল্যে প্রদান করিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন। এখন মহাশয়ের নিকট ঐ পুস্তকের ২য় খণ্ড বিনামূল্যে পাইবার প্রার্থনা করিতেছি। * * *

বশম্বদ
শ্রীহরেকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

কবিকুলগৌরব শ্রীযুক্ত বাবু রামজয় বাগছী দাদা

মহাশয় কবিভূষণবরেষু

শ্রীচরণসরোরুহেষু।

মহাশয়! আপনার সঙ্গীতকুসুম দুই খণ্ড পাইয়াছি। আপনি যে গীত গুলি রচনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কোন্‌টী ভাল কোন্‌টী মন্দ তাহার বিচার করিতে পারিলাম না; কারণ উৎকৃষ্ট মোদকে উপযুক্ত উপকরণে যে সকল মিঠাই প্রস্তুত করে তাহার মধ্যে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট বিবেচনা করা সহজ নহে। তবে এককথা মোদকের সকল বস্তুতেই মিষ্টরস আছে আপনার সঙ্গীতগুলিও সেইরূপ ভক্তিরস-সুধামাখা বলিয়া বড়ই মিষ্ট হইয়াছে, একটীও পরিত্যাগের নহে, তবে মোদকের মিষ্টান্ন হইতেও আপনার সঙ্গীতগুলি আরও প্রশংসার হইয়াছে। তাহার কারণ মিষ্টান্ন অধিক ভোজন করা যায় না কিন্তু আপনার সঙ্গীতগুলি এরূপ মিষ্টরসে প্রস্তুত যে যত পান করা যায় ততই পানাশা বৃদ্ধি হয়। আপনার গ্রন্থের নাম "সঙ্গীতকুসুম" উপযুক্ত নাম করণ হইয়াছে। আমি দেখিতেছি এ অন্য সামান্য কুসুম নহে, এ পারিজাত, সে পুষ্প সমুদ্রমন্থনে উত্থিত হইয়াছে, এ পারিজাতও আপনার ভাব-সমুদ্রমন্থনে উঠিয়াছে। ক্ষীরসমুদ্রমন্থনে যে কেবল পারিজাতের উদ্ভব হইয়াছিল তাহা নহে, তাহাতে চন্দ্র, সুধা, লক্ষ্মী, পারিজাত প্রভৃতি উত্থিত হইয়াছে, আপনার ভাব-ক্ষীরদ-সমুদ্র হইতে যশোরূপ চন্দ্র, ভক্তিরূপ সুধা আর কীর্ত্তিরূপ লক্ষ্মী ও সঙ্গীতরূপ পারিজাত কুসুম উঠিয়াছে। ধন্বন্তরি সুধাভাণ্ড হস্তে করিয়া সমুদ্র হইতে উত্থিত হন, আপনার কবিত্বরূপ ধন্বন্তরি এই ভক্তি-সুধা লইয়া উত্থিত হইয়াছে। লক্ষ্মী সমুদ্র হইতে গাত্রোত্থান করিয়া যেমন ক্ষীরদশায়ী নারায়ণের পদসেবায় নিযুক্ত হইয়া অচলভাবে আছেন, আপনার পুষ্করিণী-খননে জলদান-কীর্ত্তি-লক্ষ্মী সেইরূপ নারায়ণের সেবায় নিযুক্ত হইয়া অচল-ভাবে কাল যাপন করিতেছে। চন্দ্র দুই খণ্ড হইয়া হর-পার্ব্বতীর ভালদেশে বিরাজ করিতেছেন, আপনার যশোরূপ চন্দ্রও সেইরূপ আপনার সঙ্গীতরূপ পারিজাতকুসুমও সাধারণের হৃদয়-নন্দন-কাননে রক্ষিত হইয়াছে; এই গান শুনিলেই রাম নাম শুনা যায়, রাম নাম শুনিলে কাহার হৃদয়ে আনন্দ না আসে? আনন্দময় হৃদয় হইলেই নন্দন কানন হইল। এ সঙ্গীত পারিজাত

কখন মলিন হইবে না; পারিজাত যেমন বৃক্ষচ্যুত হইলেও কখনও মলিন হয় না, এ পারিজাত আপনার রসনাশাখাচ্যুত হইয়াও নিয়ত নবলাবণ্যযুক্ত হইয়া কাল যাপন করিতেছে। পারিজাতের সৌরভ দিগন্তব্যাপী, এ পারিজাতের সৌরভও দিগ্‌দিগন্তে ছুটিতেছে। তবে সে পারিজাতে সুধা নাই, এ পারিজাতে সুধা আছে, ভক্তি-সুধা-মাখা মোহিনী সুধা বিতরণ করিয়াছেন। পারিজাত কামফলপ্রদ, এ পারিজাতও ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষফলপ্রদ। তবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা,—পারিজাত যেমন দুর্ব্বাসার শাপে সমুদ্রগর্ভে মগ্ন হইয়াছিল, এ পারিজাত যেন সমাজের রুচি পরিবর্ত্তন রূপ দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক কালে সঙ্গীতবিরক্তিরূপ সমুদ্রে নিমগ্ন না হয়। আরও এক কথা, উপদেষ্টা সরলরূপে বুঝাইয়া দিলে লোকে বলে জলের মত বুঝাইয়া দিয়াছেন, আপনিও তদ্রূপ সঙ্গীতের শব্দগুলি এত সহজরূপে বিন্যাস করিয়াছেন যে, লোকে জলের মত বুঝিতে পারে। সেই জন্য আমি দেখিতেছি জল সকলেই ভাল বাসে; এ সঙ্গীতগুলি জলের মত হইয়াছে বলিয়া সকলের ভালবাসার ধন হইয়াছে। সংসারে পাগল কেবল জল ভাল বাসে না, এ সঙ্গীতে যার ভালবাসা না থাকিবে সে পাগল বই আর কি হইতে পারে? গানগুলির সমালোচনা আমি আর কি করিব, আমার পূর্ব্বে অনেক মহাত্মা বিশেষ রূপে ইহার সমালোচনা করিয়াছেন; তাহা আপনার দ্বিতীয় খণ্ড সঙ্গীতকুসুমে প্রকাশ। সমালোচনা আর যে কিছু বাকি আছে তাহা আমার জ্ঞানগোচরে আসে না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিলাম। শেষে আমার বক্তব্য এই, আপনি প্রতি গানের শেষে যেরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন ভগবান্ আপনার সেইরূপ প্রার্থনা পূর্ণ করুন। ইতি।

ভবদীয় সঙ্গীত-সুধাপানাভিলাষী
শ্রীমতিলাল শর্ম্ম রায়।
নিবাস নবদ্বীপ ৺রামরাজাতলা।

কবিপ্রবর কবিরত্নোপাধিক শ্রীযুক্ত রামজয় বাগছী প্রণীত সঙ্গীত-কুসুমে প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি।

সঙ্গীত-কুসুমে কবিবরের শব্দবিন্যাসের পারিপাট্য, সুমধুর শব্দবিন্যাস ও অনুপ্রাসের ছটা অতি আশ্চর্য্য এবং ভক্ত কবির আভ্যন্তরিক সাত্ত্বিক ভক্তি-গান গুলিতে বিশেষ ব্যক্ত হইয়াছে।

বিশ্বনাথ-চতুষ্পাটীস্থাধ্যাপক শ্রীযজ্ঞেশ্বর দেবশর্ম্মা।
বেদান্ততীর্থোপাধিক সন ১৩০৮। ১৪ চৈত্র।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

"উৎসাহ"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয়ের অভিমত।

ভূতপূর্ব্ব 'উৎসাহ'-সম্পাদক শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র সাহার মৃত্যুর পর উহার সম্পাদন ভার আমারই অযোগ্য হস্তে ন্যস্ত হয়। এই সময় আপনার "সঙ্গীত-কুসুম" দ্বিতীয় খণ্ড উপহার পাই, কিন্তু তৎসম্বন্ধে আমার মতামত পূর্ব্বেই হিন্দুরঞ্জিকায় প্রকাশ করিয়াছি। এখন আর কিছুই বলিবার নাই, তবে প্রাপ্তিস্বীকার ব্যপদেশে দুই চারিটা কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

সঙ্গীতেই জাতীয় চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ। প্রাণের কথা, অন্তরের আবেগ গান ভিন্ন আর কিছুতেই সুস্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত করা যায় না। তাই আমাদের বেদে গান, পুরাণে গান, মহম্মদীয় কোরাণে গান, খৃষ্টীয় বাইবেলে গান, তাই জয়দেবে গান, চণ্ডীদাসে গান, তুলসীদাসে গান, রামায়ণে গান। প্রকৃতির প্রেমের কথা প্রকৃতির প্রিয় শিষ্য গায়। তাই বুঝি পাপিয়ায় গান গায়, মলয় সমীরণে প্রকৃতির প্রশান্ত গম্ভীর সঙ্গীত প্রবাহমান। তাই বুঝি ইন্দ্রের অমরাবতীতে গান, কমলাপতির বৈকুণ্ঠে গান, ভোলানাথের কৈলাসশিখরে বিল্বমূলে সঙ্গীতের মোহন তান ধ্বনিত হয়।

এই জন্যই আমরা সঙ্গীত শ্রবণ করিতে ভাল বাসি, এই জন্যই আমরা সঙ্গীত শ্রবণে তৃপ্ত হই। কারুণ্য, নৈরাশ্য, অলসতা, উন্মত্ততা, কাতরতা গীতিকাব্যে একসঙ্গে ফুটিয়া উঠে। দুঃখের জীবনে দুঃখের দিনে দুঃখ প্রকাশ

করিতে গীতের জন্ম। দুঃখের সুদীর্ঘ সহবাসে উহার প্রতিকূলতা আত্মীয়স্বজনের নিগ্রহবৎ হইয়া উঠিয়াছে। ইহাই অনন্তপতনের সূত্রপাত! যে পতনে পতনের জ্ঞান থাকে না, সে পতন হইতে উত্থানের আর আশা কোথায়? উদ্ধারের আশা রাখিতে হইলে পতনের স্বরূপ বুঝিতে হইবে, ইহার অভিব্যক্তি গীতিকাব্যে। গীতিকাব্য নিরাশার আশা। গীতে প্রাণে সাড়া পাই বলিয়া, প্রাণ অনুভব করি বলিয়া এত আদরণীয়। সঙ্গীত শ্রবণে পিঞ্জর-বদ্ধ-সংকীর্ণতা ভুলিয়া বিমুক্ত বায়ু সেবনে পরিতৃপ্ত হই। জ্যোৎস্নায় ডুবিতে কবি গাহিলেন;—

"ডুবে যাই, ডুবে যাই,—আরো আরো ডুবে যাই।"

আমরাও বুঝি এই সঙ্গে নিমগ্ন হইবার অবসর প্রাপ্ত হই। যত ডুবি, যত তলাই, ততই যেন জ্যোৎস্না, গাঢ়-ঘন জ্যোৎস্না, ততই আনন্দ। ডুবিয়া ডুবিয়া থাই আর পাইনা, আরও ডুবিতে থাকি আরও ডুবিতে চাই—অগাধ, অনন্ত অপরিসীম জ্যোৎস্না, অনন্ত অনির্ব্বচনীয় আনন্দ।

গীতিকাব্যে কাল্পনিক সৌন্দর্য্য। তাহা তিন প্রকার,—সাধারণ, অসাধারণ ও অসম্ভব। প্রকৃতির অনন্ত-বিভবে যাহা সচরাচর আমরা দেখিতে পাই, অথবা কবির রচনাচাতুর্য্যে যাহা নিত্য নূতন বলিয়া প্রতিভাত হয় তাহাই সাধারণ সৌন্দর্য্য, শকুন্তলার শ্বশুরালয়ে গমন উপলক্ষে বিদায় সম্ভাষণে অসাধারণ কিছু না থাকিলেও কবির অসাধারণ কল্পনা-নৈপুণ্য ইহাকে চিরমধুময় করিয়া রাখিয়াছে।

পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি
জলং যুষ্মাস্বসিক্তেষু যা।
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি
ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।
আদৌ বঃ কুসুমপ্রবৃত্তিসময়ে
যস্যা ভবত্যুৎসবঃ।
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং
সর্ব্বৈরনুজ্ঞায়তাম্॥

কি অপূর্ব্ব মাধুর্য্য, কি অসাধারণ সৌন্দর্য্য কি অসামান্য কবিত্ব? প্রত্যহ কত শত কুলবধূ শ্বশুরালয়ে যাইতেছে, কিন্তু পিতার এরূপ প্রীতিসম্ভাষণ কয় জনের অদৃষ্টে ঘটিয়া থাকে। তাই এই খানেই নূতনত্ব পরিদৃষ্ট হয়।

সঙ্গীত-কুসুম আমার বড় ভাল লাগিয়াছে। পূর্ব্বে যে সমস্ত কথা আলোচনা করিলাম, নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিলে তাহা সমস্তই ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্গীত-কুসুম ভক্তেরহৃদয়নিহিত পূত ভাব-মন্দাকিনীর পবিত্র উৎস। ইহাতে লহরী আছে, আবিলতা নাই। ধর্ম্মই জীবের প্রধান রক্ষক ও ধর্ম্মই স্বাধীনতার প্রাণ। সেই ধর্ম্ম ও ধর্ম্মভাবের সমাহারে গঠিত বলিয়া সঙ্গীত-কুসুম আমার এত আদরের সামগ্রী। যাহার হৃদয়-পটে কখনও ধর্ম্মের অমল ধবল জ্যোতি-রেখা সমুদ্ভাসিত হয় না, যাহার মানস-পটে কখনও শীতল রজতধারাবৎ ধর্ম্মের জ্যোতি-রেখা জানে না, তাহার নিকট সঙ্গীত-কুসুম কখনও ভাল লাগিতে পারে না ও পারিবে না। তাহার নিকট সঙ্গীত কুসুমের পরিচয় দেওয়া বিড়ম্বনা। গ্রন্থকার ভাবের লেখনী লইয়া মরমের কথা অঙ্কিত করিয়াছেন। সে মরমের কথা 'মরমী' জনা'র ভিন্ন অন্য কাহারও প্রাণে লাগিতে পারে না, কারণ ভাবের এই টুকুই বিশেষত্ব।

ধর্ম্মপিপাসুগণের ধর্ম্মসাগরের অপূর্ব্ব বীচি-বল্লরী-বিকাশ দেখিতে বাসনা থাকিলে, মন প্রাণ পবিত্র করিতে ইচ্ছা হইলে, কবিত্ব-মাধুর্য্য-মণ্ডিত, অমৃতনিস্যন্দিনী লেখনী-প্রসূত, সঙ্গীত-কুসুম পাঠ করা উচিত। ভাবের তরঙ্গ-ভঙ্গ-লীলারঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে বাহিয়া যাও, আজীবন সঞ্চিত ভাবপিপাসা মিটাইয়া লও, অচিরে তোমার হৃদয়ে নির্ম্মল গগনে শশধরের ন্যায় ধর্ম্মের দামিনী-দীপ্তি চমকিয়া উঠিবে।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল। ঘোড়ামারা রাজসাহী।

Babu Ramjoy Bagchee A Mooktear of the old School, held in high estimation by the residents of this town. Always ready to help the poor. I hold a high opinion of this member of the local Bar.

Rampore Boulia } W. RATTRAY

31 March, 1902. } D. Magistrate.

রামপুর বোয়ালিয়ার খ্যাতনামা মোক্তার শ্রীযুক্ত বাবু রামজয় বাগচী কবিরত্ন মহাশয় "সঙ্গীত-কুসুম" নামে তিনখণ্ড গানের পুস্তক রচনা করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন, এবং উপহার স্বরূপে আমাকেও দিয়াছেন, উহা পাঠ করিয়া আমি বড়ই তৃপ্তিলাভ করিয়াছি, রামজয় বাবুর সহিত আমার দীর্ঘকাল হইতে পরিচয় আছে. ইনি ভগবদ্ভক্ত, সুকবি, ভাবুক, রসিক, পণ্ডিত, প্রিয়, দয়ালু, প্রফুল্লহৃদয়, ও সর্ব্বদাই স্মিতবিকসিত মুখ। সাংসারিক যন্ত্রণায় যখন চিত্ত বিক্ষিপ্ত প্রায় হয়, তখন আমি প্রায়ই ইহাঁর নিকট যাইয়া থাকি। ইহাঁর নিকট গেলে ইহাঁর পরিহাসকৌতুকতাযুক্ত ব্যবহারে ও রসভাবোন্মিশ্র আলাপ শ্রবণে চিত্ত অনেকখানি শান্ত হয়। ইহাঁর নিকট প্রায়ই ইহাঁর অর্থে প্রতিপালিত সুস্বরসম্পন্ন গায়ক ও গায়িকা উপস্থিত থাকে, তখন যদি উহারা কেহ সঙ্গীত-কুসুমের ২।১টী গান স্বরসংযোগে আলাপ করে, তবে বড়ই আনন্দ অনুভব হয় এবং চিত্ত এই যন্ত্রণাময় সংসার হইতে যেন কোন এক শান্তিময় পবিত্র স্থানে যাইয়া উপস্থিত হয়।

বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই সঙ্গীতপুস্তক রচনা করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন কিন্তু সেই সকল গানে ভক্তি ও কার্বুকতা অল্পই পরিলক্ষিত হয়। দীর্ঘসমাস, অনুচিত সন্ধি, ও আভিধানিক শব্দপ্রয়োগবাহুল্য থাকাতে ঐ সকল রচয়িতারা যেন পাণ্ডিত্য খ্যাপনেরই বেশী প্রয়াসী বলিয়া বোধ হয়। গানে দুরূহ শব্দ, অনুচিত সন্ধি সমাসের বাহুল্য থাকা ভাল নহে, গান শুনিতে বসিলাম কিন্তু তাহার সন্ধি সমাস বুঝিতে যদি ওষ্ঠাগত প্রাণ হয়, তবে আমার ভাবোন্মেব কিরূপে হইবে। রামজয় বাবুর গানে সে সব বালাই কিছুই নাই। ইহাঁর গানগুলি সরলার্থ ও সুশ্রাব্য, শব্দে রচিত, ভাবমধুর, সন্ধি সমাসের ঝঞ্ঝাটশূন্য, ইহাঁর রচনাপ্রণালী এরূপ সুন্দর হইয়াছে যে রামজয় বাবু যেন যথার্থ যুঁই ফুল দিয়া মালা গাঁথিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। পূর্ণিমার চন্দ্রের আলোক দেখামাত্রই যেমন সাধারণের মন পরিতৃপ্ত হয়, তাহাতে কোন বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে হয় না, সেইরূপ গান শ্রবণ মাত্রই চিত্ত প্রফুল্লিত হওয়া উচিত, কঠোর চিন্তা করিয়া তাহার অর্থাবধারণ করিতে হইলে গানের মিষ্টতা থাকে না। গান শ্রবণে যে গভীর ভাবাবেশ হওয়ায় যে অধৈর্য্য হয় তাহাকে ভাবোন্মাদ বলে, সুমধুর মনোহরসাহী গান শ্রবণে অনেক ভাবুকেরই তাহা হইয়া থাকে, রামপ্রসাদ দাশুরায় প্রভৃতির গান শ্রবণেও অনেকের তাহা

হয়, ঐ সকল মহাত্মারা অনেক দিন হইল স্বর্গে গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের গীত অদ্যাপি সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। তাঁহাদের রচিত গানের এমনই শক্তি যে তাহার মাহাত্ম্যে আপনা আপনিই সকলে তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছে। কৃষিক্ষেত্রে কৃষক, গোষ্ঠের রাখাল বা প্রাসাদস্থ ধনী সকলেই উহাঁদের গান গাহিয়া বা শুনিয়া ভাবোন্মত্ত হয়। রামজয় বাবু উহাঁদেরই পদানুসরণ করিয়া গান রচনা করিয়াছেন, অনেকাংশেই তাঁহাদের ন্যায় কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন। গায়কদিগের কণ্ঠে রামজয় বাবুর গান শুনিতে আমি বড়ই ভাল বাসি। একদিন একটী গায়িকার মুখে রামজয় বাবুর রচিত কয়েকটী গান শুনিয়া আমি একেবারে মুগ্ধ হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম, আমার কর্ণপটহে সেই উৎকৃষ্ট মধুর গীতিঝঙ্কার মধ্যে মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। সমুদ্রে বৃষ্টির ন্যায় এই সংসারে অনেকেরই জন্ম ও মৃত্যু হইতেছে কিন্তু ইহ সংসারে রামজয় বাবুর জন্মকে সার্থক বলিতে হইবে; যেহেতু তিনি অনেকগুলি সৎকীর্ত্তি রাখিয়া যাইবেন, ভগবদ্ভক্তিপ্রধান এই সঙ্গীত-কুসুম অন্যতম। ভগবান্‌চন্দ্র রামজয় বাবুকে সুখে রাখুন ইহাই একান্ত প্রার্থনা।

১২।২।০৯। | বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভাচার্য্যস্য
শ্রীরামতনু দেবশর্ম্ম-তর্করত্নস্য।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত রামজয় বাগছী মহাশয়ের "সঙ্গীত-কুসুম" কতদিন পাঠ করিয়াছি, কতদিন সুগায়ক-কণ্ঠে সেই সকল সুন্দর গীত শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। শক্তিভক্ত রামপ্রসাদ একদিন উন্মত্তহৃদয়ে যে গীত গাহিয়াছিলেন আজিও বঙ্গবাসী সে গীতের আদর করে—এখনও প্রতিদিন শত গায়কগণের কণ্ঠে সেই সকল শক্তিসঙ্গীত ধ্বনিত হয়—এখনও কত শত ভক্ত সেই সকল অমৃতময় গীতগুলির ললিত মধুর ভাবতরঙ্গে হৃদয় ভাসাইয়া দিয়া ভক্তিভরে শক্তিচরণে সমাধিগত হয়। সঙ্গীত-কুসুমের গানগুলিও আমাদের প্রায় তেমনি আদরের ধন হইয়াছে। প্রেমের গান, বা বিরহের গান বা ইংরাজি বাঙ্গলা মিশ্রিত চুণোগলির সুরের গান হইলে—সঙ্গীত-কুসুমের প্রশংসা হয়ত এতদিন অসাধারণ হইত, গানের সুর যদি নব্য সম্প্রদায়ের পছন্দসই নূতন সুর হইত

তাহা হইলেও এতদিন অনেক বালক বা যুবকের কণ্ঠে সঙ্গীত-কুসুমের গীত শুনিতে পাওয়া যাইত। কিন্তু ইহার প্রত্যেক গীতে একটি ভক্তহৃদয়ের উচ্ছ্বাস ফুটিয়া বাহির হইতেছে—ইহার প্রতিছত্রে একজন ধর্ম্ম-প্রাণ হিন্দুর ধর্ম্মভাব প্রকাশিত হইয়াছে—গানের সুরও মধুকাণ, রামপ্রসাদ, গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতি সুগায়কদিগের সুরের অনুকরণ মাত্র। কতকগুলি গান আবার এমন আছে তাহারা যেন সেই ভক্তবৎসলের রাঙ্গা চরণে কাতর ভক্তের করুণ নিবেদন। এই সকল কারণে নব্য সম্প্রদায় কি মনে করিবেন বলিতে পারি না।

গানের ভাষা সুন্দর—মর্জ্জিত ও ব্যাকরণশুদ্ধ। গানগুলি, কথার উপর কথা গাঁথিয়া অর্থশূন্য কবিতামালা নহে। ইহাদিগের অর্থ আছে—ভাব আছে। ভাষা সেই ভাবের অনুগামিনী হইয়াছে। তাই সুর সংযোগে না শুনিয়া শুধু শুনিতে অনেক গানে তেমন ললিত ঝঙ্কার পাওয়া যায় না। কবি অনেক স্থানে যেমন অলঙ্কার-চাতুর্য্য দেখাইয়াছেন—তেমনি আবার অনুপ্রাস যোজনা দেখাইতেও ছাড়েন নাই।

কষ্টকল্পিত কবিতা একরূপ, আর স্বভাবকবির কবিতা একরূপ—যেন কাচ ও কোহিনুর। সঙ্গীত-কুসুমের কবি স্বভাব-কবি—বাল্যকাল হইতেই কবি। কবি যে কেবল ধর্ম্মভাব প্রকাশ করিবার জন্যই গীত রচনা করিয়াছেন তাহা নহে—তাঁহার ক্ষমতা সর্ব্বতোমুখী। তাই সামাজিক বল, নৈতিক-বল, ধর্ম্মবিষয়ে বল তাঁহার লিপিকুশল তুলিকার স্পর্শে সর্ব্বদিকই জীবন্ত হইয়াছে। তাই সামাজিক হীনতা দেখিয়া কবির ব্যঙ্গোক্তি হইতে শ্যাম বা শ্যামা বিষয়ক গানগুলি পর্য্যন্ত সমস্তই সুন্দর হইয়াছে। লোকশিক্ষাই কবিদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। সঙ্গীত-কুসুমে শিখিবার বিষয় অনেক আছে। সে সকল নীতিকথা বাছিয়া বাহির করিতে হয় না—কুড়াইয়া লইতে হয়।

কবি যখন গাহিয়াছেন—

"আর কতদিন জীবনবিহীন রহিবে ভারতবাসী
স্বর্ণভূমি ছিল ভারতজননী,
শোভিত হৃদয়ে রতনের খনি,
সে ভারত হায়! আজ কাঙ্গালিনী কাঁদিছে দিবস নিশি।" ইত্যাদি।

তখনই আমরা দেখিয়াছি আমাদিগের সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা মলয়জশীতলা জননীর অতীত গৌরব ও বর্ত্তমান হীনতা স্মরণ করিয়া কবির সরল

হৃদয় কাঁদিয়া উঠিয়াছে ; এখন যে সে ভারত আর নাই—এ ভারত সে ভারতের মৃতদেহ মাত্র। জননীর মৃতদেহ দেখিলে কাহার হৃদয়ে না ব্যথা লাগে, কাহার নয়নে না জল আসে ?

কাহার দোষে রাজরাণী আজ ভিখারিণী ?—

"তুমি যদি দেশী বস্ত্র না পরিবে
কার তরে তাঁতি বসন বুনিবে
খাইলে (কে দেশীয় রন্ধন শিখিবে) বিদেশী ব্যঞ্জন বাসি।
তামা কাঁসা যদি দেশে না বিকায়,
ভালবাস যদি চীনে পেয়ালায়,
কেননা কাঁসারী করিবে হায় হায়, দীনতায় দিবা নিশি।" ইত্যাদি।

কবির কথা চিরসত্য। আমরা দেশী ছাড়িয়া বিদেশী ধরিয়াছি—আপন জননীকে গৃহ-বিতাড়িত করিয়া পরের মার স্নেহাঞ্চলাশ্রয়-নিম্নে যাইয়া দাঁড়াইয়াছি—আপনার ভ্রাতার কণ্ঠচ্ছেদ করিয়া, 'ভাই' বলিয়া বিদেশীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়াছি—আপনার পুত্রকে বধ করিয়া তাহারই অস্থিপঞ্জর দিয়া বিদেশী পাখী পুষিবার পিঞ্জর প্রস্তুত করিয়াছি! এ কথা এতদিনে তুমিও বুঝিতেছ—আমিও বুঝিয়াছি। সহস্র কবিতা পাঠ করিয়া, লক্ষ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াও যাহা বুঝিতে পার নাই বা বুঝিবার চেষ্টা কর নাই—গায়ে পড়িয়া এখন নিজেই তাহা বুঝিতে শিখিতেছ, এখন আর কবিকে মিনতি করিয়া কহিতে হইবে না—

"করে ধরি রাম কহে ভাতৃগণ !
এ দেশের দশা কর বিলোকন,
কিসে দেশে ধন হইবে রক্ষণ, ঘুচিবে দীনতারাশি।" (১ম খণ্ড)

আমরা যে শুধু দেশী জিনিসের পরিবর্ত্তে, সুযোগ পাইলেই বিলাতী জিনিষ ব্যবহার করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছি তাহা নহে—আমাদিগের দেশী ভাব, জাতীয়তা প্রভৃতিও বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছি। আমাদিগের সামাজিকতার মধ্যে বিলাতী ভাব আসিয়া পড়িয়াছে। এই তীব্র বিদ্রূপ করিয়া কবি কহিয়াছেন—

"প্রণাম করিগো নব্য সভ্যতায়।

* * *

আজকাল বড়লোক ম'লে কমিটী করে সকলে
তার বুড়ো মায়েরে ফেলে, বৌয়ের তরে শোক জানায়।

শেষে মনস্তাপে ছুতর মেপে,
টেলিগ্রাফে শোক পাঠায় (যায় ত্বরায়) ।

* * *

এখন জাতের দফা হচ্ছে রফা
জাত পুছিতে জাত যে যায় (না জুয়ায়) ।

* * *

পর পুরুষ পর নারী মিলে, নির্জ্জনে কুতূহলে,
কথা কয় মন খুলে, স্বামী গেলেই দোষী হয়।
হায় দেখ্ না কি কারখানা—
(যেন) "যার ঘোড় তার ঘোড়াই নয়" (সবে কয়) ।" (১ম খণ্ড)

এরূপ ব্যঙ্গোক্তি আর উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই। উহা আমাদিগেরই কলঙ্কের নিশানা! হায়, এখনও যদি এ স্রোত ফিরিয়া যাইত!

একদিকে কবির ক্ষমতা দেখিলাম ;—আবার অন্যদিকে দেখুন।

"বল এ সংসারাশ্রম, কোন্ গুণে কম,
আন আশ্রমের তুলে,—
যে সংসারী-যোগ্য, জগত-যজ্ঞ
করে নিতি কুতূহলে।" ইত্যাদি (১ম খণ্ড)

ধর্ম্মসাধনের জন্য কেন মিছা বনগমন করিবে? কেন মিছা গৃহ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবে? এই সংসারেই ত সব আছে—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সমস্তই ত এখানে। তোমার যেমন সাধনা, তেমনি সিদ্ধি হইবে। তুমি যদি সাধক হও,—তুমি যদি ভক্ত হও—তোমার সাধনের ধন এইখানে বসিয়াই মিলিবে? কিন্তু তোমার মনে গরল থাকিলে চতুর্দ্দিকেই অনল হেরিবে। ইংরাজ কবি মিল্‌টনের শয়তানের ন্যায় তুমিও কোন স্থানেই নিস্তার পাইবে না। স্বর্গভ্রষ্ট, ঈশ্বরের শত্রু শয়তান (Satan) শেষে যখন বুঝিয়াছিল যে আর উপায় নাই তখন কাতর হইয়া বলিয়াছিল—

"Me miserable! which way shall I fly
Infinite wrath and infinite despair?
Which way I fly is Hell; myself am Hell;

And in the lowest deep, a lower deep
Still threatening to drown me opens wide,
To which the Hell I suffer seems a Heaven !

Paradise Lost ; Book IV.

সয়তানের নিকট প্রকৃত নরককুণ্ড ভীষণ বোধ হয় নাই, তাহার হৃদয়ের ভিতরেই নরকাগ্নি জ্বলিতেছিল। তাই বলিতেছি মনেই স্বর্গ, মনেই নরক। তুমি মিছা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইবে কেন?

"যে সংসারে ডোবে, তাঁয় না ভাবে
তার কি হবে বনে গেলে।"

তার পর আর এক কথা—তুমি কাশী গয়া বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ কর তাহাতেই কি সেই পরম চরণ লাভ হইবে? যদি ডাকিবার মত করিয়া ডাকিতে পার—যদি ভাবিবার মত করিয়া ভাবিতে পার তবেই পাইবে। কবি বলিতেছেন :—

"দেখলে ত রথ বছর বছরে, জীবন ভরে

* * *

কেন পেয়ে কষ্ট পথে
দেখিবে গিয়ে কাষ্ঠ-রথে,
একবার দেখ মনোরথে,
শ্রীরাধা মুরলীধরে।
মনরাখা বামন দেখা রথের বাজারে,
দেখিতে হয়েছে মত্ত আর বা যারে।" ইত্যাদি (১ম খণ্ড)

মনের অগোচর পাপ নাই—কবি মিল্‌টনের শয়তান সেই পাপাগ্নিতে প্রতি মুহূর্ত্তেই জ্বলিয়া মরিতেছিল। মনের পাপরাশি দূর কর—হৃদয়ের নরকাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। তার পর শান্ত শুদ্ধ মুগ্ধ হৃদয়ে রথের বামন মনের ভিতর প্রাণ ভরিয়া দর্শন কর—বামন দর্শনের ফল ফলিবে। ঘরে বসিয়া মণি মিলিলে কেন মিছা খনির ভিতর মণির অন্বেষণে যাইবে? মণির অন্বেষণে যাইয়া খনি দেখিবে না মণি দেখিবে? সুধু—

"নাম নিলে কি তরে ভক্তি বিনে,
শুধু নামে ত্রাণ পাবিনে,
ভক্তিভাবে ভাব ভক্তাধীনে।
যোগে যাগে জ্ঞানে মুক্তি,
হয় না শুধু বেদে উক্তি
সকলেরি মূল ভক্তি,
আছে যুক্তি নিখিল পুরাণে।" ইত্যাদি (১ম খণ্ড)

ভক্তের মত ভক্তিভাবে যাহাকে ইচ্ছা ভাব, রাম রহিমে প্রভেদ মানিও না—সাদা কালোতে প্রভেদ করিও না—স্ত্রী পুরুষে প্রভেদ দেখিও না; সবই এক—সবই সমান। ভক্তিভরে শিলা পূজা করিলে, শিলা শালগ্রাম হয়—ভক্তিভরে পথের ধূলিকণার আরাধনা করিলে অক্ষয় স্বর্গ মিলে। ধর্ম্ম চিরদিনই ভক্তিমূলক—তুমি মূর্ত্তির সহিত ভক্তির সম্বন্ধ রাখিও না—তুমি যে মুখে শ্যামা বলিয়াছ আবার সেই মুখেই শ্যামও বলিও। তুমি—

"শ্যামা শ্যামে প্রভেদ ভেব না।
বিচারি দেখ না।
একই বীজ মন্ত্রে, সবে করে উভে আরাধনা।
কালা ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমে, কালীর ত্রিভঙ্গ ঠামে,
বক্র কাল বুঝ ওই ক্রমে,
কর ওরূপ সাধনা।

কালা কালী এক রূপেতে, পূজে ব্রজে ব্রজাঙ্গনা। ইত্যাদি (১ম খণ্ড)

যখনই আমরা গায়ককণ্ঠে শুনিয়াছি—

"আমার হর হরি! বিষয়-বাসনা।
সদা করি যেন তবু তব উপাসনা।
অনিত্য সুখাশায় ভ্রমিলাম অনুদিন,
সুখের পিপাসা না মিটিল হইল তনু ক্ষীণ
আমার বিনাশ সে সুখ-আশা
নিবার সংসারে আসা
আসা যাওয়া আর ত সহে না।'

তখনই মনে হইয়াছে কি করিলাম? কেন আসিয়াছিলাম? আসিয়াছিলাম যদি তবে কাজ না গুছাইয়াই আবার যাইতেছি কেন? পারের কড়ি নদীর জলে নিক্ষেপ করিয়া নির্ব্বোধ নিঃসম্বলের মত ক্ষেয়ার চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি কেন? হায় হায়—

"আমি এ ভব-সংসারে আসি সঞ্চিলাম পাপরাশি
ত্রাণ কর ওপদে প্রার্থনা" (২য় খণ্ড)

আবার যখন শুনিয়াছি—

"তুমি দয়াময় চিনি না তোমায়।
পালিতে সন্তানে স্তনে ক্ষীর স্নেহ দেও মায়।
অমুক্ত আঁখি যুগল, পালক নাহিক তায়
সদ্যোজাত শাবকেরে পক্ষিণী আহার জোগায়।
তোমা বিনা প্রাণি-গণে বৎসলতা কে শিখায়।"

তখনই যেন সেই প্রেমময়ের রাঙ্গা চরণে হৃদয়ের ভক্তিরাশি উৎসর্গ করিয়া দিয়াছি; তখনই যেন সেই করুণানিদান ভগবানের অসীম করুণার কথা স্মরণ করিয়া আমরা বুক বাঁধিয়াছি। হৃদয় কৃতজ্ঞতারসে আপ্লুত হইয়াছে—অমনি কবির ভাষায় বলিয়াছি—

"আমিই তোমার দেব, কি দিব তোমায় আমি,
তোমার রচিত বিশ্বাগার। হরি হে!
(তুমি! এ বিশ্বের স্বামী)
বেদে বলে বিশ্বরূপ, বিশ্ব তব লোমকূপ
(অন্ত পায় না, আগম নিগম, বিধি হর পুরন্দর)
চতুর্দ্দশ ভুবন তোমার॥ হরি হে!" ইত্যাদি (৩য় খণ্ড)

কবি যখন বিশ্বসংসার ভুলিয়া গিয়াছেন তখন বলিতেছেন:—

"তুমি কর কার শোকে হাহাকার?
জন্মিলে মরণ ধ্রুব এই বিধি বিধাতার।
কে বা আপন ভবে, তুমি বা আপন কার?
যে ক্ষণে জন্মে জীব অনিত্যতা কোলে লয়;
পরে তারে কোলে করে ধাত্রী মাতা বন্ধুচয়।
বাড়ে যত হয় তত মৃত্যুপথে আগুসার।" ইত্যাদি (২য় খণ্ড)

যখনই আমরা উক্ত গীতটী শুনিয়াছি তখনই হৃদয় মধ্যে এক অপূর্ব্ব মহান্ গম্ভীর ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে। যে ভাবে চৈতন্য, বুদ্ধ প্রভৃতি মহানুভবগণ গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, প্রাণের মধ্যে যেন সেই ভাব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে— এই মাটীর দেহ ভস্ম রাশি করিয়া মহাক্ষেত্র মহাশ্মশান হইতে লোকালয়ে ফিরিবার সময় হৃদয়ে যে ভাব হয়, গান শুনিয়াও হৃদয়মধ্যে সেই ভাব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তখন সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা, আপন পর সমস্তই যেন ভুলিয়া গিয়াছি। কে আমি, কি আমি, কোথায় আমি এ সমস্তই তখন যেন কোন্ এক বিস্মৃতির অনন্ত অন্ধকার গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে। তখন কেবলই মনে হইয়াছে একা-একা-একা। তবে কার জন্য আমাদিগের এই এত প্রাণপণ! সভয়ে চতুর্দ্দিকে চাহিয়াছি দেখিয়াছি সবই একা। গগনতলে শতকোটি ভাস্বর নক্ষত্র, তাহারাও একা; যাহার যখন কর্ত্তব্য ফুরাইতেছে সে তখন নিবিয়া যাইতেছে, অনন্ত সংসারে ক্ষুদ্র বুদ্বুদের মত চিরকালের জন্য লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। আমিও তেমনি যাইব। তবে দুই দিনের এ ধূলা খেলা কেন? মৃণ্ময় পুত্তলিকা লইয়া বালকের খেলা-ঘর বাঁধার ন্যায় আমাদের তবে এ ঘর বাঁধা কেন? সন্ধ্যা আসিলেইত সাধের সাজান বাসর ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া যাইব—

"বিটপে বিহগ-দলে সন্ধ্যাকালে বসে সবে।

* * * *

এমনি আছয়ে নরে,
এ ভব-তরু-কোটরে,
চলে যায়, না সুধায় কারে;
যার দিন যায় যবে।" (৩য় খণ্ড)

এইত সংসার এইত খেলা! তবে কেন মিছা—
এই দেহের এত অহঙ্কার।
প্রাণান্তে পচিবে কিম্বা হবে ছার খার।" (২য় খণ্ড)

হায় হায়, আগে কেন ইহা বুঝি নাই। সময় থাকিতে ধর্ম্মসাধনা করি নাই কেন? সে যে বড় কঠিন কাজ।

"ধর্ম্মসাধন সহজে কি হয়।
চাহি সদাচার, সদাহার, ব্যাহান্তর শুচিময়।

হও সরল প্রাণ কহ সৎবুলি
দেহ বিষয় সহ বাসনা বলি,

কর রিপু ছয় পরাজয়, শিখ সাধন চতুষ্টয়।" ইত্যাদি (২য় খণ্ড)

এই অসাধ্য সাধনে কত যুগ যুগান্তর যাইবে—জন্ম জন্মান্তর যাইবে তাহা কে বলিতে পারে, তবুও হয়ত সফলকাম হইতে পারিব না।

কিন্তু পাছে আমরা ভীত হই—পাছে একেবারে হা'ল ছাড়িয়া দিয়া বসি তাই আবার কবি অভয় দিতেছেন। তাঁহার একহস্তে মূর্ত্তিমতী ভীতি, অপর হস্তে শান্তি—এক হস্তে আশঙ্কা অপর হস্তে আশা। কবি অভয় দিয়া কহিতেছেন 'তোমরা ভয় করিও না, বুকে সাহস বাঁধ—আশা-যষ্টির উপর ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াও।'—

সাধনের ধন সাধিলে পাওয়া যায়,
হও একাগ্র, সব্যগ্র ভাব ভব-যাবেন যায়।
দেখ লক্ষ্যবান্ মীনগণ উজায়
আবার লক্ষ্যহীন গজ ভেসে যায়।" (২য় খণ্ড)

তাই তখন আমরা আবার সাহস করিয়া কবির সহিত বলি—

"রে পরাণ ভরি হরি হরি বল রসনা
ত্যজ মন বিষয়বাসনা।" ইত্যাদি (২য় খণ্ড)

কবি বাল্যকালেও অনেক শোক তাপ পাইয়াছিলেন—বৃদ্ধ বয়সেও দুঃখ পাইতে হইয়াছে। বাল্যের প্রধান দুঃখ শৈশবে পিতৃমাতৃবিয়োগ এবং অর্থ ও আশ্রয়ের অভাব। এখনকার দুঃখ প্রধানতঃ প্রিয়জনের সহিত চির-বিরহ। তাই এক এক সময় তাঁহার শান্ত হৃদয়ও প্রবল তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছে। তখন কিছুতেই আত্মগোপন করিতে পারেন নাই। তবে কবি রসিক—তাই দুঃখের মধ্যেও রসিকতার রেশ দৃষ্ট হয়;—

"জঠরে অন্ধকার, জীবনে অন্ধকার
বাপনে অন্ধকার, আথেরে অন্ধকার।
শিক্ষায় অন্ধকার পাশেও অন্ধকার,
পসারে অন্ধকার জগত অন্ধকার।

অপুত্রে অন্ধকার, কুপুত্রে অন্ধকার
কলত্রে হয় কার হেরিতে অন্ধকার।

* * *

প্রেমেও অন্ধকার, বিরহে অন্ধকার,
অশনে বসনে সতত অন্ধকার
পোষ্য পালনে নিরখি অন্ধকার
কামিনী কাঞ্চনে দেখায় অন্ধকার।" ইত্যাদি। (৩য় খণ্ড)

অযোধ্যা, নৈমিষারণ্য, বিন্ধ্যাচল, নীলাচল, চিত্রকূট, গয়া, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি হিন্দুর প্রধান প্রধান তীর্থক্ষেত্রসমূহ সঙ্গীতকুসুমের কবি দর্শন করিয়াছেন। যে তীর্থে যাইয়া তাঁহার হৃদয়ে যে ভাব হইয়াছে তিনি তখনই তাহা গানের আকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; এতদ্ভিন্ন সেই সকল তীর্থে যাহা যাহা দর্শনীয় ও করণীয় আছে, কবি তাহাও তাঁহার গানের মধ্যে লিখিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং তীর্থযাত্রী হিন্দুদিগের পক্ষে সে সকল গীত গুলির মূল্য অনেক।

পুণ্যবতী স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বর্গারোহণ উপলক্ষে সঙ্গীত-কুসুমে যে গীত আছে দেখিলাম—তাহা মহারাণীর সুখশান্তিপূর্ণ আদর্শ রাজত্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলিলেও চলে—সেই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ইতিহাসেই মহিমাময়ীর দেবীচরিত্র প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে—নারীচরিত্রের ও রাণী-চরিত্রের গুণ-রূপ বিকশিত হইয়াছে।

কবি বৃদ্ধ হইয়াছেন—সংসারের অনেক দেখিয়াছেন, দেখিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। মানুষ যদিও সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ তবুও তিনি মানুষের সম্বন্ধেই বলিয়াছেন—

"পশু পক্ষী বলে হেয় জ্ঞান
তুমি করোনা মন অজ্ঞান।
পাখী প্রত্যূষেতে উঠে, আহারার্থে ছুটে
গাইয়া বিভুর গান।
পরনিন্দা তারা না শুনে দুকানে
পরকুৎসা করা কভু নাহি জানে,
সাধ্বী পরনারী নাহি হরে আনে
নাহি দম্ভ অভিমান।

বাসেনা বানর তীর্থক্ষেত্র বিনে
হিংসাহীন মৃগ চরে বনে বনে,
মহাপ্রাণী নর তারে বধে বাণে
এই কি মহাপ্রাণ!।" ইত্যাদি। (৩য় খণ্ড)

সংসারের দিকে চাহিয়া দেখ, দেখিবে—মনুষ্য, ব্যাঘ্র-ভল্লুক হইতেও হিংস্র ও ভীষণ—সর্প হইতেও ক্রুর ও খল—এবং মূষিক হইতেও দুষ্টমতি ও অনিষ্টকারী। কাচ হইতে কাঞ্চন বাছিয়া লওয়া এখন বড়ই কঠিন। এখন মালা ঝোলা, দণ্ড কমণ্ডলু দেখিয়া সাধু চিনিবার উপায় নাই—কথা শুনিয়া অন্ত বুঝিবার যো নাই। যত কমণ্ডলুর ভিতর রাশি রাশি পাপ লুকাইয়া রহিয়াছে—কত আপাত মিষ্ট কথার সহিত হীরার ছুরি লুকাইয়া বেড়াইতেছে! যাহাকে তুমি বড় বিশ্বাস করিয়াছ, হয়ত দেখিবে স্বার্থের জন্য সে-ই একদিন আপন হস্তে তোমার বক্ষে বিষের ছুরি বসাইয়া দিয়া তোমারই রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ড টানিয়া বাহির করিবে, তার পর উভয় হস্তে উহা নিষ্পেষিত করিয়া হৃষ্টচিত্তে চাহিয়া দেখিবে সেই শত ক্ষত ছিন্ন হৃৎপিণ্ড হইতে কেমন করিয়া বিন্দু বিন্দু তপ্ত শোণিত ভূমিতলে পতিত হইতেছে!

কবি নূতন ও পুরাতনের যে তুলনা করিয়াছেন তাহা বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক এবং উপদেশপূর্ণ। আমার অধিক স্থান থাকিলে আমি সে গানটী উদ্ধৃত করিতাম। এতদ্ভিন্ন কলার গানটীও বেশ সুন্দর হইয়াছে। কলার গান শুনিতে বসিয়া আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। চূতফলের গানটী হাস্যোদ্দীপক না হইলেও কলার গানের ন্যায় অনেক আবশ্যক তথ্যে পূর্ণ।

গ্রন্থশেষে কবি শঙ্করাচার্য্যের শঙ্করস্তোত্র ও মহাত্মা তুলসী দাসের দোঁহাবলীর পদ্যানুবাদ দিয়াছেন। অনুবাদ দুইটী সরল ও সুললিত হইয়াছে বলিয়াই সুন্দর মনে হইতেছে।

শ্রীযুক্ত বাগচী মহাশয় অর্থের আশায় বা নাম কিনিবার আশায় তাঁহার গ্রন্থ মুদ্রিত করেন নাই—কারণ সে সব দিন তাঁহার একরূপ শেষ হওয়ারই মধ্যে। এই গ্রন্থ বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছে এবং এখনও হইবে—ইহাতেই তাঁহার তৃপ্তি। আমার যাহা ভাল লাগে—স্বতঃই ইচ্ছা হয় আর পাঁচজনকে তাহা দান করি। তাহা না দিতে পারিলে তৃপ্তি হয় না। কবিতা

বা গান রচনা করিয়াই কবির তৃপ্তি হয়—তুমি বা আমি তাহা ভাল বলি ভাল, না বলিলেও কবির কোন ক্ষতি নাই ; তিনি লোকের মুখ চাহিয়া লেখনী ধারণ করেন নাই—'বাহবা" লইবার জন্তও কবিতা রচনা করেন নাই।

গ্রন্থমধ্যে গুণ যথেষ্ট আছে—দোষও যে একেবারে নাই তাহা নহে ; সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না—চন্দ্রে কলঙ্ক, কুসুমে কীট, মধুতে মত্ততা। কীট আছে বলিয়াই কি কুসুমের আদর নাই ? তাহা নহে।

অর্থের জন্ত বা বাহবা লইবার জন্য গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইলে আমরা ইহার দোষোদ্ঘাটনের চেষ্টা করিতাম—সে সকল সামান্য দোষ পাঠকের নয়ন-গোচর করিলেও গ্রন্থের কোন ক্ষতি হইত না, কিন্তু আমি তাহা করিতে পারিলাম না—সুতরাং সমালোচকের কর্ত্তব্য পূর্ণ হইল না। সেই জন্য পাঠক মহাশয়দিগের নিকট মার্জ্জনা চাহিতেছি।

গ্রন্থের দোষ দেখাইবার লোকের অভাব নাই—নিন্দা সর্ব্বদাই—বঙ্গবাসীর মুখরোচক। তবে এ কথা স্মরণ রাখিলেই যথেষ্ট হইবে যে পাঠক বা সমা-লোচক মহাশয়ের হস্তে একখানি গানের পুস্তক আছে—কবিতার পুস্তক নাই। গান যদিও কবিতা—কিন্তু গানের জন্য যে সকল কবিতা রচিত তাহা কবিতা হইতে কিছু স্বতন্ত্র। গানের কবিতা সুর সহযোগে শুনিতে হয়—কিন্তু সাদা কবিতা পুস্তক অমনি পাঠ করিলেই হয়—সুর সহযোগে পড়িবার আবশ্যক নাই ;—সুর সহযোগে পাঠ করিলেও সর্ব্বদা শ্রুতিমধুর হয় বলিয়া বোধ হয় না। "সঙ্গীতকুসুম" কবিতার পুস্তক নহে—গানের বহি। সুতরাং গানের হিসাবেই সঙ্গীতকুসুমের গান বা কবিতার সমালোচনা করিতে হইবে।

ঘোড়ামারা।
১৪ ই জ্যৈষ্ঠ।
১৩০৯।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।
বি, এ।

শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণং

শ্রদ্ধেয় বাগছী মহাশয়ের সঙ্গীত-কুসুম ৩য় খণ্ড আদ্যোপান্ত দেখিলাম। ইঁহার রচিত সঙ্গীতগুলি একাধারে ভক্তি, বিনয়, কবিত্ব ও রচনাশক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রত্যেক গানের শেষে দেবতার নিকট দীনতা ও করুণাভিক্ষা পাঠ করিলে, ইঁহাকে আস্তিকতা ও অমায়িকতার আধার বলিয়া বোধ হয়। উপদেশদানকালে বা কাব্যাদিরচনাকালে তাৎকালিক ভাবোদ্রেকে অনেকে ধার্ম্মিকতার পরিচয় দিয়া থাকেন, কিন্তু সে ভাব স্থায়ী নহে, কার্য্যকালে বৈপরীত্য লক্ষিত হয়। বাগছী মহাশয় সে শ্রেণীর ধার্ম্মিক নহেন; ইনি আশৈশব ধর্ম্মপ্রাণ, আচারপূত, নৈষ্ঠিক হিন্দু। ইনি যথার্থই মহাত্মা।

"মনস্যন্যদ্‌বচস্যন্যৎ কর্ম্মণ্যদ্‌ দুরাত্মনাম্‌।
মনস্যেকং বচস্যেকং কর্ম্মণ্যেকং মহাত্মনাম্‌॥

দুরাত্মার মনে এক, মুখে বলে আর,
কাজে তার বিপরীত দেখিবে আবার;
মহাত্মার মনে যাহা, বচনেও তাই,
কাজেও দেখিবে তাহা, ভিন্নরূপ নাই॥"

এই বৃদ্ধ বয়সেও ইঁহার শ্রমোপার্জ্জিত ধনে বহু অনাথ অনাথা ও দরিদ্র বিদ্যার্থীরা প্রতিপালিত হইতেছে। দেবালয়-প্রতিষ্ঠা ও নিত্যসেবা, ব্রাহ্মণ-ভোজন, অধ্যাপক-বিদায়, গোসেবা, জলাশয়-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ইষ্টাপূর্ত্ত ক্রিয়া-কলাপ ইহাঁর স্থায়ী ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয়। ইনি ভারতের নানাতীর্থে পরিভ্রমণ করিয়া, সেই সকল পুণ্যক্ষেত্রের অপূর্ব্ব চিত্র লইয়া 'তীর্থসঙ্গীত' রচনা করিয়া এই গ্রন্থে দিয়াছেন; তাহা পড়িলে মনে হয় যেন সেই সকল শান্তিময় স্থানে উপস্থিত হইয়া সত্যযুগের অতীত বিভূতি সকল প্রত্যক্ষ করিতেছি।

একবিধ রস, অমৃত হইলেও, তাহার অবিরত আস্বাদনে মানবের রুচি নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এজন্য বৈচিত্র্য চাই। বৈচিত্র্যই মানবপ্রকৃতির গঠন ও সংরক্ষণের মুখ্য উপাদান। প্রবীণ গ্রন্থকার তাঁহার এই ভক্তিরসপ্রধান সঙ্গীত-

কাব্যমধ্যে হাস্য-করুণাদি নানারসের অবতারণা করিয়া, এবং ৺ তুলসীদাসাদির সদৃষ্টান্ত নীতিগাথার ও অন্যান্য নানাভাবের উদ্ভট শ্লোকাবলীর প্রাঞ্জল অনুবাদ দিয়া যথার্থ সহৃদয়তার কার্য্য করিয়াছেন। ইনি দৈনিক কার্য্যরাশি শেষ করিয়া, প্রত্যহ বিশ্রামকালে সুকণ্ঠ-গায়ক-মুখে স্বরচিত এই সকল প্রাণারাম সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া থাকেন। ইহার বাল্য-যৌবন-জরা সকলি পবিত্র; ইহার শ্রম ও বিশ্রাম সকলি পবিত্র। ইহার জন্ম ও কর্ম্ম ধন্য। ইহাঁর চরিত্র হিন্দুমাত্রের অনুকরণীয়।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা

We had the pleasure of attending a party at the house of Babu Ramjoy Bagchi where we were entertained with songs composed by him.

The songs were exquisite and were the reply of a mind impressed with piety and religion. Some of them may Compare favourably with those of our renowned *Bhaktas*.

RAMPORE BOALIA
The 8th September, 1890.

KAILASH CHANDRA MOJUMDER,
Sub-Judge
MOHENDRA NATH KUNDU,
Sub-Deputy Collector.
KUNJA BEHARI GUPTA,
Munsiff.
AMBICA PRASAD SEN,
Dy. Magistrate.
HARA CHANDRA GHOSE,
Dy. Magistrate.
RAJENDRA NATH GHOSE, M. A.
Dy. Magistrate.

ঢাকা-বিভাগান্তর্গত শাক্তা গ্রাম নিবাসী অসাধারণ কবিত্ব শক্তি সম্পন্ন, নানা শাস্ত্রাধ্যাপক, পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর ৺ ত্রিলোচন তর্কালঙ্কার মহোদয়, মহাত্মা পণ্ডিতগণ প্রমুখাত রচয়িতার অকিঞ্চিতকর নাম শুনিয়া নিম্ন প্রকাশিত তরুলতা প্রভৃতি কয়েকটী কবিতায় তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পাঠান। রচয়িতা সাদরে শিরোধার্য্যপূর্ব্বক এতদিন তাহা সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। ক্রমে উহা কীট দষ্ট ও নষ্টপ্রায় হইতেছে কালে বিলুপ্ত হইলে এরূপ উৎকৃষ্ট কবিতাবলী আর প্রায় পাওয়া যাইবে না দেখিয়া রচয়িতা পণ্ডিত মহাশয়ের স্বর্গগত আত্মার প্রতি কৃতাজ্ঞতা প্রকাশার্থ এই অতুলনীয় কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ কবিতা কতিপয় লোক লোচনের বিষয়ীভূক্ত করিলেন।

প্রকাশক।

ধন্যঃ কার্য্যবিচক্ষণঃ সুকুশলো নৃণাং বিপজ্জালকৈঃ
রার্ত্তানাং নৃপসদ্মনি প্রকথয়া প্রোদ্ধার কার্য্যেপ্রভুঃ।
নানাস্থান নিবাসিনঃ সুকৃতিনঃ শংসন্তি যৎ মেমুষীং
সোঽয়ং রামজয়ো জয়েদিতি বং বচ্মঃ সদাহর্ষতঃ॥

দীনালীং ধন দানতঃ সুকৃতিনঃ সম্মান দানাদিভিঃ
যুক্তাভিধনিনো দয়াভিরিতরাংস্তৎপ্রার্থিতৈঃ কর্ম্মভিঃ।
নিত্যং যোহি সুখী করোতি নিজবংশালঙ্কৃতিঃ সৎকৃতী
তস্যশ্রী প্রথমস্য রামজয়ক স্যাস্তাং সদা মঙ্গলং॥

মান্যঃ পুণ্যাক্ত দেহঃ সফলতমজনুর্গাঢ়বুদ্ধির্দ্বিজানাং
সাক্ষাদ্ধর্ম্মৈক মূর্ত্তিঃ প্রতিদিনং মুষসি প্রস্মরন্ত্যত্যভিজ্ঞাঃ।
কালোযস্মাদ্বিভেতি প্রথিত সুকৃতিনোদীনলোকপ্রপালাৎ
জীব্যাৎ সোঽয়ং সপুত্রঃ সুচির মিতিনতঃ প্রার্থয়ে শ্রীত্বরস্য॥

অনাথনাথঃ কিলসার্থবিত্তঃ, কলাবিত্যোহন্যো নদয়া সমুদ্রঃ।
তন্দেবদেবো গিরিশঃ সদৈব, প্রীনাস্ত্র নিত্যং মম বাঞ্ছনীয়ং॥

বারেন্দ্রস্য নরেন্দ্রস্য ভূদেবেন্দ্রাস জন্মতঃ।
মর্ত্ত্যেপ্রশঙ্কে কিমহো নিয়িন্দ্রা সামরাবতী॥
অসাক্ষাদপি সাক্ষাদয়ঃ কীর্ত্তিং শ্রুত্বা প্রমন্যতে।
শ্রীত্রিলোচন বিপ্রেণ দীর্ঘায়ুস্তস্য বেধ্যতে॥